গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

১৪২২-১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদের দফা (১) অনুসারে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১৬ সালের (১৪২২-১৪২৩ বঙ্গাব্দ) বার্ষিক প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি।

সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদের দফা (২) অনুসারে কোন স্মারকলিপি না থাকায় এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো না।

বিনীত

(ড. মোহাম্মদ সাদিক)
চেয়ারম্যান

(মোঃ জহুরুল আলম *এনডিসি*)
সদস্য

(অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির)
সদস্য

(সমর চন্দ্র পাল)
সদস্য

(কামরুন নেসা খানম)
সদস্য

(অধ্যাপক ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম)
সদস্য

(অধ্যাপক ড. এম. আবুল কাশেম মজুমদার)
সদস্য

(উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত)
সদস্য

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
সদস্য

(অধ্যাপক ডাঃ শাহ আবদুল লতিফ)
সদস্য

(অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন)
সদস্য

(শেখ আলতাফ আলী)
সদস্য

(কামাল উদ্দিন আহমেদ)
সদস্য

(মোঃ মোখলেছুর রহমান)
সদস্য

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন
২৬ পৌষ ১৪২৩ /০৯ জানুয়ারি ২০১৭

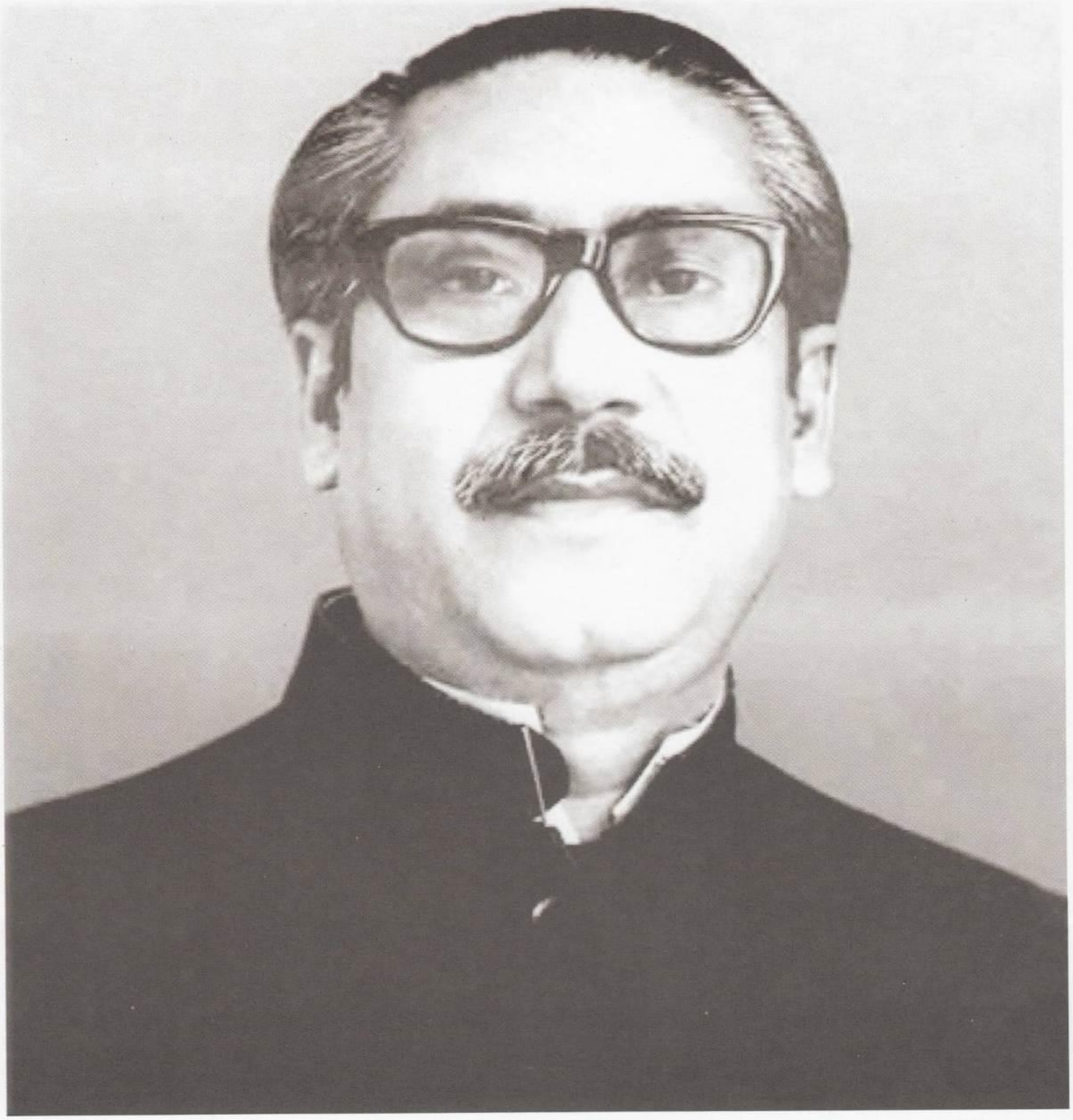

"আমার সরকার নব রাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রকে পুনর্গঠিত করবে।"

– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

[রেডিও-টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণ, ২৬ মার্চ ১৯৭২]

চেয়ারম্যানের বক্তব্য

সাংবিধানিক অনুশাসনের ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে ২০১৬ সালে সম্পাদিত কমিশনের সাংবিধানিক কার্যাবলির উল্লেখযোগ্য বিবরণ।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের জন্য ২০১৬ সাল ছিল কর্মতৎপরতার একটি বছর। কমিশনের কার্যক্রম অধিকতর স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, গতিশীল ও মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকল নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ-করা থেকে শুরু করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০১৬ সালে কমিশন কর্তৃক ৩৫তম বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান অনুসরণ করে, বিভিন্ন ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য ২,১৭২ জন প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়েছে। পদ স্বল্পতার কারণে ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় ক্যাডার পদে সুপারিশ না-পাওয়া প্রার্থীদের মধ্য থেকে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৬তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান রয়েছে। ৩৭তম বিসিএস-এর বিজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে, আবেদনকারী ২,৪৩,৪৭৬ জন প্রার্থীর প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ ও তার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ১২.০২.২০১৭ তারিখ থেকে লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে। অধিকন্তু ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ, কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে যাদের ক্যাডার পদে সুপারিশ করা সম্ভব হয়নি, এমন ৩২৮ জন প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রথম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে ও ১,৮৪৯ জন প্রার্থীকে দ্বিতীয় শ্রেণির পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বিভিন্ন পদের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি, নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার বিবেচনায় স্বল্পতম সময়ে, মাত্র ছয় মাসের মধ্যে, সেবা পরিদফতরের সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে ৯,৫৯৮ জনকে নিয়োগের সুপারিশসহ ২০১৬ সালে বিভিন্ন নন-ক্যাডার গেজেটেড পদে মোট ১০,৭০৪ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়াও নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন, বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড প্রদান, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, পদোন্নতি, চাকরি নিয়মিতকরণসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে–এমন বিষয়সমূহের উপর কমিশনের পরামর্শ ও মতামত প্রদান করা হয়েছে।

সিভিল সার্ভিসে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের সুপারিশ প্রদান কমিশনের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীরা যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে আকৃষ্ট হয় সেজন্য কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যে বিসিএস পরীক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট, যুগোপযোগী এবং সৃজনশীল সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে ও পরীক্ষা-পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাছাড়া নিয়োগ পরীক্ষা-পদ্ধতি আধুনিকায়নের জন্য কমিশন কর্তৃক মতবিনিময় সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছে। ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সাথে 'উন্নয়ন ভাবনা ও জনপ্রশাসনে নিয়োগ' বিষয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে কর্ম কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের মতবিনিময় সভা। ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে 'পিএসসির পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগীকরণ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি। ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, কেন্দ্র প্রধান, কক্ষ পরিদর্শক ও কমিশন কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে '৩৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার লব্ধ অভিজ্ঞতা ও সুপারিশ প্রদান' শীর্ষক চারটি পৃথক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে 'উন্নয়ন ভাবনা : জনপ্রশাসনে দ্রুত নিয়োগ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। ইতোপূর্বে ১৫ জানুয়ারি ২০১৬ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় সার্ক দেশসমূহের পিএসসি/সিএসসি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে 'Challenges in the Examination Process for Recruitment of Civil Servants in Public/Civil Service Commission of SAARC Member States' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে ভুটানে সার্ক দেশসমূহের পাবলিক/সিভিল সার্ভিস কমিশনসমূহের প্রধানদের পঞ্চম সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়াও কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের সদস্যদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সম্মেলন, সেমিনার ও মতবিনিময় সভা আয়োজনের ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান আগামী দিনের পিএসসি-র পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল এবং মেধাভিত্তিক জনপ্রশাসন গঠনে সহায়ক হবে মনে করি।

দ্রুত, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য নিয়োগ-কার্যক্রম পরিচালনার সঙ্গে কমিশনের ভাবমূর্তি জড়িত। তাই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও দ্রুততর করার জন্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা যায় তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কমিশন বিবেচনা করে। সে লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক

গৃহীত নিয়োগ কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলাফল প্রস্তুত ব্যবস্থাপনায় অটোমেশনের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে কোনোরূপ সরকারি অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকেই ক্যাডারের জন্য Cadre Distribution Software (CADS) এবং নন-ক্যাডারের জন্য 'সার্চ ইঞ্জিন' সফটওয়্যার তৈরি এবং ফলাফল প্রস্তুতের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ২টি ফলাফল প্রক্রিয়ায়ন-কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে ফলাফল প্রক্রিয়ায়ন দ্রুত ও সহজ হয়েছে। পূর্বে একটি বিসিএস-এর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তিন থেকে সাড়ে তিন বছর সময় ব্যয় হত। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করে দ্রুত নিয়োগ সম্পন্ন করতে কমিশন কর্তৃক প্রতিটি বিসিএস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতকৃত রোডম্যাপ অনুসরণ করে বিজ্ঞাপন জারি, অনলাইন-এ আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রিলিমিনারি টেস্ট, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনা/নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যয়িত সময় ক্রমান্বয়ে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে বর্তমান কমিশন সফল হয়েছে। ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া মাত্র ১ বছর ৬ মাসে সম্পন্ন করা হয়েছে।

কমিশনের কার্যক্রমে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা, দক্ষতা বজায় রেখে দ্রুততার সাথে কমিশনের উপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কমিশনকে মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ এবং পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ যে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছে সে জন্য আমি তাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণে কমিশনকে প্রদত্ত সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাছাড়াও সিভিল সার্ভিসের স্বনামধন্য সাবেক ও বর্তমান উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, খ্যাতিমান সাংবাদিক, গবেষক, সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সারা দেশের মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ যাঁরা সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কমিশনকে সহযোগিতা করেছেন এবং কমিশনের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য তাঁদের স্থাপনাসমূহ ব্যবহারে সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন, উত্তরপত্র পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে যে বিশেষজ্ঞগণ দায়িত্ব পালন করে কমিশনের সাংবিধানিক কাজে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আলোচ্য বছর বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়সহ যে সকল সরকারি ও বেসরকারি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান থেকে কমিশন সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছে তার জন্য কমিশনের তরফ থেকে তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমার সহকর্মী কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যগণ যে কঠোর পরিশ্রম করে যাবতীয় নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল ব্যবস্থার কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন; সে জন্যে তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে আলোচ্য বছরে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন এবং এ প্রতিবেদন যথাযথভাবে ও যথাসময়ে প্রকাশের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬ কমিশনের বিভিন্ন ইউনিট এবং শাখা থেকে সম্পাদিত কার্যক্রমের সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশনে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল হয়ে থাকলে পরবর্তী প্রতিবেদনে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান জনপ্রতিনিধি, পদস্থ ব্যক্তি, পেশাজীবী, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, গবেষক ও উৎসাহী পাঠকের জন্য নিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহারে ও সংগ্রহে সহায়ক হতে পারে।

এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, পরামর্শ প্রদান করেছেন, সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

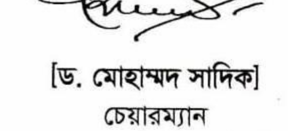

তারিখ ঃ ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

[ড. মোহাম্মদ সাদিক]
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজ

নিয়োগ পরীক্ষা ঃ

- ২০১৬ সালে বিসিএস পরীক্ষাসহ মোট ১০১টি নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে;
- ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে ৫টি বাছাই পরীক্ষা ও ২৩টি লিখিত পরীক্ষা এবং ২য় শ্রেণির পদে ৮টি বাছাই পরীক্ষা ও ৩৬টি লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে;
- ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে;

সুপারিশ ঃ

- ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশ প্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে ২১৭৭ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে;
- ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় বিভিন্ন ক্যাডারে ২১৭২ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে;
- ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা ১২.২.২০১৭ তারিখ থেকে শুরু হবে;
- ক্যাডার বহির্ভূত ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে সর্বমোট ১০৭০৪ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মোট ২০৩৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে;

শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

- শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মোট ১২৩টি বিষয়ে কমিশন কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয়েছে;

নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন ঃ

- ১২টি নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে;

মন্ত্রণালয়/বিভাগে কমিশনের প্রতিনিধিত্ব ঃ

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির ১৭৮১ টি সভায় কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছে;

কমিশন সভা ঃ

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে মোট ১৩টি বিশেষ সভা ও ০১টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নতুন উদ্যোগ ঃ

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত সকল নিয়োগ পরীক্ষায় অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রবেশপত্র প্রদান কার্যকর করা হয়েছে;
- নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রশ্নপত্র মুদ্রণ এবং পরীক্ষা গ্রহণ;
- ফলাফল দ্রুত প্রস্তুতের জন্য নন-ক্যাডারের ক্ষেত্রে সার্চ ইঞ্জিন এবং ক্যাডারের ক্ষেত্রে CADS (Cadre Distribution Software) সফটওয়্যার উদ্ভাবন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ২৫.০২.২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করছেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নতুন ভবন উদ্বোধন করেন ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে। **ঢাকার শেরে বাংলা নগরে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় কমপ্লেক্স নির্মাণ [৮-১১ তলা][৩য় পর্ব]** শীর্ষক প্রকল্পটি ১৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করছেন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬ বিষয়ে কমিশন সভার প্রাক্কালে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব

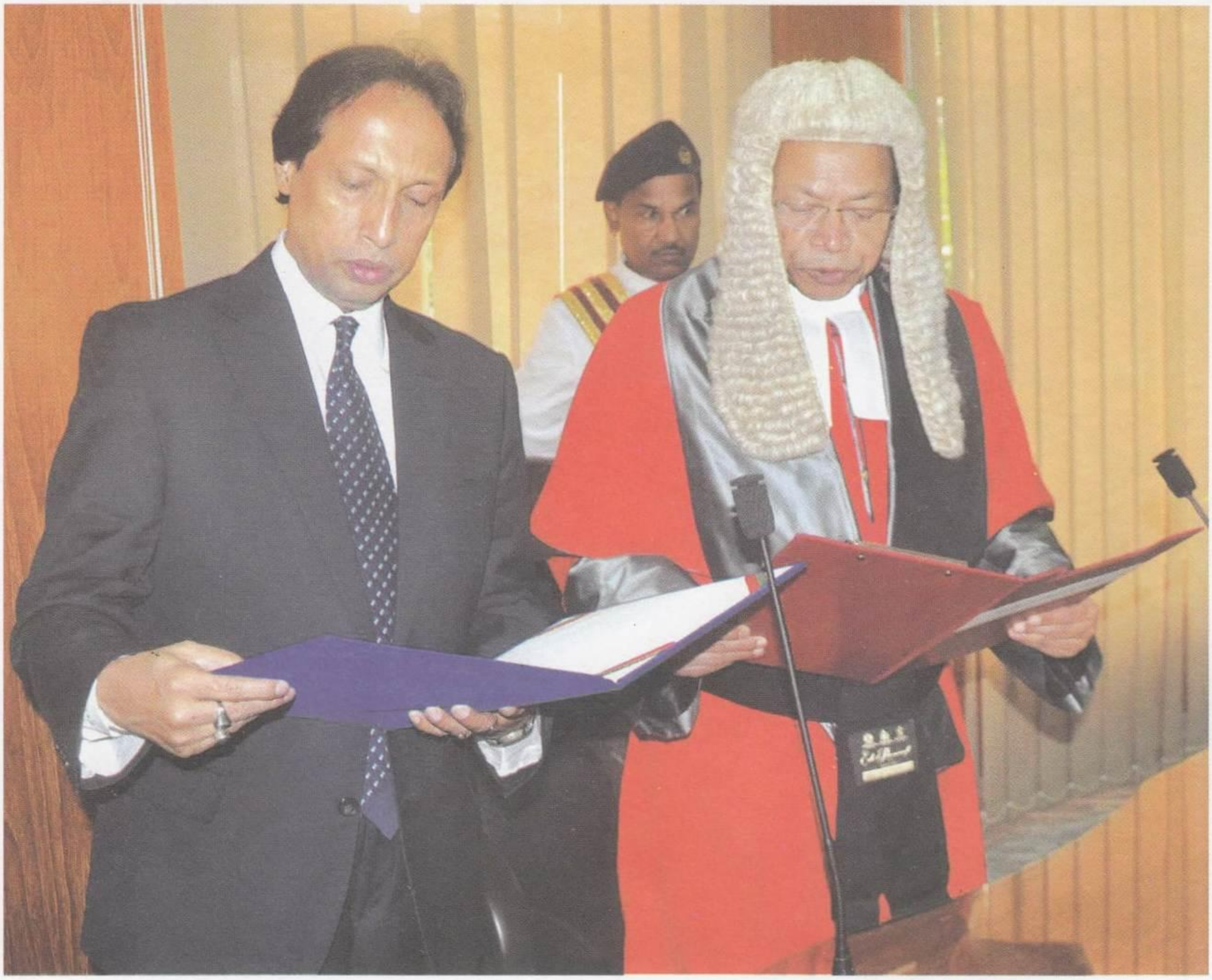

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক ০২.০৫.২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ ১৭.০২.২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান ১৬.০৫.২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

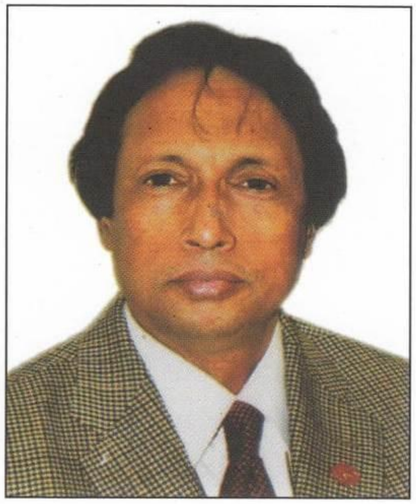

ড. মোহাম্মদ সাদিক
চেয়ারম্যান

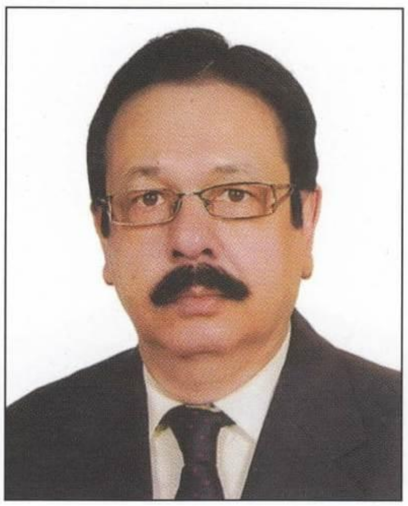

মোঃ জহুরুল আলম *এনডিসি*
সদস্য

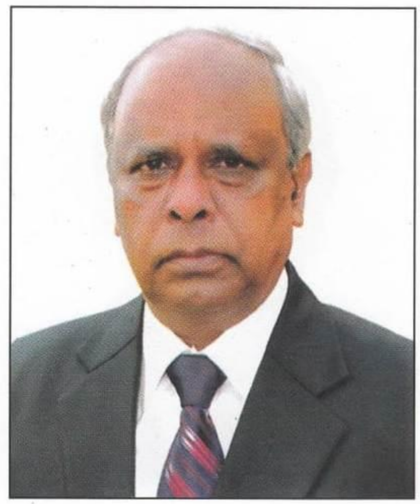

অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির
সদস্য

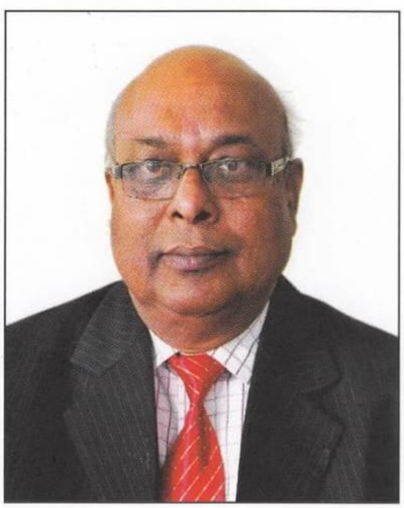

সমর চন্দ্র পাল
সদস্য

কামরুন নেসা খানম
সদস্য

অধ্যাপক ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম
সদস্য

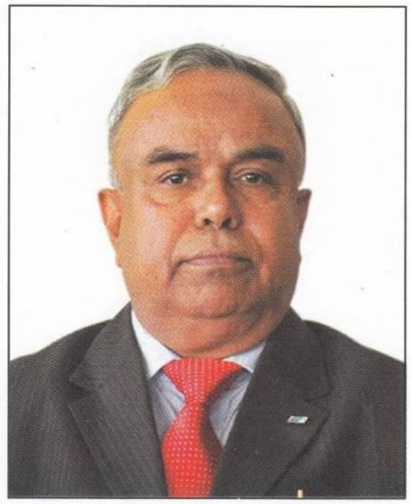

অধ্যাপক ড. এম. আবুল কাশেম মজুমদার
সদস্য

উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত
সদস্য

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সদস্য

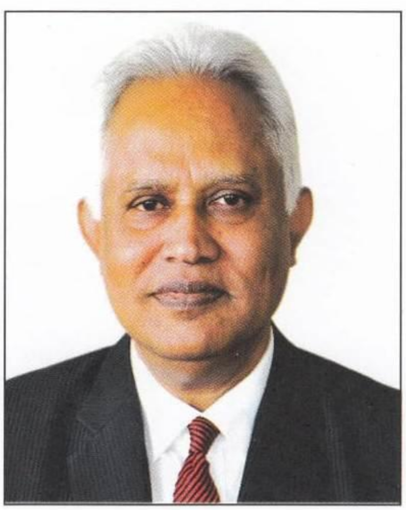

অধ্যাপক ডাঃ শাহ আবদুল লতিফ
সদস্য

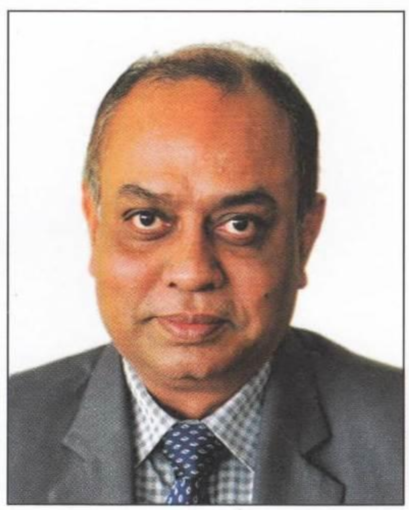

অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন
সদস্য

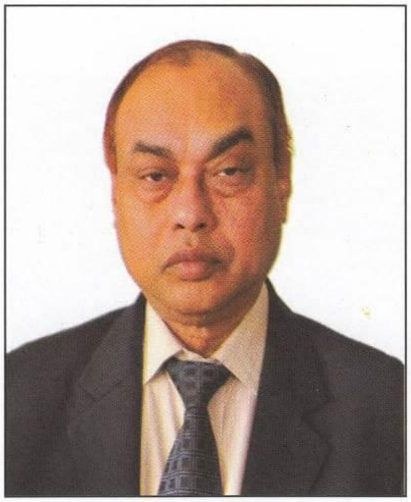

শেখ আলতাফ আলী
সদস্য

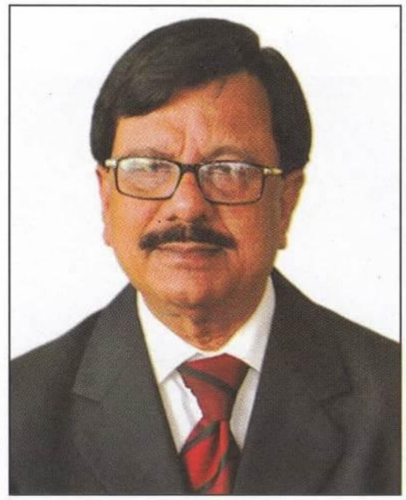

কামাল উদ্দিন আহমেদ
সদস্য

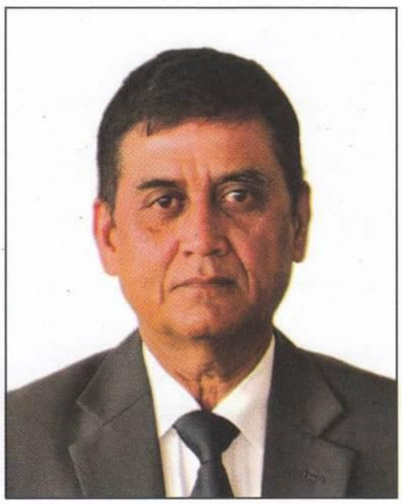

মোঃ মোখলেছুর রহমান
সদস্য

শোক ও স্মরণ

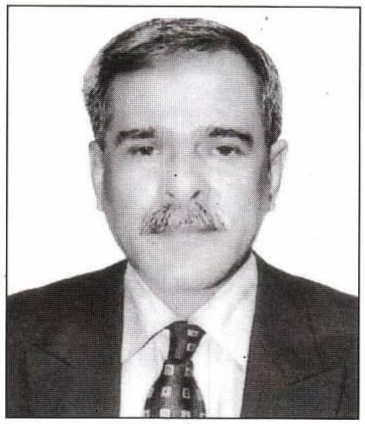

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব ফণী ভূষণ চৌধুরী গত ২৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে কর্মকালীন সময়ে পরলোকগমন করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং কমিশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী গভীরভাবে শোকাভিভূত। কমিশন তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ঃ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ পরীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন	৭
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ পদোন্নতির জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন	২০
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণের মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের বিবরণ	২৭
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষা গ্রহণ	৩০
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ সরকারি কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যক্রম	৩৩
সপ্তম অধ্যায়	ঃ নিয়োগবিধি, জ্যেষ্ঠতা ও কর্মচারী প্রবিধানমালা সংক্রান্ত বিষয়	৪০
অষ্টম অধ্যায়	ঃ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি অধিদপ্তর ও সংস্থাকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান	৪৫
নবম অধ্যায়	ঃ কমিশনের আয়-ব্যয়ের বিবরণ	৪৭
দশম অধ্যায়	ঃ ২০১৬ সালে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার	৫৫
একাদশ অধ্যায়	ঃ শিক্ষা সফর ও ওয়ার্কশপ	৫৮
দ্বাদশ অধ্যায়	ঃ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	৫৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ঃ বিসিএস পরীক্ষার ফলাফলের পরিসংখ্যান প্রতিবেদন	৬৭
চতুর্দশ অধ্যায়	ঃ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক জাতীয় দিবস উদযাপন ও অন্যান্য অনুষ্ঠান/ কার্যক্রমের আলোকচিত্র	৯৩
পঞ্চদশ অধ্যায়	ঃ গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	১০৩

৫—

সারণি ও লেখচিত্রসমূহের সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	সারণি	পৃষ্ঠা	লেখচিত্র ও পৃষ্ঠা
১.	নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর আওতায় ২৮তম বিসিএস থেকে ৩৪তম বিসিএস পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান	২.১	১২	২.১ ১৩
২.	সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০০৯—২০১৬ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান	২.২	১৬	২.২ ১৭
৩.	২০০৭—২০১৬ সাল পর্যন্ত পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান	৩	২১	৩ ২৩
৪.	বিভাগীয় মামলায় কমিশনের মতামত প্রদানের বিবরণ (২০০৭—২০১৬)	৬	৩৬	৬ ৩৭
৫.	২০১৬ সালে বিভিন্ন খাতে আয়	৯.১	৪৭	
৬.	২০১৬ সালে বিভিন্ন খাতে ব্যয়	৯.২	৪৮	
৭.	বিভিন্ন অর্থ বছরে মোট আয় ও আয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের তুলনামূলক বিবরণ	৯.৩	৫০	৯.১ ৫১
৮.	বিভিন্ন অর্থ বছরে মোট ব্যয় ও ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের তুলনামূলক বিবরণ	৯.৪	৫০	৯.২ ৫৩
৯.	৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ	১৩.১	৭০	১৩.১ ৮১
১০.	৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ	১৩.২	৭১	১৩.২ ৮৩
১১.	৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ	১৩.৩	৭৩	১৩.৩ ৮৫
১২.	৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ	১৩.৪	৭৬	১৩.৪ ৮৭
১৩.	৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারী (০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রার্থীর বয়স) বিবরণ	১৩.৫	৭৯	১৩.৫ ৮৯
১৪.	বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের পরিসংখ্যান	১৩.৬	৮০	১৩.৬ ৯১

পরিশিষ্টসমূহের সূচিপত্র

পরিশিষ্ট	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-১	১৯৭২—২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যানগণের নাম ও কার্যকাল	১০৯
পরিশিষ্ট-১(ক)	১৯৭২—২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যগণের নাম ও কার্যকাল	১১০
পরিশিষ্ট-১(খ)	২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের নামের তালিকা	১১৬
পরিশিষ্ট-১(গ)	২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের নামের তালিকা	১২০
পরিশিষ্ট-১(ঘ)	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের পদওয়ারী মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক অফিসসহ)	১২৩
পরিশিষ্ট-১(ঙ)	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের নন-গেজেটেড কর্মচারীদের পদওয়ারী মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক অফিসসহ)	১২৫
পরিশিষ্ট-২	প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিবরণ (ক্যাডার)	১২৭
পরিশিষ্ট-২(ক)	৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নয় এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান	১২৮
	৩৪তম বিসিএস পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির পদে সুপারিশকৃত নয় এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণির পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান	
পরিশিষ্ট-৩	বাছাই, লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ	১৩৪
পরিশিষ্ট-৩(ক)	লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ	১৩৫
পরিশিষ্ট-৩(খ)	শুধুমাত্র সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ	১৪৫
পরিশিষ্ট-৪	পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের বিবরণ	১৪৮
পরিশিষ্ট-৫	সরকারের ২০ জুন ২০০৫ তারিখের নিয়মিতকরণ বিধিমালা অনুযায়ী নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ	১৭৪
পরিশিষ্ট-৫(ক)	এডহক চাকরি নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৮৩ সংশোধনী-২০০৫ অনুযায়ী এডহক চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ	১৭৮
পরিশিষ্ট-৬	সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এবং সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী কমিশনের সুপারিশের বিবরণ	১৮০
পরিশিষ্ট-৭	নিয়োগবিধির কাঠামো গঠন, সংশোধন ও বিভিন্ন চাকরির শিক্ষাগত যোগ্যতার মান নির্ধারণ বিষয়সমূহ	২০২
পরিশিষ্ট-৮	রিট/এ,টি/এ,এ,টি/বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য	২০৫
পরিশিষ্ট-৯	২০০১ সালের পপুলেশন সেন্সাস অনুযায়ী ৬৪টি জেলার জনসংখ্যার শতকরা হারের মধ্যে ২৭টি জেলার জনসংখ্যার হার ১.৫০ বা এর বেশি	২২৮

পরিশিষ্ট-৯(ক)	২০০১ সালের পপুলেশন সেন্সাস অনুযায়ী ৬৪টি জেলার জনসংখ্যার শতকরা হারের মধ্যে ৩৭টি জেলার জনসংখ্যার হার ১.৫০ এর কম	২২৯
পরিশিষ্ট-১০	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত নন-ক্যাডার (১ম ও ২য় শ্রেণি) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদসমূহে লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর, পাশ নম্বর ও পরীক্ষার সময়	২৩১
পরিশিষ্ট-১০(ক)	নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির (টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল) পদসমূহে লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস	২৩২
পরিশিষ্ট-১০(খ)	নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণির (টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল) পদসমূহে লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস	২৩৪

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো

১.১. গঠন ও আইনগত ভিত্তি ঃ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭—১৪০ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ, চেয়ারম্যান ও সদস্য পদের মেয়াদ ও কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত আছে।

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বেই মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আদেশ (রাষ্ট্রপতির ৩৪ নং আদেশ) জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করেন।

১৯৭৭ সালে The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (Ordinance No. LVII of 1977) জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কর্ম পরিধি নির্ধারণ করা হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় কর্ম কমিশনকে একীভূত করে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংবিধানের ৮৮, ১৩৭—১৪১ ও ১৪৭ নং অনুচ্ছেদসহ The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (সংশোধনীসহ) ও The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 (সংশোধনীসহ) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংক্রান্ত উক্ত অধ্যাদেশে চেয়ারম্যানসহ সর্বনিম্ন ৬ জন এবং সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠন করার বিধান রয়েছে।

১.২. কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০-১৪১ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত আছে ঃ

"১৪০। (১) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব হইবে

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা;

(খ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশদান; এবং

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সহিত অসমঞ্জস নহে) বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন ঃ

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাহাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতি দান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ;

(গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এইরূপ বিষয়াদি; এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি।"

“১৪১। (১) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরের স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।

(২) রিপোর্টের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে

(ক) কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত না হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্র এবং পরামর্শ গৃহীত না হইবার কারণে; এবং

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করিবার কারণ সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর লিপিবদ্ধ করিবেন।”

১.৩. চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ ঃ

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৮ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশনের কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক সদস্য হবেন ২০ বছর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সরকারের কর্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন ব্যক্তিবর্গ। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বছর বা তাঁর পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া—এর মধ্যে যেটি আগে ঘটবে সে পর্যন্ত কমিশনের দায়িত্ব পালন করবেন। সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারক যে পদ্ধতি বা কারণে অপসারিত হতে পারেন সেরূপ পদ্ধতি বা কারণ ব্যতীত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের অপসারণ করা যায় না।

২০১৬ সালে কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের নাম ও কার্যকাল ঃ

নাম	পদের নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		হতে	পর্যন্ত	
ইকরাম আহমেদ	চেয়ারম্যান	২৪.১২.২০১৩	১৩.০৪.২০১৬	
অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির	ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান	১৪.০৪.২০১৬	০১.০৫.২০১৬	
ড. মোহাম্মদ সাদিক	চেয়ারম্যান	০২.০৫.২০১৬	বর্তমান	
মোঃ জহুরুল আলম *এনডিসি*	সদস্য	১৫.০৩.২০১২	বর্তমান	
অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির	সদস্য	০২.০৮.২০১২	বর্তমান	
সমর চন্দ্র পাল	সদস্য	২৫.০৪.২০১৩	বর্তমান	
কামরুন নেসা খানম	সদস্য	২৫.০৪.২০১৩	বর্তমান	
অধ্যাপক ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম	সদস্য	২০.০৫.২০১৩	বর্তমান	
অধ্যাপক ড. এম. আবুল কাশেম মজুমদার	সদস্য	০৭.০৪.২০১৪	বর্তমান	
ড. মোহাম্মদ সাদিক	সদস্য	০৩.১১.২০১৪	২৫.০৪.২০১৬	
ফণী ভূষণ চৌধুরী	সদস্য	২৪.১১.২০১৪	২৬.০৩.২০১৬	
উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত	সদস্য	২৫.০১.২০১৫	বর্তমান	
মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সদস্য	২৫.০১.২০১৫	বর্তমান	
অধ্যাপক ডাঃ শাহ আবদুল লতিফ	সদস্য	২৫.০১.২০১৫	বর্তমান	
অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন	সদস্য	০৪.০৫.২০১৫	বর্তমান	
শেখ আলতাফ আলী	সদস্য	১৮.১১.২০১৫	বর্তমান	
কামাল উদ্দিন আহমেদ	সদস্য	১৭-০২-২০১৬	বর্তমান	
মোঃ মোখলেছুর রহমান	সদস্য	১৬-০৫-২০১৬	বর্তমান	

বিঃ দ্রঃ-১৯৭২—২০১৬ সময়কালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের তথ্য পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-১ (ক)

১.৪. কমিশনের সাংবিধানিক অবস্থান ঃ

প্রজাতন্ত্রের কর্মে ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে উপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশসহ চাকরির শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদানের জন্য সাংবিধানিক অনুশাসনের আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়েছে।

- সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি ও অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এছাড়া আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব প্রদান করা হলে কমিশন তা পালন করতে পারে।
- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৮(খ)(গ) মোতাবেক সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং কমিশনের কর্মচারিদিগকে দেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয় সরকারের সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত (Charges on Consolidated Fund) ব্যয় থেকে নির্বাহ করা হয়।
- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত কার্যভারকালে তাঁদের পারিশ্রমিক, বিশেষ অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন কোনো তারতম্য করা যাবেনা যা তাঁদের পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁরা দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। শুধুমাত্র সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমেই অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য অপসারিত হবেন না।
- বর্তমানে The Members of The Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) Act, 1974 এর Section 3 এর সংশোধন ও Section 3A এর প্রতিস্থাপন করে ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা এখনও সংগতিপূর্ণ নয়, যা সমরূপ হওয়া সমীচীন।
- সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রতিবছর কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয়।

১.৫. কমিশনের সভা ঃ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের উপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত কমিশন সাধারণ সভা এবং প্রয়োজনে বিশেষ সভায় মিলিত হয়ে থাকেন। সাধারণ সভায় কমিশনের কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন, কমিশনের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ, নীতি প্রণয়ন, কমিশনের বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বিশেষ সভা মূলত নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। বিসিএস অথবা অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ, পরীক্ষার ফলাফল, প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল নির্ধারণ, কোটা প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় কমিশনের বিশেষ সভায় আলোচনা করা হয়। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ১৩টি বিশেষ সভা ও ০১টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১.৬. কমিশনের সচিবালয় ঃ

কর্ম কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সম্পাদনের জন্য ১৯৮৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভাগের মর্যাদায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় গঠন করা হয়। সরকারের একজন সচিব বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মঞ্জুরিকৃত জনবলের সংখ্যা ৪৭৩ জন ও আউটসোর্সিং জনবলের সংখ্যা ১৯ জন। এর মধ্যে ১ম শ্রেণির পদ ১০৪টি, ২য় শ্রেণির ৯৫টি, ৩য় শ্রেণির ১৫৩টি ও আউটসোর্সিং ০৪টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ১২১টি ও আউটসোর্সিং ১৫টি। বর্তমানে কর্মরত পদসংখ্যা প্রথম শ্রেণি ৮৭টি, ২য় শ্রেণি ৭৭টি, ৩য় শ্রেণি ১২১টি (৪টি আউট সোর্সিংসহ) ও ৪র্থ শ্রেণি ১১৯টি (১৫টি আউট সোর্সিংসহ)। কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য কমিশন সচিবালয়ে বর্তমানে ১৩টি অপারেশনাল ইউনিট রয়েছে। এ ছাড়াও প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা, বিসিএস পরীক্ষা শাখা, নন-ক্যাডার পরীক্ষা শাখা, লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন শাখা, জনসংযোগ শাখা, পরিসংখ্যান ও গবেষণা শাখা, আইন শাখা, বাজেট অধিশাখা ও তথ্য-প্রযুক্তি (আইটি) শাখা রয়েছে।

১.৭. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ঃ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় কমপ্লেক্স নির্মাণ (২য় পর্ব)' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৮.০৯.২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের আগারগাঁওস্থ নবনির্মিত ভবনটি উদ্বোধন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কার্যক্রম আগারগাঁওস্থ নবনির্মিত ভবন হতে পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কাজের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলানের জন্য বর্তমানে 'ঢাকাস্থ শেরে বাংলানগরে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ (৭ম-১০ম ফ্লোর) ৩য় পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। গত ১৬.০৮.২০১৬ তারিখে একনেক সভায় উক্ত প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ধরা হয়েছে ১ আগস্ট ২০১৬-৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ (অনুমোদিত) এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ গণপূর্ত অধিদপ্তর। এ প্রকল্পের রাজস্ব, মূলধন ও কন্টিজেন্সি খাতে যথাক্রমে ৫৩.০০ (লক্ষ টাকায়), ৫৪৩৯.৮৭ (লক্ষ টাকায়) ও ২১৯.৭২ (লক্ষ টাকায়) প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

১.৮. কমিশন সচিবালয়ের যানবাহন ঃ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের TO&E-তে ২টি জীপ, ১৭টি কার, ৯টি মাইক্রোবাস, ৩টি পিকআপ, ১টি মিনিবাস এবং ৪টি মটর সাইকেল অন্তর্ভুক্ত আছে। TO&E ভুক্ত অপর যানবাহনগুলোর মধ্যে বর্তমানে ৯টি মাইক্রোবাস, ২টি পিকআপ, ১টি মিনিবাস ও ৩টি মটর সাইকেল চালু রয়েছে। ভাড়ায় ১টি বাস চালানো হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে নতুন TO&E ভুক্ত ১৭টি কারের মধ্যে ২টি কার অকেজো ঘোষণা করে ২টি প্রতিস্থাপক কার ক্রয়ের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কমিশন সচিবালয়ের যানবাহনসমূহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াত ছাড়াও পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে প্রতিনিয়ত বিজি প্রেস, বিভিন্ন পরীক্ষার হল এবং বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হয়। বর্তমান বছরে কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার সংখ্যা এবং কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় যানবাহনের ব্যবহার বেড়েছে। কমিশনের কাজে গতি আনয়নে যানবাহনের ব্যবহার সহায়ক ভূমিকা রাখছে। প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য যানবাহন আবশ্যক।

১.৯. অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ঃ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কার্যক্রম সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত কম্পিউটার-২৫ (পচিঁশ)টি, প্রিন্টার ২৫ (পচিঁশ)টি, ফটোকপিয়ার-০৪ (চার)টি, ল্যাপটপ-০৫ (পাঁচ)টি ক্রয় করা হয়েছে। আরো কিছু সংখ্যক কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কমিশনের কাজ অধিকতর দ্রুত ও মান-সম্পন্ন করার জন্য পুরাতন সরঞ্জামাদির পরিবর্তে নতুন কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করা প্রয়োজন।

বর্তমানে সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে গড়ে প্রায় আড়াই লক্ষেরও বেশি এবং নন-ক্যাডার কোনো কোনো বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে লক্ষাধিক প্রার্থী আবেদন করে থাকে। প্রতিবছর এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, কাজের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সহায়ক অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

১.১০. কর্ম কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয় ঃ

১৯৭৭ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় কর্ম কমিশনকে একীভূত করে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়। ২য় কর্ম কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয় চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী অফিসগুলোকে বর্তমান কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১০-০৫-১৯৯৭ তারিখে বরিশাল ও সিলেট বিভাগে কর্ম কমিশনের আরও দুটি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৮ সাল হতে উক্ত কার্যালয়সমূহে নিয়মিতভাবে কাজ শুরু হয়েছে। রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য বর্তমানে ১ম শ্রেণির ১ জন, ২য় শ্রেণির ১ জন, ৩য় শ্রেণির ৩ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ৫ জনসহ মোট ১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে। বরিশাল, সিলেট এবং রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য বর্তমানে ১ম শ্রেণির ১ জন, ২য় শ্রেণির ১ জন, ৩য় শ্রেণির ২ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ২ জনসহ মোট ৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে। আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় ঐ সমস্ত অফিসে পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করার বিষয়টি কমিশনের বিবেচনায় রয়েছে। বর্তমানে নবগঠিত ময়মনসিংহ বিভাগে কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১.১১. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক কার্যক্রম পরিচালনায় লাইব্রেরির ব্যবহার ঃ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে একটি অত্যাধুনিক লাইব্রেরি রয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ অন্যান্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, নিয়োগ পরীক্ষায় সহায়তাকারী, প্রশ্নকারক, মডারেটরগণ নিয়মিতভাবে লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণও এ লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এই লাইব্রেরিটি দাপ্তরিক লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে অন্যতম। সরকারী বিধি-বিধান, বিষয়ভিত্তিক ও রেফারেন্স বইসহ এর গ্রন্থ সংখ্যা **১৩,০০৪**টি। সরকারী বিধি বিধানসহ এখানে রেফারেন্স বইয়ের সংগ্রহ বেশ সমৃদ্ধ।

লাইব্রেরির বই মূলতঃ কমিশনের নিজস্ব বাজেট থেকে ক্রয় করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠান থেকেও বই সংগ্রহ করা হয়। পূর্বে ADB এর অর্থায়নে ৫৯৯টি বই ক্রয় করা হয়েছে। **২০১৬** সালে বিভিন্ন উৎস থেকে ও কমিশনের নিজস্ব বাজেটের মাধ্যমে মোট **২১২** টি বই লাইব্রেরিটিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। লাইব্রেরিটিতে নিয়মিত **১৬**টি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। এছাড়া The Time, The Economist, The Reader`s Digest ইত্যাদি ম্যাগাজিন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। লাইব্রেরির পুস্তক আধুনিক ক্যাটালগিং পদ্ধতি AACR-2 অনুসারে ক্যাটালগ করে বিষয়ভিত্তিক সংখ্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে। লাইব্রেরিটি আধুনিকায়নের জন্য অটোমেশন করার বিষয়টি কমিশন বিবেচনা করছে। এজন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

১.১২. নিয়োগ পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিসিএস পরীক্ষা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের **১**ম ও **২**য় শ্রেণির পদের নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইন-এ গ্রহণ, বাছাইকরণ, আসনব্যবস্থা-পরীক্ষাসূচি প্রকাশ, পরীক্ষা গ্রহণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন এবং ফলাফল প্রণয়ন-প্রকাশকরণ কার্যক্রম দ্রুত ও স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করণে সর্বাধুনিক ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ কমিশন নিশ্চিত করছে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার পদের ফলাফল প্রস্তুতের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল প্রক্রিয়ায়ন কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনের আইটি শাখা এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখার যৌথ ব্যবস্থাপনায় সরকারী কর্ম কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা পদ্ধতিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্যাডার/নন-ক্যাডার পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ

১. অনলাইনে নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণ, এসএমএস-এর মাধ্যমে পরীক্ষা ফি জমা গ্রহণ, তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনে এসএমএস-এর মাধ্যমে পরীক্ষা ফি জমা দিয়ে প্রার্থী কর্তৃক তাৎক্ষণিক প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে সংগ্রহ।

২. অনলাইনে প্রার্থীদের তথ্য প্রসেস করে তৈরিকৃত ডাটাবেজ থেকে প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রভিত্তিক ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত, এসএমএস পদ্ধতিতে প্রার্থীদের আসন বিন্যাস জানানো।

৩. প্রিলিমিনারি/বাছাই ও লিখিত পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে কমিশন সভায় লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের কোডনাম এসএমএস-এর মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্র প্রধান, জেলা প্রশাসক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং কর্মকর্তাকে জানানো।

৪. প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার উত্তরপত্র Optical Mark Reader (OMR) মেশিন-এর মাধ্যমে স্ক্যান/মূল্যায়ন করে স্কোর ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করা এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রিলিমিনারি টেস্ট/ বাছাই পরীক্ষার ফলাফল তৈরি, প্রকাশ ও এসএমএস এর মাধ্যমে প্রার্থীদের ফলাফল জানানো।

৫. লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি ও কেন্দ্রভিত্তিক আসনবিন্যাস প্রস্তুত ও এসএমএস পদ্ধতিতে প্রার্থীদের জানানো।

৬. লিখিত পরীক্ষার প্রার্থীদের কেন্দ্র ও বিষয়ভিত্তিক ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত।

৭. লিখিত পরীক্ষার লিথোকোডেড উত্তরপত্র OMR মেশিন-এর মাধ্যমে স্ক্যানিং শেষে পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত, প্রকাশ এবং এসএমএস পদ্ধতিতে প্রার্থীদের জানানো।

৮. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ভিত্তিক সময়সূচি প্রস্তুত, এসএমএস পদ্ধতিতে প্রার্থীদের জানানো এবং মৌখিক পরীক্ষার প্রেসি প্রস্তুত।

৯. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ডিজিটাল প্রযুক্তিতে কম্পিউটারে একত্রিত করে ডাটাবেইজড টেবুলেশন শীট তৈরি।

১০. ক. ডাটাবেইজড টেবুলেশন হতে বিসিএস-এর জেনারেল ক্যাডারের মেধাতালিকা, টেকনিক্যাল ক্যাডারের মেধাতালিকা, সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের (সাধারণ কলেজের জন্য) মেধাতালিকা ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার (টিচার্স ট্রেনিং কলেজের জন্য) মেধাতালিকা প্রস্তুত।

খ. সকল ক্যাডারের মেধাতালিকা থেকে পৃথক পৃথকভাবে মহিলা প্রার্থীদের মেধাতালিকা, মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা/পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের মেধাতালিকা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের মেধাতালিকা এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের মেধাতালিকা প্রস্তুত।

গ. নন-ক্যাডার পদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে পদভিত্তিক মেধাতালিকা এবং প্রাধিকার কোটার মেধাতালিকা তৈরি।

১১. পদভিত্তিক কোটা ডিস্ট্রিবিউশন ফরমেট প্রস্তুত, মেধা, প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত পছন্দক্রম, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বিদ্যমান কোটা পদ্ধতির ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক পদবণ্টন শেষে মনোনীত প্রার্থীদের মেধাক্রম সফটওয়ার-এর মাধ্যমে কম্পিউটারে এন্ট্রি করে নির্বাচিত প্রার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন সংবলিত তালিকা প্রস্তুত করা। নব উদ্ভাবিত CADS সফটওয়ার প্রোগ্রামিং-এর মাধ্যমে যুগপৎভাবে ক্যাডারভিত্তিক ফলাফল প্রস্তুত এবং কমিশনের অনুমোদনের পর মনোনীত প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশ।

১২. সুপারিশকৃত প্রার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক/পদভিত্তিক মেধানুযায়ী তালিকা প্রস্তুত করা।

১৩. নন-ক্যাডার পদের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রস্তুত করা এবং কোটা ডিস্ট্রিবিউশন ফরমেট প্রস্তুত করা।

১৪. নন-ক্যাডার পদের ফলাফল প্রস্তুতের জন্য নব উদ্ভাবিত 'সার্চ ইঞ্জিন' সফটওয়ার প্রোগ্রামিং-এর মাধ্যমে মেধা-কোটা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে পদভিত্তিক ফলাফল প্রস্তুত এবং প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

১৫. স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তথ্য সংবলিত তালিকা প্রস্তুত করা।

১৬. বিসিএস-এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার ১ম/২য় শ্রেণির পদে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রার্থীদের মেধাতালিকা তৈরি। পদবণ্টন শেষে মনোনীত প্রার্থীদের পদভিত্তিক তালিকা তৈরি ও অনুমোদন শেষে প্রকাশকরণ।

ডিপার্টমেন্টাল ও সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ

১. অনলাইন পদ্ধতিতে ডিপার্টমেন্টাল এবং সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষার আবেদনকারীদের তথ্য ডাটাবেইজ-এর মাধ্যমে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা।

২. যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করার পর যোগ্য প্রার্থীদের ওয়েবসাইট হতে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৩. লিখিত পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রভিত্তিক ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত করা।

৪. লিথোকোডেড OMR উত্তরপত্র OMR মেশিন-এর মাধ্যমে স্ক্যানিং এবং স্ক্যানকৃত ডাটা সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে ডাটাবেইজ-এ রূপান্তর করে ডিপার্টমেন্টাল ও সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষার বিধিমালা অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষার ফলাফল বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রস্তুত করা।

৫. ডিপার্টমেন্টাল এবং সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি লিখিত পরীক্ষা বিধিমালা অনুযায়ী প্রকাশিত ফলাফলের খসড়া গেজেট প্রস্তুত করা।

হার্ডওয়্যার, ইন্টারনেট, LAN, সিসি ক্যামেরা এবং ওয়েবসাইট-এর কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ

১. কমিশনের সকল কম্পিউটার, LAN, ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইট-এর কার্যক্রম সচল রাখা।

২. ওয়েবসাইট-এ প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা।

৩. ওয়েবসাইট-এর কার্যক্রম প্রতিনিয়ত আপগ্রেড করা।

৪. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর এলাকা ও কক্ষে স্থাপিত ৩১টি আইপি ক্যামেরা এবং ২০টি ম্যানুয়েল ক্যামেরাসহ মোট ৫১টি সিসি ক্যামেরার সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও কক্ষসমূহের কার্যক্রম ও নিরাপত্তা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

৫. কমিশনের কার্যক্রমে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের নেটওয়ার্ক সেবা কার্যক্রম সচল রাখতে ব্যবহৃত মোট ৮টি নেটওয়ার্ক সুইচ, প্রায় ২০০টি ল্যান ক্যাবল ও একটি সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ।

৬. বিভিন্ন ইউনিট-এ ব্যবহৃত কম্পিউটার ও প্রিন্টার, রাউটার ইত্যাদি হার্ডওয়্যার সচল রাখা।

৭. বিভিন্ন ইউনিট-এ ব্যবহৃত কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যারসহ অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সেটআপ এবং এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইন্সটল করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন

২.১. পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রার্থী বাছাই ঃ

সাংবিধানিক অনুশাসন অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে ক্যাডার ও ক্যাডার বহির্ভূত ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রার্থী বাছাই করা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব একটি বিশাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রতি বছর লক্ষাধিক প্রার্থী বিসিএস পরীক্ষার জন্য আবেদন করেন। ২০১৬ সালে ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষায় ১,২২৬টি শূন্য পদের বিপরীতে ২,৪৩,৪৭৬ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সেবা পরিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ নার্স (ক্যাডার বহির্ভূত, দ্বিতীয় শ্রেণি, ১০ম গ্রেড) পদে ১৮,০৬৩ জন প্রার্থীর আবেদনপত্র পাওয়া গেছে। ২০১৬ সালে কমিশন কর্তৃক গৃহীত নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির পদে ৫টি বাছাই পরীক্ষা ও ২৩টি লিখিত পরীক্ষা এবং ২য় শ্রেণির পদে ৮টি বাছাই পরীক্ষা ও ৩৬টি লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিধিগত ও পদ্ধতিগত কারণে শুধুমাত্র কমিশনের নিজস্ব জনবল দিয়ে বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর পরীক্ষা গ্রহণের বিশাল কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও মৌখিক পরীক্ষার বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা নির্ধারণ করে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, খ্যাতিমান সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। কমিশন থেকে বিশেষজ্ঞ এবং পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা হয় না। তবে প্রশ্নপত্রের গুণগতমান নিশ্চিত করতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন/মডারেশন বিষয়ক দিক নির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে মাঝে মাঝে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের কোনো পর্যায়েই কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য/কর্মকর্তা সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন না। সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান এবং কমিশন কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে পরীক্ষা পরিচালনায় কমিশন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য এক একটি বোর্ডে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। বোর্ডে ক্যাডার/পদসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি এবং বিষয়ভিত্তিক একজন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকেন। কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি পরীক্ষার জন্য বহুসংখ্যক সেটের প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। কোন্ প্রশ্নপত্রটি পরীক্ষায় ব্যবহৃত হবে তা পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ৩০ মিনিট পূর্বে লটারির মাধ্যমে কমিশন সভায় নির্ধারণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষকে ২০ মিনিট পূর্বে sms-এর মাধ্যমে জানানো হয়। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের ফলে পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেছে।

কমিশন কর্তৃক পরিচালিত প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় OMR পদ্ধতির উত্তরপত্র ব্যবহার করা হয় এবং উত্তরপত্র OMR মেশিনে কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্রের উপর লিথোকোড, বারকোড ও গোপন সিরিজ নম্বর যুক্ত OMR শিট ব্যবহার করা হয় এবং উত্তর সংবলিত উত্তরপত্র পরীক্ষকের মাধ্যমে ম্যানুয়ালি মূল্যায়ন করা হয়। লিথোকোড ব্যবহারের ফলে চূড়ান্ত পর্যায়ে কম্পিউটারে লিথোকোড ম্যাচিং-এর পূর্বে কোন্ উত্তরপত্রটি কোন্ প্রার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়ন কালে তা কোনোভাবেই বোঝা সম্ভব নয়। ফলে উত্তরপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় double lithocode এবং বারকোডযুক্ত উত্তরপত্র প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষার নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ২০–২৫ মিনিট পূর্বে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সিলগালা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বোর্ডে বিতরণ করা হয়। এসময় বিভিন্ন বোর্ডের প্রার্থী এবং বোর্ড সদস্যদের নামের সিলকৃত তালিকাও সাক্ষাৎকার বোর্ডসমূহে বিতরণ করা হয়। বিতরণের পূর্বে কে কোন বোর্ডের প্রার্থী এবং বোর্ড সদস্য তা কেউ জানতে পারে না। বর্তমানে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের অনুসরণীয় নির্দেশাবলি প্রণীত হয়েছে। ফলে বোর্ড চলাকালীন সময়ে বোর্ড সদস্যগণ টেলিফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। প্রার্থীরাও মোবাইল ফোন নিয়ে পিএসসির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণে স্বচ্ছতা, গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা পুরোপুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল কঠোর গোপনীয়তা ও বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক প্রস্তুত করা হয়। কম্পিউটার শাখা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখা ও গোপনীয় শাখার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ফলাফল চেকিং ও কাউন্টার চেকিং এর মাধ্যমে যথাযথতা নিশ্চিত করে থাকেন।

২.২ . বিসিএস (ক্যাডার) পদে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি ঃ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রণীত বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী বিসিএস-এর নিম্নোক্ত ২৭টি ক্যাডারে উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক ৩ স্তর বিশিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

বিসিএস-এর ২৭টি ক্যাডারের নাম (ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে) ঃ

১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন)	সাধারণ ক্যাডার
২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (আনসার)	সাধারণ ক্যাডার
৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	সাধারণ ক্যাডার
৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সমবায়)	সাধারণ ক্যাডার
৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (শুল্ক ও আবগারি)	সাধারণ ক্যাডার
৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ইকনমিক)	সাধারণ ক্যাডার
৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা)	সাধারণ ক্যাডার
৯.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (মৎস্য)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১০.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (খাদ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পররাষ্ট্র)	সাধারণ ক্যাডার
১২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বন)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সাধারণ শিক্ষা)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (স্বাস্থ্য)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (তথ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পশু সম্পদ)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পুলিশ)	সাধারণ ক্যাডার
১৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক)	সাধারণ ক্যাডার
১৯.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২০.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (গণপূর্ত)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে প্রকৌশল)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সড়ক ও জনপথ)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিসংখ্যান)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কর)	সাধারণ ক্যাডার
২৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কারিগরি শিক্ষা)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বাণিজ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার

বিসিএস এর তিন স্তর বিশিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪-এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে কমিশন নিম্নোক্ত ৩ স্তর বিশিষ্ট নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে :

প্রথম স্তর ঃ ২০০ নম্বরের MCQ Type Preliminary Test ।

দ্বিতীয় স্তর ঃ প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

তৃতীয় স্তর ঃ লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা।

প্রথম স্তর ঃ ২০০ নম্বরের MCQ Type Preliminary Test ঃ

শূন্য পদের তুলনায় প্রার্থী সংখ্যা বিপুল হওয়ায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই-এর জন্য বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪-এর বিধি-৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ করে থাকে। ৩৪ তম বিসিএস পরীক্ষা পর্যন্ত ১০০ নম্বরে প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ করা হতো। বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪-এর বিধানমতে ৩৫ তম বিসিএস পরীক্ষা হতে ২০০ নম্বরের ২ ঘণ্টা সময়ে ১০টি বিষয়ের উপর একটি MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর বিষয় ও নম্বর বণ্টন :

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	নম্বর বণ্টন
০১.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
০২.	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
০৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০
০৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০
০৫.	ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০
০৬.	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫
০৭.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	১৫
০৮.	গাণিতিক যুক্তি	১৫
০৯.	মানসিক দক্ষতা	১৫
১০.	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সু-শাসন	১০
	মোট=	২০০

২য় স্তর ঃ ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা (গড় পাস নম্বর ৫০%) ঃ

প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ কমিশন কর্তৃক কৃতকার্য ঘোষিত প্রার্থীদের ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হয়। নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী ২৭টি ক্যাডার **সাধারণ ক্যাডার এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার** এই দুই ক্যাটাগরিতে বিভক্ত।

ক. সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

খ. কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদের ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

ক. সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বণ্টন ঃ

ক্রমিক নং	আবশিক বিষয়	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা	২০০
২.	ইংরেজি	২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
	মোট=	৯০০

খ. কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বণ্টন ঃ

ক্রমিক নং	আবশ্যিক বিষয়	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা	১০০
২.	ইংরেজি	২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০
৬.	**পদ-সংশ্লিষ্ট বিষয়**	**২০০**
	মোট=	৯০০

পদ সংশ্লিষ্ট (Job-related) বিষয়ে পরীক্ষা ঃ

যে সকল প্রার্থী সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম দিবেন, তাদেরকে সাধারণ ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের ৯০০ নম্বরের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসংগিক বিষয়ের ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়।

৩য় স্তর ঃ বিসিএস-এর ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা (পাস নম্বর ৫০%) ঃ

বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। মৌখিক পরীক্ষায় পাশ নম্বর ৫০%।

বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন ঃ

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের উপযুক্ততা নির্ধারণের জন্য বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কমিশন নিম্নোক্তভাবে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন করে থাকে ঃ

১.	কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য	বোর্ড চেয়ারম্যান
২.	সরকার কর্তৃক মনোনীত যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা	বোর্ড সদস্য
৩.	কমিশন কর্তৃক মনোনীত বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ	বোর্ড সদস্য

২.৩. ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য ঃ

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (Requisition) প্রেরণের তারিখ ঃ ০২.০২.২০১৪
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা ঃ **১,৮০৩**
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ ঃ **২৩.০৯.২০১৪**
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ঃ **৩০.১০.২০১৪**
- মোট আবেদনপত্রের সংখ্যা ঃ **২,৪৪,১০৭**
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ **০৬.০৩.২০১৫**
- প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ **২,০৮,০২৪**
- প্রিলিমিনারি টেস্টের ফলাফল প্রকাশের তারিখ ঃ **০৮.০৪.২০১৫**
- প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ **২০,৩৯১**
- লিখিত পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ঃ **০১.০৯.২০১৫** ও **১০.১০.২০১৫**
- লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ **১৭,৩৮৫**
- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ **৬,০৮৮**
- লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ ঃ **১৩.০১.২০১৬**
- মৌখিক পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ঃ **৩১.০১.২০১৬** ও **১২.০৪.২০১৬**
- মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ **৬,০১৫**
- মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ **৫,৫৩৩**
- সুপারিশকৃত প্রার্থী সংখ্যা ঃ **২,১৭২**
- চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের তারিখ ঃ **১৭.০৮.২০১৬** এবং **২৩.১১.১৬** (স্থগিত প্রার্থীদের)

[পরিশিষ্ট-২]

২.৪. ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য ঃ

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (Requisition) প্রেরণের তারিখ ঃ **২৫.০৫.২০১৫**
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা ঃ **২,১৮০**
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ ঃ **৩১.০৫.২০১৫**
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ঃ **২৩.০৭.২০১৫**
- মোট আবেদনপত্রের সংখ্যা ঃ **২,১১,৩২৬**
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ **০৮.০১.২০১৬**
- প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ **১,৭২,৯১২**
- প্রিলিমিনারি টেস্টের ফলাফল প্রকাশের তারিখ ঃ **১০.০২.২০১৬**
- প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ **১৩,৮৩০**
- লিখিত পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ঃ **০১.০৯.১৬** ও **০৩.১১.১৬**
- লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান।

[পরিশিষ্ট-২]

২.৫. ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য ঃ

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (Requisition) প্রেরণের তারিখ ঃ ১৬.০২.২০১৬
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা ঃ ১,২২৬
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ ঃ ২৯.০২.২০১৬
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ঃ ০২.০৫.২০১৬
- মোট আবেদনপত্রের সংখ্যা ঃ ২,৪৩,৪৭৬
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ ৩০.০৯.২০১৬
- প্রিলিমিনারি টেস্টে-এ উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ২,০৬,৪৫৩
- প্রিলিমিনারি টেস্টে-এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ ঃ ০১.১১.২০১৬
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ৮,৫২৩
- লিখিত পরীক্ষা ১২.০২.২০১৭ তারিখ হতে শুরু হবে।

[পরিশিষ্ট-২]

২.৬. নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর আওতায় নিয়োগের সুপারিশ ঃ

"নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০" এর আওতায় ২০১০ সাল থেকে বিসিএস পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন, এমন প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হচ্ছে। ১৬-০৬-২০১৪ তারিখে "নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০" সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত "নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১৪" অনুযায়ী বিসিএস পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন, এমন প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণির পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে সংক্ষিপ্ত সময়ে বিসিএস পরীক্ষার প্রার্থীদের মধ্য হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১ম ও ২য় শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে মেধাবি ও যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত বিধিমালার আওতায় বর্তমান বছরে ৩৪তম বিসিএস হতে নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির পদে ৩২৮ জন (স্থগিত প্রার্থীসহ) এবং নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণির পদে ১,৮৪৯ জন (স্থগিত প্রার্থীসহ) মোট ২,১৭৭ জন (স্থগিত প্রার্থীসহ) প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। [পরিশিষ্ট-২(ক)]

সারণি-২.১ ঃ নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর আওতায় ২৮তম বিসিএস থেকে ৩৪তম বিসিএস পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান ঃ

[লেখচিত্র-২.১]

ক্রমিক নং	সাল	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা						সর্বমোট
		১ম শ্রেণি		২য় শ্রেণি		মোট		
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
১.	২৮তম বিসিএস	২৫০	৪৮	-	-	২৫০	৪৮	২৯৮
২.	২৯তম বিসিএস	১৬৪	২৯	-	-	১৬৪	২৯	১৯৩
৩	৩০তম বিসিএস	২৯৮	৬৫	-	-	২৯৮	৬৫	৩৬৩
৪.	৩১তম বিসিএস	১০৬	১৪	-	-	১০৬	১৪	১২০
৫.	৩২তম (বিশেষ) বিসিএস	১১	৫৫	-	-	১১	৫৫	৬৬
৬.	৩৩তম বিসিএস	৩০৮	৬২	৩৮৮	১৩৫	৬৯৬	১৯৭	৮৯৩
৭.	৩৪তম বিসিএস	৩২৩	৮৬	১,৩৪৮	৪৯৬	১,৬৭১	৫৮২	২,২৫৩

লেখচিত্র-২.১ ঃ নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর আওতায় ২৮তম বিসিএস থেকে ৩৪তম বিসিএস পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশ

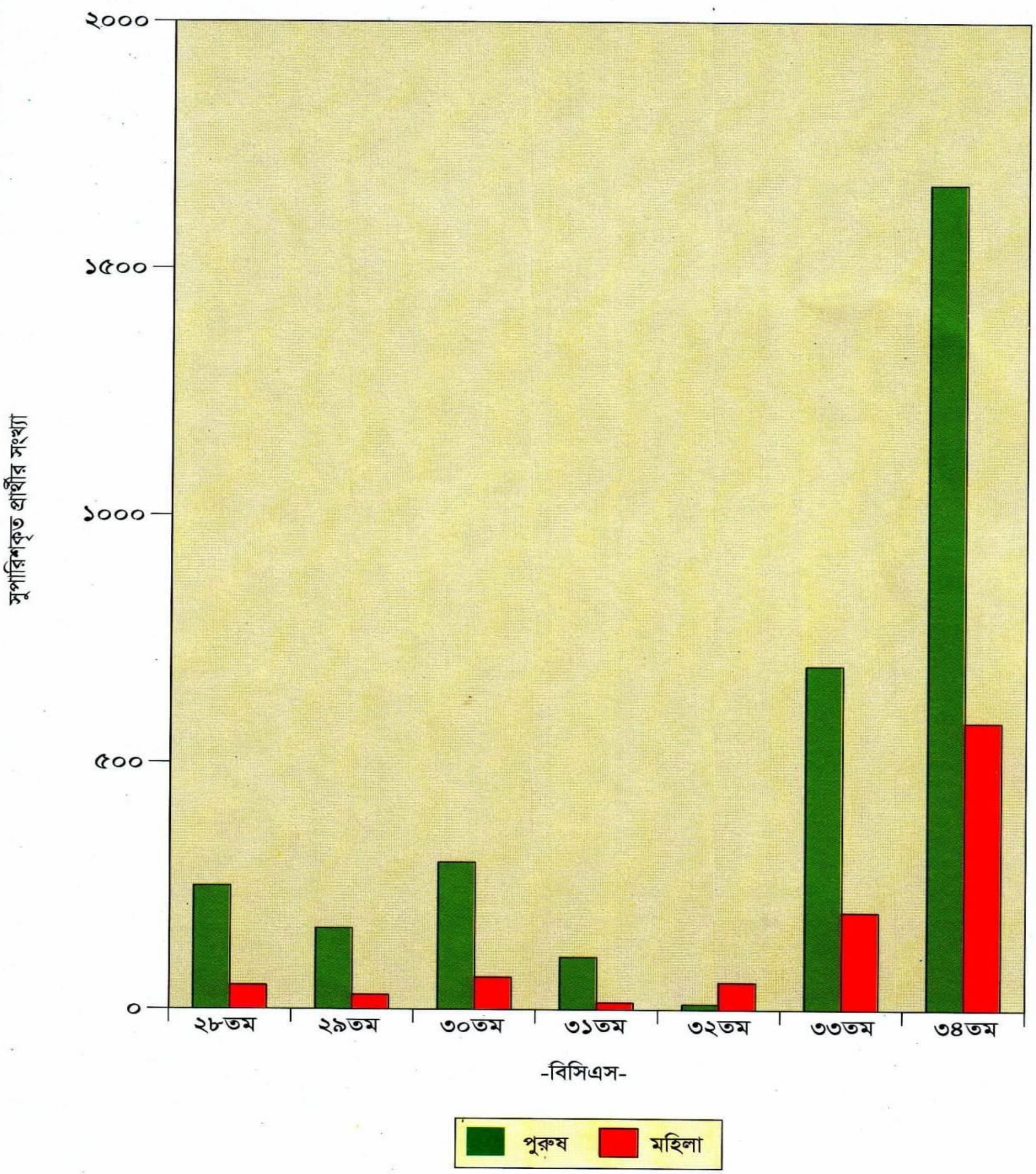

২.৭. নন-ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিসিএস ক্যাডার বহির্ভূত ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১৩ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের ৮০.৪০৬.০০৬০১.০৪.০০৯.২০১৩.৬৪৬(২৯) নং অফিস আদেশ অনুযায়ী ক্যাডার বহির্ভূত পদসমূহে নিয়োগদানের জন্য প্রার্থী সংখ্যা এক হাজারের কম হলে দুই স্তরবিশিষ্ট (লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং প্রার্থী সংখ্যা এক হাজার বা তদূর্ধ্ব হলে তিন স্তরবিশিষ্ট (প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রার্থী সংখ্যা নির্বিশেষে ১ম শ্রেণির পদের জন্য ২০০ নম্বরের বর্ণনামূলক লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ও উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং ২য় শ্রেণির পদের জন্য ২০০ নম্বরের বর্ণনামূলক লিখিত ও ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ১ম শ্রেণির উচ্চতর বেতন স্কেলের পদে শুধু ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রতিবছর ক্যাডার বহির্ভূত পদের জন্য বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বর্তমানে কমিশন সচিবালয়ের ২৯ জুলাই ২০১৫ তারিখের চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম ঃ

ক. **সরাসরি নিয়োগ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি ঃ**

১. প্রস্তাবিত পদের নাম ও বেতন স্কেল ঃ
২. প্রস্তাবিত পদে সরাসরি নিয়োগযোগ্য মোট পদের সংখ্যা ঃ
৩. সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা ঃ
৪. প্রস্তাবিত পদের শ্রেণি ঃ
৫. প্রস্তাবিত পদের প্রকৃতি (স্থায়ী/অস্থায়ী) ঃ

খ. **সরাসরি নিয়োগ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি ঃ**

ক্রমিক	সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
১.	যথাযথভাবে পূরণকৃত এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল-স্বাক্ষরিত রিকুইজিশনের (নির্ধারিত ফরম-এ) মূল কপি			
২.	পূর্ণাঙ্গ নিয়োগ বিধির গেজেটের মূলকপি/সত্যায়িত ফটোকপি			
৩.	যথাযথভাবে পূরণকৃত এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল-স্বাক্ষর সম্বলিত পিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত পদবিন্যাস ছক			
৪.	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাবিত পদে বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তির/ব্যক্তিগণের জেলাভিত্তিক বিবরণ			
৫.	নব সৃষ্ট পদের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন/সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
৬.	নব সৃষ্ট পদের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত অনুমোদন/সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
৭.	পদ সৃষ্টির সরকারি আদেশের (জিও) সত্যায়িত কপি			
৮.	অস্থায়ী পদের ক্ষেত্রে পদ সংরক্ষণে সরকারি আদেশের সত্যায়িত কপি			
৯.	প্রস্তাবিত পদ পূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে রুজুকৃত মামলা/আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ সম্পর্কিত তথ্য			
১০.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শূণ্য পদ পূরণে জনপ্রশাসন/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের সত্যায়িত কপি			

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয়)

২.৮. নন-ক্যাডার বাছাই (Preliminary) পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বণ্টন ঃ

নন-ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রার্থী সংখ্যা এক হাজার বা তদুর্ধ্ব হলে নিম্নোক্ত বিষয়ভিত্তিক নম্বরের ভিত্তিতে ১০০ নম্বরের MCQ Type বাছাই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর
১.	বাংলা	২৫
২.	ইংরেজি	২৫
৩.	সাধারণ জ্ঞান : ক. বাংলাদেশ বিষয়াবলি খ. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২৫
৪.	গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান	২৫
	মোট =	১০০

২.৯. নন-ক্যাডার লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ও নম্বর বণ্টন ঃ

৩০ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দ্বিতীয় বিশেষ সভা এবং ২২ মার্চ ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক গৃহীত নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণির টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। [পরিশিষ্ট-১০, ১০(ক) ও ১০(খ)]

সারণি-২.২ ঃ সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০০৯—২০১৬ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান ঃ

[লেখচিত্র-২.২]

ক্রমিক নং	সাল	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা						সর্বমোট
		১ম শ্রেণি		২য় শ্রেণি		মোট		
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
১.	২০০৯	১৯২	৩৮	৩৭	০৭	২২৯	৪৫	২৭৪
২.	২০১০	৫৭	৪০	৬০১	১৬৪	৬৫৮	২০৪	৮৬২
৩	২০১১	১৭৭	২৯	৪১৩	৯৮	৫৯০	১২৭	৭১৭
৪.	২০১২	২১৬	৫৪	৩৭৫	১০৮	৫৯১	১৬২	৭৫৩
৫.	২০১৩	১৬৬	৪০	১,৪৪০	৩৮৬	১,৬০৬	৪২৬	২,০৩২
৬.	২০১৪	১৩৫	২৯	১৮৪	৩১	৩১৯	৬০	৩৭৯
৭.	২০১৫	৫৬৯	৩৩০	১৪০	৬৫	৭০৯	৩৯৫	১,১০৪
৮.	২০১৬	২০১	৪৪	১,৪৭২	৮,৯৮৭	১,৬৭৩	৯,০৩১	১০,৭০৪

২.১০. ২০১৬ সালে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান ঃ

- নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির উচ্চতর পদে শুধু সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে ২৯ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে ৯,৮৬১ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে বাছাই, লিখিত ও সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে ৮১৪ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

[পরিশিষ্ট-৩, ৩(ক), ৩(খ)]

লেখচিত্র-২.২ ঃ সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০০৯-২০১৬ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ

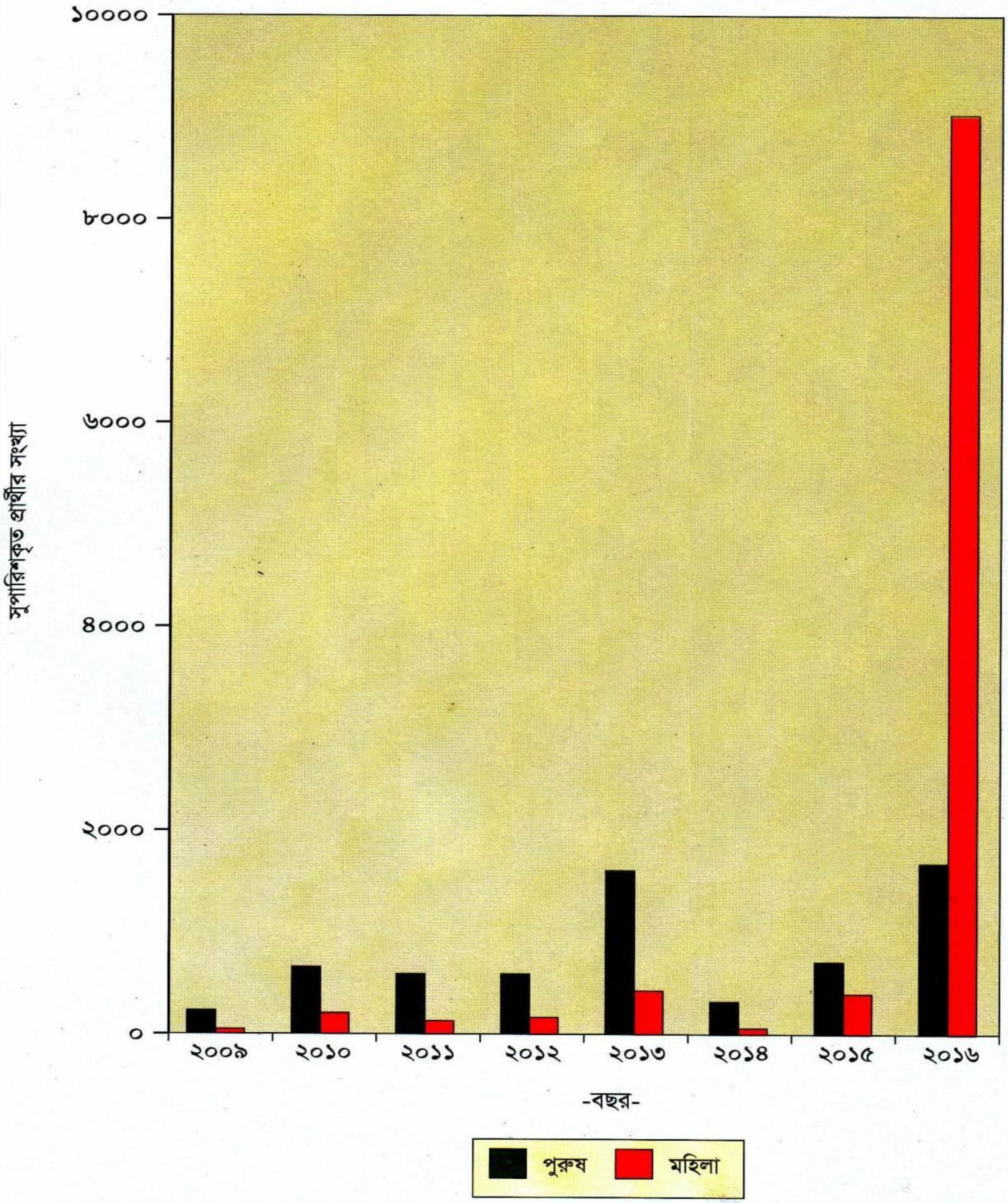

২.১১. নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষায় কিছু প্রার্থী কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত মোবাইল ফোন/ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, যা পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ২০১৬ সালে কমিশনের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তির শর্ত ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরীক্ষায় অপরাধমূলক আচরণের জন্য শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০০ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নন ক্যাডার পদে ০৮ জন এবং ৩৫, ৩৬ ও ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষায় ৩০ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন প্রকার/মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

২.১২. নিয়োগ পরীক্ষার বিষয়ে ২০১৬ সালে কমিশন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ঃ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৩১ মে ২০১৬ তারিখের বাসককস/প্রশা-১/অঃআঃ-২৭/২০০২ (অংশ-২)-৬০০ নং অফিস আদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক পরিচালিত সকল নন-ক্যাডার পদের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রার্থী সংখ্যা নির্বিশেষে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর অর্থাৎ মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে বিপিএসসি ফরম-৩ পূরণক্রমে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রসহ জমা নিতে হবে। কমিশনের ০৮-০৯-২০১৫ তারিখে প্রথম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমাকৃত বিপিএসসি ফরম-৩ ইউনিট পর্যায়ে এবং পরে শুধুমাত্র প্রি-এ্যাপ্রোভাল বোর্ডের মাধ্যমে বাছাই করে যোগ্য প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

২.১৩. প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক হিসেবে দায়িত্বপালনকারী বিশেষজ্ঞদের কাজ শেষে তাৎক্ষণিকভাবে পারিতোষিক প্রদান ঃ

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিসিএসসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক এবং নিরীক্ষকদের কাজ সমাপনান্তে কমিশনে ডকুমেন্টস জমাদানের দিন হাতে হাতে পারিতোষিক প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান নির্দেশনা প্রদান করেন। সেমতে বিসিএসসহ সকল নিয়োগ পরীক্ষায় দায়িত্বপালনকারী বিশেষজ্ঞদের কাজ শেষে তাৎক্ষণিকভাবে পারিতোষিক প্রদানের সকল কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে। জানুয়ারি-২০১৭ হতে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

২.১৪. বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নম্বরপত্র প্রদান ঃ

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোনো প্রার্থী নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশনে আবেদন করলে তাকে নম্বরপত্র প্রদান করা হয়। ৩৪তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় ১৩৮১ জন প্রার্থী নম্বরপত্রের জন্য আবেদন করেছেন। এর মধ্যে ১৩৭৩টি নম্বরপত্র প্রার্থীদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি শাখার ডাটবেইজে আবেদনকারী প্রার্থীদের সংরক্ষিত তথ্যের সাথে প্রার্থীদের আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যের গরমিল থাকায় ০৮ জন প্রার্থীকে সঠিক তথ্যসহ নতুনভাবে আবেদন করার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

পদোন্নতির জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন

৩.১. পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক সুপারিশ প্রদান পদ্ধতি ঃ

কমিশনের আওতাভুক্ত পদসমূহে তৃতীয় শ্রেণি হতে দ্বিতীয় ও প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড পদ থেকে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। পদোন্নতির সুপারিশ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি, ফিডার পদের চাকরিকাল, গ্রেডেশন তালিকা, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র এবং পদবিন্যাস ছক ইত্যাদি বিষয় যাচাই-বাছাই করে কমিশন কর্তৃক পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতির প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বর্তমানে কমিশন কর্তৃক ২৯ জুলাই ২০১৫ তারিখে অনুমোদিত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে পদোন্নতির প্রস্তাব বিবেচনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম ঃ

ক. পদোন্নতি সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি ঃ

১. পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত পদের নাম ও বেতন স্কেল ঃ

২. পদোন্নতির যোগ্য শূন্য পদের সংখ্যা ঃ

৩. পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা ঃ

৪. ফিডার পদ/পদসমূহের নাম ও বেতনস্কেল ঃ

৫. ফিডার পদধারীদের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ

খ. পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি ঃ

ক্রমিক	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
১.	পূর্ণাঙ্গ নিয়োগবিধির গেজেটের মূলকপি/সত্যায়িত ফটোকপি			
২.	যথাযথভাবে পূরণকৃত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিলস্বাক্ষর সম্বলিত পিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত পদবিন্যাস ছক			
৩.	নিয়োগবিধি অনুযায়ী সকল ফিডার পদধারীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দালিলিক প্রমাণসহ)			
৪.	জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সংক্রান্ত সরকারের প্রকাশিত সকল বিধি-বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করে জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র			
৫.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীগণ ব্যতীত জ্যেষ্ঠতা তালিকায় আর কোনো জ্যেষ্ঠ ফিডার পদধারী নেই মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র			
৬.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় মামলা/ফৌজদারী মামলা/দুদকের মামলা নেই বা ইতোপূর্বে এ ধরণের কোনো মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত নন এ মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র			

ক্রমিক	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/ নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
৭.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীদের পূর্ববর্তী ৫ (পাঁচ) বছর অথবা নিয়োগবিধির শর্তানুসারে যাচিত অভিজ্ঞতার সময়কালের মধ্যে যেটি কম সে সময়ের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন			
৮.	প্রার্থী/প্রার্থীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে ত্রুটি/বিচ্যুতি, বিরূপ মন্তব্য আছে কি না			
৯.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে নিয়ম অনুযায়ী সে বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সংবলিত অফিস আদেশের সত্যায়িত কপি (সংশ্লিষ্ট অনুবেদনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ থাকতে হবে)			
১০.	পদোন্নতির জন্য আবশ্যকীয় প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা ইত্যাদি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
১১.	ফিডার পদে প্রয়োজনীয় সময়কালের অভিজ্ঞতা আছে কি না			
১২.	একই ফিডার পদ থেকে একাধিক উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুযোগ থাকলে সে ক্ষেত্রে ফিডার পদধারীর পছন্দক্রম সংবলিত তথ্য			
১৩.	কোনো প্রস্তাবিত পদ পূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা চালু/আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ আছে কি না; থাকলে আদালতের আদেশের সত্যায়িত কপি			
১৪.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়োগবিধির শর্তানুযায়ী অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ সনদের সত্যায়িত কপি ঃ			
১৫.	সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা ঃ			

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয়)

৩.২. ২০১৬ সালে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদানের বিবরণ ঃ

২০১৬ সালে কমিশনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে পদোন্নতির জন্য ২১০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ২০৩৯ জন (১ম শ্রেণি ৬৯৪ জন ও ২য় শ্রেণি ১৩৪৫ জন) কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। [পরিশিষ্ট-৪]

সারণি-৩ ঃ ২০০৭—২০১৬ সাল পর্যন্ত পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান
[লেখচিত্র-৩]

সন	পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার সংখ্যা	সুপারিশপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা
২০০৭	১,৮৯৮	৭২২
২০০৮	১,১৩৮	৬৭৯
২০০৯	১,৬২৬	১,১৩১
২০১০	২,৩৩২	২,১৪৩
২০১১	২,৩৮৫	১,৮৮১
২০১২	২,০২৩	১,৭০৬
২০১৩	১,৭৩২	১,১২৫
২০১৪	১,৫০৮	১,২৩৯
২০১৫	১,৭১৭	১,৫৩১
২০১৬	২১০৫	২০৩৯

লেখচিত্র-৩ ঃ পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

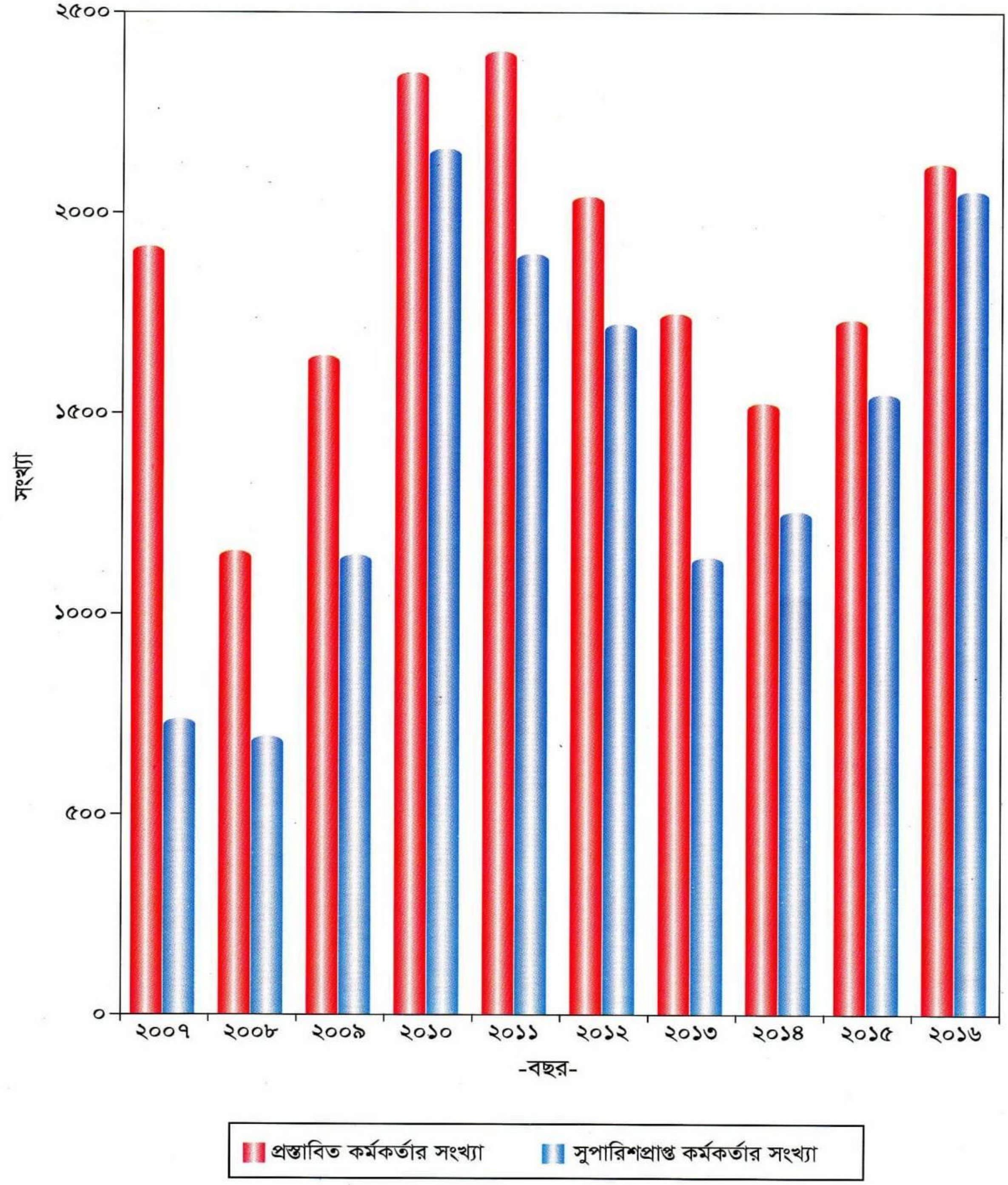

৩.৩. বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অসঙ্গতি দূরীকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ঃ

১. নিয়োগবিধি অনুযায়ী ফিডার পদে প্রয়োজনীয় মোট সময়ের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মূল্যায়ন করতে হবে। এ সময়কাল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণের পূর্ববর্তী বছর হতে গণনা করা হবে, যা কোনোক্রমেই ৫ বছরের বেশি হবে না।

২. বার্ষিক প্রতিবেদনে কোনোরূপ বিরূপ মন্তব্য না থাকলে এবং সার্বিক মূল্যায়ন চলতিমান ও তদূর্ধ্ব হলে এবং সেখানে পদোন্নতির যোগ্যতা সম্পর্কে যাই উল্লেখ থাকুক না কেন উক্ত প্রার্থী পদোন্নতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন লেখার সময় কোনো বিষয়ে 'গ' অথবা 'ঘ' ঘরে অনুস্বাক্ষর থাকার পরও পদোন্নতির জন্য সুপারিশকৃত হয়ে থাকলে এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন চলতিমান বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের হয়ে থাকলে তিনি পদোন্নতির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৩. চলতিমানের নিম্নে বা তদনিম্নে মন্তব্যপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর গোপনীয় প্রতিবেদনে "পদোন্নতির যোগ্য নন" "এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন" এ ধরনের মন্তব্য থাকলে ঐ কর্মকর্তার নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা যাবে না। কমিশনের সুপারিশপত্রে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ না করার কারণ জানিয়ে দেয়া হবে।

৪. প্রতিবেদনকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারীর মন্তব্যের ক্ষেত্রে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ সুনির্দিষ্ট মন্তব্য প্রাধান্য পাবে তবে, প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে থাকলে এবং প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ছাড়া শুধু 'কঠোর' মন্তব্য করলে প্রতিবেদনের বিরূপ মন্তব্য অবলোপিত হয়ে যাবে না। অনুরূপভাবে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ছাড়া শুধু 'নমনীয়'/'পক্ষপাতদুষ্ট' মন্তব্য করলেও প্রতিবেদনকারীর ভালো মন্তব্য খারাপ হয়ে যাবে না।

৫. প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা কোনো মন্তব্য না করলে তিনি প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার মন্তব্যের সাথে একমত বলে ধরে নিতে হবে।

৬. প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে এবং উক্ত বিরূপ মন্তব্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানিয়ে রাখা বা অবলোপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আদেশ জারি না করা হয়ে থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট গোপনীয় প্রতিবেদনে পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ না হয়ে থাকলে বিরূপ মন্তব্যকে বিরূপ মন্তব্য বলে বিবেচনা করা যাবে না। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এ ধরনের প্রতিবেদন ফেরত পাঠাতে হবে।

৭. একই ফরম-এ একাধিক বছরের গোপনীয় প্রতিবেদন লেখা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। পৃথক পৃথকভাবে লিখে পাঠাবার জন্য এ ধরনের প্রতিবেদন ফেরত পাঠানো হবে।

৮. কোনো পঞ্জিকা বছরে প্রতিবেদনের মোট সময়কাল কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস হলে প্রতিবেদনটিকে সে বছরের গোপনীয় প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার অধীনে যে সময় প্রকৃতপক্ষে চাকরিরত থাকেন সে সময়ই প্রতিবেদনের সময়কাল হিসাবে গণ্য হবে এবং গোপনীয় প্রতিবেদনের হেডলাইনে সে সময়কালই উল্লেখ করতে হবে।

৯. খণ্ডকালীন প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে তার জন্যও উপরের ৬ নং উপানুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে।

১০. পদোন্নতির যোগ্য পদে এডহক/অস্থায়ী/চলতি দায়িত্ব/অফিসিয়েটিং ভিত্তিতে নিয়োজিত অথবা সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির গোপনীয় প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য না থাকা সত্ত্বেও "পদোন্নতির যোগ্য নন"/"এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন"/"সম্প্রতি পদোন্নতি হয়েছে" এমন মন্তব্য থাকলে ঐ ব্যক্তির পূর্ববর্তী বছরের গোপনীয় প্রতিবেদনে "পদোন্নতির যোগ্য নন"/"এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন" ধরনের মন্তব্য থাকলে তার নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা যাবে না।

১১. কোনো প্রতিবেদনে কোনো প্রকার ওভার রাইটিং থাকলে এবং তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত না হলে ঐ প্রতিবেদন স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে পাঠাবার জন্য ফেরত দেয়ার প্রয়োজন আছে কি-না সে সম্পর্কে কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১২. যেসব প্রতিবেদনের কারণে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হবে না এবং যেসব প্রতিবেদন বিরূপ মন্তব্য বা ওভার রাইটিং-এর কারণে ফেরত দেয়া হবে, সেগুলোর সত্যায়িত ফটোকপি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩. বর্ণিত ৬, ৭, ৯ ও ১১ নং ক্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শূন্য পদে পদোন্নতির আওতায় পড়লে তার জন্য শূন্য পদ সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪. কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভাগীয় মামলার কোনো অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত হলে তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে তা প্রতিফলিত হওয়া উচিত এবং এ কারণে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই তার পদোন্নতির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

১৫. গোপনীয় প্রতিবেদনের সারাংশে কেবল বিরূপ মন্তব্য থাকলেই তার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট পরিচালক স্বাক্ষরদান করবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক এবং উপ-পরিচালকের স্বাক্ষরই যথার্থ হবে (সারাংশে স্বাক্ষরদানকারী কর্মকর্তার পদবীযুক্ত সিল থাকা প্রয়োজন)।

১৬. কোনো বিষয় উপরোক্ত নীতিমালার আওতায় না পড়লে বিষয়টি কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে।

৩.৪. তথ্যাদির অপ্রতুলতাজনিত অসুবিধাসমূহ ঃ

১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাযথ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হলে তার যথার্থতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা তালিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পদোন্নতিযোগ্য কোনো প্রার্থী কোনো অবস্থায় যেন পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত কাগজপত্র প্রয়োজন।

কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/তথ্যাদিসহ যথাসময়ে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে প্রেরণ করা হয় না। প্রায় সময় দেখা যায় আংশিক কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়। প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র পাওয়া না গেলে পদোন্নতি কার্যক্রম বিলম্বিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসমূহ চেয়ে কমিশন হতে বার বার তাগিদপত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ হতে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পাওয়া যায় না। কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ২য় তাগিদপত্র প্রেরণের পরও যদি কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা না হয় তবে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উক্ত বিষয়ে আর কোনো আগ্রহ নেই ধরে নেয়া হবে এবং উক্ত পদোন্নতি বিষয়ক সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হবে।

- গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২০১৪ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের নম্বর ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০.২০১০-৪৪৭ নম্বর স্মারকের পরিপত্র অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দ্বিতীয় শ্রেণির পদের ক্ষেত্রে পদোন্নতি/নিয়মিতকরণ/জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ/ বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিষয়ে কর্ম কমিশনের সুপারিশ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু অথবা কমিশন কর্তৃক পূর্বে স্থগিতকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত ডিও পত্র ব্যতীত কোনো প্রস্তাব কর্ম কমিশন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হবে না। এছাড়া দীর্ঘদিন পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাসমূহের কার্যক্রম কমিশন কর্তৃক স্থগিত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার পর মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত ডিও পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি ব্যতীত স্থগিতকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণের মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের বিবরণ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধির আলোকে আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণের মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উন্নয়ন খাতভুক্ত প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত করা হলে তাদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। প্রতিবছর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/ডকুমেন্টস/তথ্য পর্যালোচনা/যাচাই বাছাই করে কমিশন যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করে থাকে।

৪.১. এডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণ ঃ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল থেকে ১৯৮২ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজস্ব খাতভুক্ত পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের চাকরি নিয়মিতকরণের উদ্দেশ্যে The Regularization of Ad-hoc Appointment Recruitment Rules, 1983 জারি করা হয়।

পরবর্তীতে ২৪-০১-১৯৮২ থেকে ১৭-০৫-১৯৮৬ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য সার্ভিসে সহকারী সার্জন (ইন সার্ভিস ট্রেইনি) হিসেবে এডহক নিয়োগ প্রাপ্তদের চাকরি নিয়মিত করার জন্য The Regularization of Ad-hoc Appointment Recruitment Rules, 1983 এর সংশোধনী ২০০৫ (এসআরও নম্বর ১৯৬ আইন/২০০৫/সম/বিধি-১/এম-২৫/৮৬ (অংশ-১) জারি করা হয়। উক্ত এসআরও অনুযায়ী ২০১৬ সালে মোট ৮১৫ জনের চাকরি নিয়মিত করার প্রস্তাব পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় ৭৭৬ জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৯ জনের পদ্ধতিগত ত্রুটি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় চাকরি নিয়মিত করা সম্ভব হয়নি। [পরিশিষ্ট-৫(ক)]

৯ এপ্রিল ১৯৭২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ পর্যন্ত সরকারের রাজস্ব বাজেটের পদে এডহকভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের চাকরি নিয়মিতকরণের বিধান রেখে "এডহকভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারি নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪" জারি করা হয় এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ দ্বারা সকল প্রকার এডহক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিন্তু ১৫ জুলাই ২০০৯ তারিখ এসআরও নং ১৯৬-আইন/২০০৯/সম(বিধি-১) এম-৫/২০০৯ জারির মাধ্যমে উক্ত বিধিমালার বিধি-৮ বিলুপ্ত করা হয় এবং এডহক নিয়োগ উন্মুক্ত করা হয়। সে সময় বাস্তবতার নিরিখে আবশ্যিক হওয়ায় "এডহকভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারি নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪" পুনরায় সংশোধন করে এসআরও নং ৩ এর ২১৩-আইন/২০১২/০৫.১৭০.০২২.০৩.০৬.০১৬.২০১২ জারি করা হয়।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের এডহক ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের (১ম ও ২য় শ্রেণির) চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য বর্তমানে কমিশন সচিবালয়ের ২৯ জুলাই ২০১৫ তারিখের নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হয়।

এডহকভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের (১ম ও ২য় শ্রেণির) চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিষ্ট ঃ

ক. এডহক নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি ঃ

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ

২. অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম ঃ

৩. প্রার্থীর নাম ও জন্ম তারিখ ঃ

৪. প্রস্তাবিত পদের নাম ঃ

৫. পদের শ্রেণি ও বেতন স্কেল ঃ

খ. এডহক নিয়মিতকরণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি ঃ

ক্রমিক	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/ নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	এডহক নিয়োগাদেশের কপি			
২.	এডহক নিয়োগে কমিশনের সম্মতি পত্র			
৩.	পদ সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি			
৪.	পেপার কাটিংসহ জারিকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি			
৫.	নিয়োগকালে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ			
৬.	পদ সৃষ্টির মঞ্জুরী পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৭.	পদ সৃষ্টির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সরকারি আদেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৮.	কমিশনের নির্ধারিত ছকে পদবিন্যাস ছক			
৯.	এডহকে নিয়োগের সময় সরকারের প্রচলিত কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র			
১০.	নিয়োগবিধি অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা ছিল কী না			
১১.	সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগকালে নিয়মিতকরণের জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার বয়স নিয়োগবিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছিল কী না			
১২.	বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ, বয়স প্রমাণের সনদ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সনদ			
১৩.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তার নিয়োগাদেশ ও যোগদান পত্র			
১৪.	কর্মকালীন/সর্বোচ্চ ৫ বছরের হালনাগাদ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন			
১৫.	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত (সিল ও স্বাক্ষর সম্বলিত) চাকরির ধারাবহিকতার প্রত্যয়ন পত্র			
১৬.	বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য			

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** উল্লিখিত সকল কাগজপত্র (১৪ ও ১৫ নম্বর ক্রমিক ব্যতীত) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয়)

৪.২. উন্নয়ন খাতভুক্ত পদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ ঃ

উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা-২০০৫ অনুযায়ী নিয়মিতকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে ২০১৬ সালে মোট ১৩৩টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় মোট ১২৫ জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান করা হয়। অবশিষ্টদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও গোপনীয় প্রতিবেদন/অভিজ্ঞতার সনদপত্র না থাকার কারণে নিয়মিতকরণ করা সম্ভব হয়নি। [পরিশিষ্ট-৫]

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত ১ম ও ২য় শ্রেণির পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য বর্তমানে কমিশন সচিবালয়ের ২৯ জুলাই ২০১৫ তারিখের নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে ঃ

উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত ১ম ও ২য় শ্রেণির পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট ঃ

ক. চাকরি নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি ঃ

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ
২. প্রার্থীর নাম ও জন্ম তারিখ ঃ
৩. প্রস্তাবিত পদের নাম ঃ
৪. পদের শ্রেণি ও বেতন স্কেল ঃ
৫. নিয়মিতকরণের জন্য প্রযোজ্য বিধির নাম ঃ

খ. নিয়মিতকরণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি ঃ

ক্রমিক নং	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নং	মন্তব্য
১.	উন্নয়ন প্রকল্প শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ সংবলিত কাগজপত্র/পিপির কপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত কপি			
২.	নিয়োগকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিয়োগবিধি/ প্রচলিত বিধানের সত্যায়িত কপি			
৩.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তার নিয়োগার্থে খবরের কাগজে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সত্যায়িত কপি			
৪.	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত নিয়োগার্থে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের কপি			
৫.	নিয়োগ বিধি/নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কী না			
৬.	উন্নয়ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগকালে নিয়মিতকরণের জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার বয়স প্রকল্প দলিল/নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছিল কী না			
৭.	প্রকল্পের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ, বয়স প্রমাণের সনদ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত কপি			
৮.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তার উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োগাদেশ ও প্রকল্পে যোগদান পত্রের সত্যায়িত কপি			
৯.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
১০.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
১১.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সরকারি অফিস আদেশের সত্যায়িত কপি			
১২.	প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তার রাজস্ব বাজেটের পদে সাময়িক/ অস্থায়ী পদায়ন আদেশ ও প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে যোগদান পত্রের সত্যায়িত কপি			
১৩.	সর্বশেষ পদ সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণের আদেশের সত্যায়িত কপি			
১৪.	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত রাজস্ব বাজেটের পদে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বের এবং পরের চাকরির ধারাবাহিকতার প্রত্যায়ন পত্র			
১৫.	প্রার্থীর নিয়মিতকরণের পূর্বের ৩ বছরের হালনাগাদ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন			
১৬.	কর্মকর্তাকে প্রকল্পে নিয়োগকালে নির্বাচন/বাছাই কমিটির মাধ্যমে যথাযথভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়ন পত্র			
১৭.	বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য			

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয়)

পঞ্চম অধ্যায়

বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষা গ্রহণ

৫.১. বিভাগীয় পরীক্ষা ঃ

বিভিন্ন ক্যাডার ও কিছু নন-ক্যাডার পদে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চাকরিতে স্থায়ীকরণের জন্য সরকার নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এ লক্ষ্যে প্রতিবছর জুন এবং ডিসেম্বর মাসে দু'বার ২৭টি ক্যাডার ও কয়েকটি নন-ক্যাডার (শ্রম অধিদপ্তর, জনশক্তি কর্মসংস্থান ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, নিবন্ধন পরিদপ্তর এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়) পদের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় পরীক্ষার বিদ্যমান বিধিমালায় বিসিএস (পুলিশ) ও বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডার ব্যতীত অন্যান্য ক্যাডারে তিনটি পত্রের ও পুলিশ ক্যাডারে চারটি পত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রাণিসম্পদ ক্যাডারে শুধু একটি পত্রের (দ্বিতীয় পত্র ঃ হিসাব) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ঃ

১. প্রথম পত্র ঃ আইন, বিধি ও পদ্ধতি;

২. দ্বিতীয় পত্র ঃ হিসাব ;

৩. তৃতীয় পত্র ঃ সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কাজকর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়াবলি।

সকল ক্যাডারের জন্য ১ম ও ২য় পত্রের বিষয় একই হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্যাডারের অভিন্ন সিলেবাস না থাকায় প্রত্যেকটি ক্যাডারের পরীক্ষা পৃথকভাবে গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে সরকারের অহেতুক শ্রম, অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। কমিশন দীর্ঘদিন থেকে ১ম ও ২য় পত্রের পরীক্ষা অভিন্ন সিলেবাসে গ্রহণের জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়ে আসছে।

৫.২. ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী ঃ

১. ২০১৬ সালের প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ঃ

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ ঃ ১১.০২.২০১৬ খ্রিঃ
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ৫২৭০ জন
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ৫০৯২ জন
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ঃ ২৩.০৬.২০১৬ — ২০.০৭.২০১৬ খ্রিঃ
- উপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ ৩০২৬ জন
- উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ২৪৯০ জন

২. ২০১৬ সালের দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ঃ

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ ঃ ০৮.০৮.২০১৬ খ্রিঃ
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ৫,৯১১ জন
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ৫,৮৫৩ জন
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ঃ পরীক্ষা গ্রহণের কাজ ২০১৬ সালে প্রক্রিয়াধীন ছিল।

বিঃ দ্রঃ—২০১৬ সালের ২য় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ০৯.০১.২০১৭ তারিখে শুরু হয়ে ২১.০১.২০১৭ তারিখে শেষ হয়।

৫.৩. সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা ঃ

ক্যাডারভুক্ত যে সকল কর্মকর্তা নিজস্ব পদে স্থায়ী হয়েছেন এবং উক্ত পদে যাদের চাকরি ৪ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং বর্তমান ক্যাডার পদে চাকরিকাল ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি তারা সবাই এতদ্‌সংক্রান্ত পরীক্ষা বিধিমালার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। প্রতি পঞ্জিকা বছরে দু'বার ফেব্রুয়ারি ও আগস্ট মাসে সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্রতি পঞ্জিকা বছরে অনুষ্ঠিত দু'টি পরীক্ষাতেই একজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করতে পারেন। সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য মোট ৩০০ নম্বরের নিম্নোক্ত ৩টি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ঃ

ক. প্রথম পত্র ঃ বাংলাদেশ ও চলতি বিষয়াবলি;

খ. দ্বিতীয় পত্র ঃ সকল সরকারি অফিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ও পদ্ধতি;

গ. তৃতীয় পত্র ঃ সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি।

উল্লেখ্য যে, একজন প্রার্থী এক সাথে তিনটি/দু'টি/একটি পত্রের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

বিসিএস (টেলিকমিউনিকেশন) ক্যাডারের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কার্যাবলির সাথে সম্পর্কিত ৩য় পত্রের ব্যবহারিক পরীক্ষা কমিশন কর্তৃক গঠিত ০৪ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি ব্যবহারিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে কমিশন কর্তৃক গঠিত বোর্ডের নিকট উপস্থাপনা করতে হয়। উপস্থাপনা সন্তোষজনক না হলে তাকে অনুত্তীর্ণ ধরে নেয়া হয়। ১ম পত্র ও ২য় পত্র ব্যতীত বর্তমানে ক্যাডার সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পত্রের জন্য আরও ৮০টি বিষয়ের উপর প্রার্থী পাওয়া সাপেক্ষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

৫.৪. ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী ঃ

১. সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ ঃ ১২.১০.২০১৫
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ঃ ৩০.১১.২০১৫
- আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ২,৭০০
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ২,৫৪৭
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ঃ ০১.০৩.২০১৬ — ১১.০৩.২০১৬
- ১ম পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ২,০৩৯
- ১ম পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ৮৪৭
- ১ম পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ৭২১
- ২য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ২,৩৪৫
- ২য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,০২৬
- ২য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ৮২৪
- ৩য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,৯৩৩
- ৩য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ৭৯৭
- ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ৭০২
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ ঃ ১৪.০৬.২০১৬

২. সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগস্ট ২০১৬

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ ঃ ১৩.০৪.২০১৬
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ঃ ৩০.০৫.২০১৬
- আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ২,৯৯৬
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা ঃ ৩,০২২
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ঃ ১৮.০৮.১৬ — ৩০.০৮.১৬ এবং ২৭.০৯.১৬
- ১ম পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ২,৪৯৭
- ১ম পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,৬৩২
- ১ম পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,৩৭০
- ২য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ২,৭০৮
- ২য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,৭৩৯
- ২য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,৩৬০
- ৩য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ২,৩৯৫
- ৩য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,৫৫৭
- ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ঃ ১,২৯০
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ ঃ ২২.১১.১৬

৫.৫. সরকারের উপ সচিব, যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ ঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতায় কম নম্বর প্রাপ্তির কারণে যে সকল কর্মকর্তা উপ সচিব বা তদুর্ধ্ব পদে পদোন্নতি পেতে সক্ষম হননি কর্ম কমিশন সে সমস্ত কর্মকর্তাদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে ৫ (পাঁচ) নম্বর অতিরিক্ত হিসাবে প্রদান করা হয়।

সরকারের উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২-এর ২য় তফসিলের ২(ঙ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একই বিধিমালার ২(ক) অনুচ্ছেদ মতে কোনো কর্মকর্তার শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত নম্বরের ৬০ শতাংশের কম অর্থাৎ ১৫ নম্বরের কম হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে উপযুক্ততা নিরূপণকল্পে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিধান রয়েছে। উক্ত বিধিমালার ২য় তফসিলের ২(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নম্বর নির্ধারণের বিধান নিম্নরূপ ঃ

ডিগ্রি	প্রথম বিভাগ/শ্রেণি	দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি	তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি
এস.এস.সি.	৬	৪	২
এইচ.এস.সি.	৬	৪	২
গ্রাজুয়েশন	৯	৬	৩
মাস্টার্স	৪	৩	২

উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি পেতে ইচ্ছুক সংশ্লিষ্ট পদের ফিডার পদধারী প্রার্থীদের মধ্যে যে সকল প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ১৫-এর কম হবে সে সকল প্রার্থীকে নিম্নোক্ত সিলেবাস অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক আয়োজিত উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম বিষয়ে পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

যাদের পদোন্নতির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর কম হয় সে সব কর্মকর্তাদের জন্য সরকারের উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য সিলেবাসটি নিম্নরূপ ঃ

ক. ইংরেজি (মোট নম্বর ১০০, পাস নম্বর ৫০, সময় ঃ ৩ ঘণ্টা, লিখিত পরীক্ষা, মাধ্যম-ইংরেজি)

১. অনুবাদ (বাংলা থেকে ইংরেজি)-১০

২. অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)-১০

৩. দাপ্তরিক পত্র-২০

৪. ভাব উপলব্ধি (Comprehension)-১৫

৫. ইংরেজি রচনা (ন্যূনতম ২০০ শব্দের মধ্যে)-২৫

৬. সার-সংক্ষেপ-২০

খ. সাধারণ জ্ঞান (মোট নম্বর ১০০, পাস নম্বর ঃ ৫০, সময় ঃ ৩ ঘণ্টা, লিখিত পরীক্ষা, মাধ্যম-ইংরেজি)

১. প্রথম অংশ ঃ বাংলাদেশ বিষয়াবলি-৫০

২. দ্বিতীয় অংশ ঃ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি-৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারি কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যক্রম

৬.১. সরকারি কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ প্রদান ঃ

সংবিধানের ১৪০ (২)(ঘ) অনুচ্ছেদ এবং Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের ১ম ও ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদে চাকরিরত কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত অপরাধসমূহের কারণে গুরুদন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশনের সাথে সরকারের পরামর্শ করার বিধান রয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিধির ভিত্তিতে কমিশন প্রাপ্ত কাগজপত্র/তথ্য প্রমাণাদি বিচার-বিশ্লেষণান্তে মতামত প্রদান করে থাকে। প্রতি বছর কয়েকশত সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত মামলার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়। শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলার বিষয়ে ইউনিট পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রচুর কাগজপত্র/ তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করতে হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত মামলার বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এবং সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় মতামত প্রদানের জন্য বর্তমানে কমিশন সচিবালয়ের ২৯ জুলাই ২০১৫ তারিখের চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় মতামত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম ঃ

ক. সাধারণ তথ্যাবলি ঃ

১. অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ) ঃ

২. জন্ম তারিখ ও পি.আর.এল. এ যাওয়ার তারিখ ঃ

৩. চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতন স্কেল ঃ

৪. চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি না ঃ

৫. শিক্ষানবিসিকাল অবসান হয়েছে কি না ঃ

৬. অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম, যোগদানের তারিখ এবং এ পদের বেতন স্কেল ঃ

৭. বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কি না বা কোন ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি না ঃ

৮. অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত রয়েছেন কি না ঃ

খ. প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি ঃ

ক্রমিক	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ/অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী			
২.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
৩.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			

ক্রমিক	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/ নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
৪.	অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেছেন কী না এবং ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে কি না			
৫.	ব্যক্তিগত শুনানী গৃহীত হলে তার প্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			
৬.	তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগাদেশের কপি			
৭.	স্বাক্ষীদের জবানবন্দী ও দৈনন্দিন রেকর্ডপত্রসহ তদন্ত প্রতিবেদন (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৮.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ			
৯.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
১০.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
১১.	অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			

[**বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** সকল কাগজপত্র ও প্রমাণাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় মতামত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম ঃ

ক. সাধারণ তথ্যাবলি ঃ

১. অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ) ঃ

২. জন্ম তারিখ ও পি.আর.এল এ যাওয়ার তারিখ ঃ

৩. চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতন স্কেল ঃ

৪. চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি না ঃ

৫. শিক্ষানবিসকাল অবসান হয়েছে কি না ঃ

৬. অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম, যোগদানের তারিখ এবং এ পদের বেতন স্কেল ঃ

৭. বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কি না বা কোন ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি না ঃ

৮. অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত রয়েছেন কি না ঃ

খ. প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি ঃ

ক্রমিক	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ/অভিযোগনামা ও অভিযোগের বিবরণী			
২.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র/দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে তার কপি (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
৩.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৪.	অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেছেন কি না এবং ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে কি না			
৫.	ব্যক্তিগত শুনানী গৃহীত হলে তার প্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			
৬.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ			
৭.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র/দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে তার কপি (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
৮.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৯.	অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য** ঃ সকল কাগজপত্র ও প্রমাণাদি যথাযথ কতৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে ।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয়)

৬.২. বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় কাগজপত্র/তথ্যাবলি ঃ

১. সরকারি কর্মচারী (শৃংঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্র ও তথ্যাবলি প্রয়োজন হয়, যেমন ঃ—

ক. অভিযোগের বিবরণীসহ অভিযোগনামা (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ) ;

খ. অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত অভিযোগনামার জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি) ;

গ. তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের আদেশের কপি;

ঘ. সাক্ষীদের জবানবন্দি, তদন্তকালীন দৈনন্দিন রেকর্ড এবং সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রসহ তদন্ত প্রতিবেদন;

ঙ. দ্বিতীয় শো-কজ নোটিশ (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ); এবং

চ. অভিযুক্তের দ্বিতীয় শো-কজ নোটিশের জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি)।

২. কর্মচারী (বিশেষ ব্যবস্থা) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/তথ্যাবলি প্রয়োজন হয়। যেমন ঃ—

ক. অভিযোগনামা (জারি করার প্রমাণস্বরূপ কাগজপত্রের কপিসহ);

খ. অভিযুক্তের জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি);

গ. ২য় শো-কজ নোটিশ (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ); এবং

ঘ. অভিযুক্তের জবাব (সংযুক্তি থাকলে কপিসহ)।

৩. উপরোক্ত তথ্য ছাড়াও অভিযুক্ত কর্মকর্তা সম্পর্কে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত তথ্যাদি প্রয়োজন হয়। যেমন ঃ—

ক. অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ);

খ. জন্ম তারিখ/এলপিআর-এ যাবার প্রাক্কলিত তারিখ;

গ. চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালিন পদ ও বেতন স্কেল;

ঘ. চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি না;

ঙ. শিক্ষানবিসকাল শেষ হয়েছে কি না;

চ. অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম এবং এ পদের বেতন স্কেল;

ছ. এ পদে অভিযুক্ত কর্মকর্তার যোগদানের তারিখ;

জ. বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কি না বা কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি না;

ঝ. অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত কি না।

৬.৩. ২০১৬ সালে বিভাগীয় মামলায় কমিশনের পরামর্শ প্রদানের তথ্য বিবরণী ঃ

- কমিশনে প্রাপ্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ঃ ১২৩
- মতামত প্রদানকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ঃ ১২৩
- একমতকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ঃ ১২০
- দ্বিমতকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ঃ ০৩

[পরিশিষ্ট-৬]

সারণি-৬ ঃ বিভাগীয় মামলায় কমিশনের মতামত প্রদানের বিবরণ (২০০৭—২০১৬)

[লেখচিত্র-৬]

সাল	প্রাপ্ত মোট মামলার সংখ্যা	মতামত প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রের অভাবে মতামত প্রদান করা হয়নি এমন মামলার সংখ্যা
২০০৭	১৮২	১১৪ (৬২.৬৪%)	৬৮ (৩৭.৩৬%)
২০০৮	২১৩	২০১ (৯৪.৩৭%)	১২ (৫.৬৩%)
২০০৯	১৬২	৯৩ (৫৭.৪১%)	৬৯ (৪২.৫৯%)
২০১০	২২৩	২২৩ (১০০.০০%)	০০ (০.০০%)
২০১১	১৯০	১৯০ (১০০.০০%)	০০ (০.০০%)
২০১২	১৪৭	১৪৭ (১০০.০০%)	০০ (০.০০%)
২০১৩	৯৬	৮৯ (৯২.৭১%)	০৭ (৭.২৯%)
২০১৪	১০২	৯৮ (৯৬.০৮%)	০৪ (৩.৯২%)
২০১৫	৯১	৯১ (১০০.০০%)	০০ (০.০০%)
২০১৬	১২৩	১২৩ (১০০.০০%)	০০ (০.০০%)

লেখচিত্র-৬ ঃ বিভাগীয় মামলায় কমিশনের মতামত প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

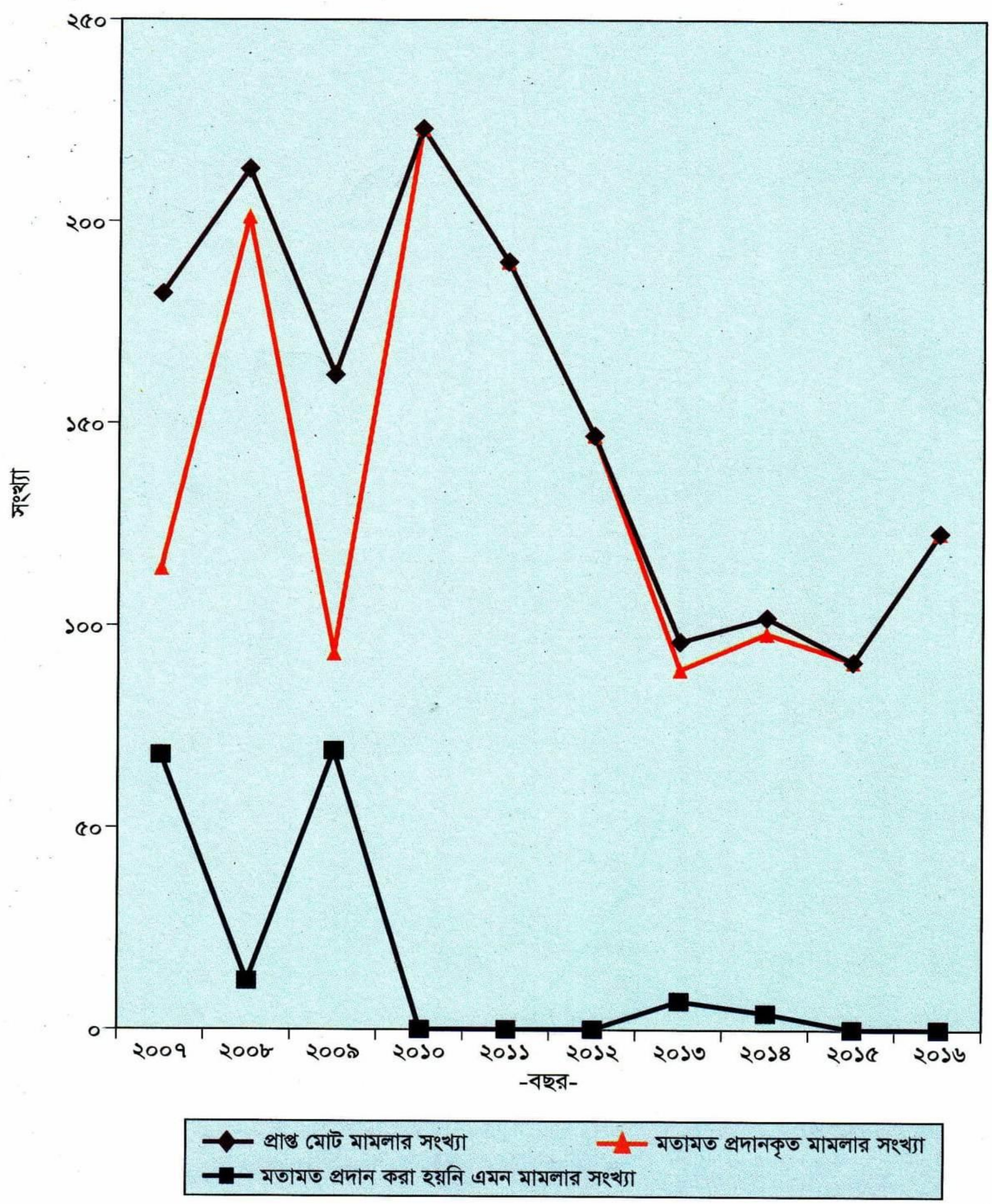

৬.৪. রিট মামলা সংক্রান্ত ঃ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে (নিয়োগ, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিসহ নিয়োগবিধি সংশোধন) গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে দায়েরী যাবতীয় মামলাসমূহের বিষয়ে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ (মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থা) গ্রহণসহ মামলা নিষ্পত্তিতে সার্বিক সহায়তা প্রদানে আইন অধিশাখা কাজ করে থাকে। সাধারণত নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত বা কোনো মন্ত্রণালয়ের চাকরি শর্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের বিপরীতে বাদপড়া প্রার্থী কিংবা কমিশন কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের কেউ কেউ সংক্ষুব্ধ হয়ে কমিশন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পক্ষ করে মামলা দায়ের করে থাকে। দায়েরী মামলাসমূহের মধ্যে রয়েছে রীট মোকদ্দমা, সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল, আপিল মোকদ্দমা, এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল (এ.টি), এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আপিল ট্রাইব্যুনাল (এ.এ.টি), কনটেম্পট মোকদ্দমা, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমা। মামলাসমূহ আদালতে পরিচালনার জন্য বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল ও বিজ্ঞ সলিসিটরের কার্যালয় এবং পিএসসির প্যানেলভুক্ত আইনজীবীগণের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিলেট ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌশলী এবং দেওয়ানি আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য সরকারি কৌশলী এবং এই অধিশাখা হতে বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের কার্যে কমিশন কর্তৃক চাহিত ব্যাপারে আইনগত মতামত প্রদান করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে এধরনের প্রায় ৭০০ (সাত শত) মামলা বিভিন্ন আদালতে চলমান আছে। ২০১৬ সালে ৬৭টি রিট/এ,টি/এ,এ,টি/ বিভাগীয় মামলায় পিএসসিকে মূল বিবাদী করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-৮]। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের আইন অনুবিভাগের জন্য আইন উপদেষ্টার ১টি, আইন কর্মকর্তার ১টি, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১টি এবং অফিস সহায়কের ১টি সর্বমোট ৪টি পদ বিদ্যমান রয়েছে। পরবর্তীতে এ সচিবালয়ের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৮.৩.২০১৪ তারিখের ৭০ নং পরিপত্র অনুযায়ী আইন সংক্রান্ত অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা স্থাপনের বিষয়ে ২৩টি প্রমিত পদ কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারণ করা হয়। উক্ত ২৩টি প্রমিত পদের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৬টি পদের মধ্যে ১৩টি পদ সৃজনে ইতোমধ্যে সরকারি আদেশ জারী করা হয়েছে। তাছাড়া অবশিষ্ট ০৩টি পদ সৃজনের কার্যক্রম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, এ সচিবালয়ের আইন অনুবিভাগে বর্তমানে বিদ্যমান ০৪টিসহ সৃজিত ১৩টি সর্বমোট ১৭টি পদ রয়েছে। এছাড়াও কমিশন কর্তৃক সারা বছর অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন নিয়োগ ও পদোন্নতির পরীক্ষায় ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম একজন সার্বক্ষণিক বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনে প্রয়োজন হওয়ায় ২০১৫ সাল হতে কমিশন সচিবালয়ে একজন ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্তের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

নিয়োগবিধি, জ্যেষ্ঠতা ও কর্মচারী প্রবিধানমালা সংক্রান্ত বিষয়

৭.১. নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ দান ঃ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য নিয়োগবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের মতামত গ্রহণে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কমিশনের মতামত চাওয়া হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিশন মতামত প্রদান করে।

কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি অনুযায়ী একাধিক বিজ্ঞাপন জারির পরও শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত পূরণ না করার কারণে যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করা কমিশনের পক্ষে সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগবিধিতে উল্লিখিত সরাসরি নিয়োগের শর্ত পুনঃ বিবেচনাপূর্বক বাস্তবসম্মত শর্ত সংযোজনের জন্য নিয়োগবিধি সংশোধনের বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিভিন্ন সময় মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি সংশোধন/পরিবর্তন করে পদ আপগ্রেড করা হয়। কিন্তু পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিবর্তন করা হয় না। ফলে কমিশন কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের সময় পদের উপযোগী মানসম্মত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করলে অধিকাংশ প্রার্থী অকৃতকার্য হয়। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিয়োগবিধি প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধনের সময় সব দিক বিবেচনা ও সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের নিয়োগবিধি প্রণয়নের জন্য বর্তমানে কমিশন সচিবালয়ের ২৯ জুলাই ২০১৫ তারিখের চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের নিয়োগবিধি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

ক. মতামত প্রদানের জন্য সাধারণ তথ্যাবলি ঃ

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ
২. অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম ঃ

খ. প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি ঃ

ক্রমিক	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	নিয়োগবিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ কমিটির সুপারিশ			
২.	প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ			
৩.	বিদ্যমান নিয়োগবিধি ও প্রস্তাবিত নিয়োগবিধির তুলনামূলক বিবরণী			
৫.	প্রজ্ঞাপন আকারে প্রস্তাবিত খসড়া নিয়োগবিধির কপি			
৬.	সংশোধনের ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়োগবিধি			
৭.	অর্গানোগ্রামের কপি			
৮.	প্রস্তাবিত পদসমূহের কার্যাবলি			
৯.	পদ সৃষ্টি/মানোন্নয়নের মঞ্জুরীপত্র			
১০.	পদ সৃষ্টি/মানোন্নয়নের জন্য জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্র এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের জিও (অর্থ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠাংকনসহ)			

[বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ সকল কাগজপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয়)

৭.২. ২০১৬ সালে নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ প্রদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

- নিয়োগবিধি প্রণয়নের **১২**টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে।
- কমিশন **১২**টি বিষয়েই সুপারিশ প্রদান করেছেন।

[পরিশিষ্ট-৭]

৭.৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ

২৮-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১১ সালের ২য় সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের রূপরেখা এবং উক্ত পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক নিম্নরূপ ঃ—

ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের গঠন ঃ

১.	কমিশনের চেয়ারম্যান/বিজ্ঞ সদস্য	বোর্ডের চেয়ারম্যান
২.	একজন বিভাগীয় বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩.	একজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪.	একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ (eminent physician)/ একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি/ বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ (শুধু কারিগরি বিষয়ের ক্ষেত্রে) (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫.	একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব (eminent person) (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

খ. উচ্চতর পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক ঃ

মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ঃ		
ক্রমিক নং	মূল্যায়ন ছক	বিভাজিত নম্বর
১.	শিক্ষাগত যোগ্যতা ক. ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য-৫ নম্বর খ. শিক্ষা জীবনের অর্জিত কৃতিত্ব/ঔজ্জ্বল্য (যেমন-all first class)-সর্বোচ্চ ৫ নম্বর	১০
২.	* উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ক. ন্যূনতম ১ বছরের ডিপ্লোমা-৩ নম্বর খ. ২ বছরের ডিপ্লোমা/এমফিল/এমএস/এমডি ইত্যাদি-৫ নম্বর গ. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ঃ ৮-১০ নম্বর * প্রার্থীর অর্জিত ডিপ্লোমা/ডিগ্রির কেবলমাত্র সর্বোচ্চটির ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হবে।	১০
৩.	চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা ঃ ক. ন্যূনতম প্রয়োজনীয় (required) অভিজ্ঞতার জন্য-৫ নম্বর খ. পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য ১ নম্বর হারে সর্বোচ্চ ৫ নম্বর	১০
৪.	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (স্বীকৃত জার্নালে) প্রকাশনা অথবা প্রমাণ উপস্থাপন সাপেক্ষে চাকরি জীবনে দেশে বিদেশে অর্জিত পেশাগত কৃতিত্ব/সাফল্য/ঔজ্জ্বল্য (যে ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য)	১০
৫.	ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন (প্রার্থীর বুদ্ধিমত্তা, নেতৃত্বের গুণাবলি, স্পষ্টভাবে অনুভূতি ও ভাবনা প্রকাশের সক্ষমতা (articulation), আত্মবিশ্বাস, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, শখ ইত্যাদি)	১০
৬.	মৌখিক পরীক্ষার পারফরমেন্স	৫০

গ. যে সব পদে নিয়োগবিধি অনুযায়ী ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয় সে সব ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে পূর্বোক্ত মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ২৫ নম্বরের (নিয়োগবিধিতে অন্যরূপ কোনো নম্বর উল্লেখ না থাকলে) ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং কেবলমাত্র ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষার পাস নম্বর হয় ১০। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিষয়টি বিজ্ঞাপনে এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্রে তা উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

ঘ. কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কম্পিউটার শাখা ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডকে সার্বিক সহযোগিতা বিশেষ করে লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করে থাকে।

৭.৪. শিক্ষাগত যোগ্যতার মান নির্ধারণ ও বয়স সংশোধনের প্রস্তাব ঃ

১৯৯৭, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪,২০১৫ এবং ২০১৬ সালে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সরকারি কলেজসমূহের সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদের মঞ্জুরীকৃত মোট পদের ১০% পদে সরাসরি নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। এ পদসমূহে সরকারী কলেজে চাকরিরত প্রার্থীদের বয়সসীমা যেভাবে উল্লেখ আছে তাতে অনেক সময় অধিকাংশ যোগ্য চাকরিরত প্রার্থীগণও আবেদন করতে পারেন না। এ জন্য কমিশন চাকরিরত প্রার্থীদের বয়সসীমা উঠিয়ে দেয়ার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করে আসছে। উক্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক এখনও কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। তাই এ বিষয়ে দ্রুত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরি বলে কমিশন মনে করে।

৭.৫. সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটাভিত্তিক পদ বণ্টন ঃ

বাংলাদেশ সংবিধানের ২৯(১) অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে সংবিধানের ২৯(৩)(ক) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশকে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারে মর্মে অনুশাসন প্রদান করা হয়েছে।

সংবিধানের উপরোক্ত অনুশাসনের আলোকে নাগরিকদের অনগ্রসর অংশকে অগ্রগতির মূল স্রোতধারায় আনয়নের জন্য স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত সিভিল সার্ভিসে ২০% পদ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের বিধান ছিল। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ২০% থেকে ৪০% এ উন্নীত করা হয়। ১৯৮৫ সালে ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে মেধার ভিত্তিতে ৪৫% নিয়োগের বিধান প্রবর্তন করা হয়। অবশিষ্ট ৫৫% এর মধ্যে ৩০% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, ১০% মহিলা, ১০% জেলা এবং ৫% ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয় যা চলমান রয়েছে। ২০১২ সাল থেকে বিদ্যমান কোটাসমূহের মধ্যে যে কোটায় পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যাবে না সে কোটা হতে ১% পদ প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের দ্বারা পূরণের বিধান রাখা হয়েছে।

৭.৬. সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটাভিত্তিক পদ বণ্টন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

১৪ আগস্ট ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের সপ্তম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারের বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি অনুসরণে ২০.১০.২০০৮ তারিখে ক্যাডার, নন-ক্যাডার গেজেটেড ও অন্যান্য পরীক্ষায় নিম্নোক্ত কোটাভিত্তিক পদবণ্টন প্রয়োগ নীতিমালা জারি করা হয়। এ বিষয়ে সরকারের সর্বশেষ বিধানের আলোকে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ২০১২ সালের বিশেষ সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধন করা হয় ঃ

ক. বিসিএস পরীক্ষার কোটা বণ্টন ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত পদওয়ারি হবে।

খ. মোট নিয়োগযোগ্য শূন্য পদকে প্রথমে ৪৫% মেধার ভিত্তিতে এবং ৫৫% প্রাধিকার কোটায় ভাগ করতে হবে।

বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রাধিকার কোটার ৫৫% পদ ১০৪ হলে ৬৪টি জেলার প্রতিটিকে ন্যূনতম একটি করে পদ দেয়া সম্ভব অর্থাৎ কোনো জেলা কোটায় পদ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় না। ২০০১ সালের জনসংখ্যা শুমারী অনুযায়ী ৬৪টি জেলার জনসংখ্যার শতকরা হারের মধ্যে ২৭টি জেলার জনসংখ্যার হার ১.৫০ বা এর বেশি [পরিশিষ্ট-৯] এবং ৩৭ টি জেলার জনসংখ্যার হার ১.৫০ এর কম [পরিশিষ্ট-৯(ক)]। শূন্য পদ সংখ্যা ১৮৯টি হলে প্রাধিকার কোটায় (৫৫%) প্রাপ্য পদ হয় ১০৪টি। ৬৪টি জেলার মধ্যে যে ৩৭টি জেলার জনসংখ্যার হার ১.৫০ এর কম সে সকল জেলায় পদসংখ্যা ১টি এবং যে ২৭টি জেলার জনসংখ্যার হার ১.৫০ বা এর বেশি সে সকল জেলার জনসংখ্যার হারের ভিত্তিতে প্রাধিকার কোটায় প্রাপ্য ১০৪টি পদ বিতরণ করার প্রয়োজন হবে, অর্থাৎ শূন্য পদ সংখ্যা ১৮৯টি হলে ৬৪টি জেলায় পদ বণ্টন করা সম্ভব। যে মৌলনীতির উপর জেলাওয়ারী কোটা বণ্টন পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে তা হ'ল জনসংখ্যার ক্ষুদ্রাকৃতির কারণে কোনো প্রশাসনিক জেলাকে কোটার প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত তথা চির বঞ্চিত রাখা সমীচীন হবে না।

গ. পদ সংখ্যা ১৮৯ এর কম হলে প্রাধিকার কোটায় প্রাপ্য পদ সকল জেলায় বণ্টন সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে ৫৫% প্রাধিকার কোটার (মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) পদসমূহ প্রশাসনিক বিভাগের জনসংখ্যার হারের ভিত্তিতে বিতরণ করতে হবে। তবে যদি সুস্পষ্টভাবে এমন দৃশ্যমান হয় যে, কোনো জেলার জনসংখ্যার তুলনায় বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি (over represented), সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলে সেই জেলাকে ১৯৮৫ সালের সার্কুলারের আলোকে কোটায় পদ বিতরণ থেকে বিরত রাখা যেতে পারে।

ঘ. মোট শূন্য পদ সংখ্যা ১৮টি (যা ন্যূনতম হিসাবে বিবেচিত হতে পারে) হলে প্রাধিকার কোটায় (৫৫%) প্রাপ্য ১০টি পদ ৭টি বিভাগে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিতরণ করা হলে ছোট বিভাগদ্বয় (বরিশাল, সিলেট) পরিসংখ্যানের রীতি অনুসারে ১টি করে পদ পেতে পারে। নীচে হিসাব দেয়া হ'ল। এ ক্ষেত্রেও কোটা বন্টনে একই নীতি অনুসৃত হবে অর্থাৎ প্রত্যেক বিভাগ কোটায় ন্যূনতম ১টি পদ পাবে।

বিভাগ	জনসংখ্যার হার	প্রাপ্য পদের সংখ্যা
ঢাকা	৩১.৬০	৩.১৬ = ৩
রাজশাহী	১৩.১৭	১.৩১ = ১
রংপুর	১১.১২	১.১১ = ১
চট্টগ্রাম	১৯.৪৮	১.৯৪ = ২
খুলনা	১১.৭৮	১.১৭ = ১
বরিশাল	৬.৫৬	.৬৫ = ১
সিলেট	৬.৩৫	.৬৩ = ১

= ১০ টি

ঙ. নিয়োগযোগ্য পদ সংখ্যা ১৮ এর কম অর্থাৎ প্রাধিকার কোটায় প্রাপ্য পদ সংখ্যা ১০ (দশ) এর কম হলে সকল বিভাগে পদ বিতরণ করা সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে কোটা বন্টন সাধারণভাবে শুধু বৃহৎ বিভাগসমূহে সীমিত থাকবে। অনুক্রম জনসংখ্যার ভিত্তিতে হবে। তবে যদি সুস্পষ্টভাবে এমন দৃশ্যমান হয় যে, কোন বিভাগের জনসংখ্যার তুলনায় বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি (over represented) সে ক্ষেত্রে পরবর্তীতে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলে সেই বিভাগকে ১৯৮৫ সালের সার্কুলারের আলোকে কোটায় পদ বিতরণ থেকে বারিত রাখা যেতে পারে এবং সেই বিভাগের কোটা প্রাসঙ্গিক পদে প্রতিনিধি বিকীর্ণ (under represented) বিভাগকে বন্টন করা যেতে পারে।

চ. কোনো ক্যাডার/সাব ক্যাডারে শূন্য পদের সংখ্যা দশ ঊর্ধ্ব অর্থাৎ ১১ (এগার) হলে বৈশিষ্ট্যভিত্তিক কোটার প্রত্যেক শ্রেণির (মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) প্রার্থীদের অনুকূলে ঐ শ্রেণির জন্য প্রাপ্যতা, শ্রেণিভুক্ত প্রার্থীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা উত্তীর্ণ (হওয়াসহ) এবং পছন্দক্রম থাকা সাপেক্ষে ন্যূনতম একটি পদ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

ছ. প্রথমে বৈশিষ্ট্যভিত্তিক (মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) প্রাধিকার কোটার হার অনুযায়ী কোটায় প্রাপ্য পদসমূহ বিভাজন করে উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে নিজ জেলার ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলা/বিভাগে বন্টন করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সামগ্রিক হিসাবে উত্তীর্ণ মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থীর অপর্যাপ্ততার কারণ ছাড়া জনসংখ্যা অনুযায়ী জেলা বা বিভাগীয় কোটায় প্রাপ্য পদের চেয়ে উক্ত বিভাগ বা জেলায় অধিক পদ বন্টন করা যাবে না। প্রার্থী যে জেলার অধিবাসী প্রথমে তাকে সে জেলার কোটায় দেখানো হলেও উপর্যুক্ত শর্ত প্রয়োগের ফলে নিয়োগের সুপারিশ জেলা/বিভাগীয় কোটার প্রাপ্য পদসংখ্যার মধ্যে সীমিত থাকবে।

জ. জনসংখ্যার ভিত্তিতে কোনো জেলা/বিভাগের প্রাপ্য পদসংখ্যা বৈশিষ্ট্যভিত্তিক বন্টনের মাধ্যমে প্রাপ্ত পদসংখ্যার কম হলে প্রাধিকারের অনুক্রম হবে ১. মুক্তিযোদ্ধা, ২. মহিলা, ৩. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং ৪. জেলা/বিভাগ কোটা। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় প্রাপ্য পদ বন্টন নিঃশেষিত হলে জেলা কোটা/স্থানভিত্তিক কোটায় পদ বিতরণ করা হবে।

ঝ. কোনো জেলার জন্য মুক্তিযোদ্ধার কোটায় নির্দিষ্ট প্রাপ্য পদে প্রার্থী পাওয়া না গেলে ঐ জেলার শূন্য পদ সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্য জেলার সাথে সমন্বয় করতে হবে। এমনকি বিভাগীয় পর্যায়ে প্রার্থী পাওয়া না গেলে জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে উক্ত কোটা পূরণ করতে হবে।

ঞ. মুক্তিযোদ্ধা এবং উপযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী পাওয়া না গেলে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা দ্বারা মুক্তিযোদ্ধা কোটার পদ পূরণ করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ করা সম্ভব না হলে উক্ত পদগুলি খালি রাখতে হবে।

ট. বিদ্যমান প্রাধিকার কোটাসমূহের (মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) মধ্যে যে কোটায় পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যাবে না সে কোটা হতে **১**% (এক শতাংশ) পদ যোগ্য প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।

ঠ. কোনো জেলায় মহিলা এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটায় প্রাপ্য পদে প্রার্থী পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন বৃহত্তর জেলার অন্তর্ভুক্ত সেই জেলায় যোগ্য প্রার্থীদের মধ্য হতে ঐ শূন্য পদ পূরণ করতে হবে। বৃহত্তর জেলায় প্রার্থী পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সেই জেলার যোগ্য প্রার্থীদের মধ্য হতে ঐ পদ পূরণ করতে হবে।

ড. কারিগরি/এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন এর পেশাগত পদসমূহ পদ পূরণের ক্ষেত্রে নিয়োগযোগ্য শূন্য পদের সংখ্যা কৃতকার্য প্রার্থীর সংখ্যার চাইতে বেশি হলে স্থান বা বৈশিষ্ট্যভিত্তিক প্রাধিকার কোটায় উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে পদ বণ্টনের প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে জেলা/বিভাগ নির্বিশেষে সকল উত্তীর্ণ প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হবে। এরূপভাবে পদ বণ্টনের সময় কোনো বিভাগ/জেলায় প্রাপ্য পদ অনুযায়ী উত্তীর্ণ প্রার্থী পাওয়া না গেলে অন্য বিভাগ/জেলার উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধার ভিত্তিতে সুপারিশ করা হবে। এক্ষেত্রে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্য জেলা/বিভাগীয় কোটার সীমাবদ্ধতা প্রযোজ্য হবে না। তবে মেধাভিত্তিক এবং কোটায় সুপারিশকৃতদের তালিকা আলাদাভাবে প্রদর্শিত হবে।

ঢ. প্রাধিকার কোটা (মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) এবং মেধা কোটার মধ্যে মেধা কোটা প্রাধান্য পাবে। প্রাধিকার কোটার প্রাধান্য উপরের (জ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হবে।

ণ. কোন বিষয়ে প্রান্তিক সমন্বয়ের (marginal adjustment) প্রয়োজন হলে তা সম্পন্ন করার ক্ষমতা দায়িত্বপ্রাপ্ত/কর্তব্যরত সদস্য (গণ) এর উপর ন্যস্ত থাকবে।

ত. উপর্যুক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে পদ বন্টন কালে যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যা এই নীতিমালার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয় সে বিষয়ে কমিশন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

থ. কোটা বণ্টন বিষয়ে সরকার কোনো পরিবর্তন/সংশোধন/সংযোজন করলে সে মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(উপরিউক্ত নীতিমালা ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও অন্যান্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে)।

৭.৭. কোটা প্রয়োগ পদ্ধতি সহজীকরণ বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ ঃ

কোটা অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে পদ বণ্টন সংক্রান্ত সরকারি সর্বশেষ সিদ্ধান্ত কমিশন কর্তৃক যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। কোটা বণ্টন সংক্রান্ত বিদ্যমান সিদ্ধান্তের বাধ্যবাধকতার কারণে মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটায় প্রার্থী না পাওয়ার প্রেক্ষিতে কতিপয় কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারে নিয়মানুগভাবে পদ সংরক্ষণ করতে হয়।

কমিশন মনে করে বর্তমান কোটা সংক্রান্ত নীতিমালার প্রয়োগ অত্যন্ত জটিল, দুরূহ এবং বহুমাত্রিক সীমারেখা সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। প্রচলিত কোটা পদ্ধতির multivariate dimension এর কারণে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতভাগ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করা কখনও কখনও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রার্থীদের বিভিন্ন ক্যাডারের চাকরির পছন্দক্রম, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থীর অর্জিত মেধাক্রম এবং কোটার সাথে বিভিন্ন জেলা/বিভাগের জন্য আরোপিত সংখ্যাগত সীমারেখা সংযুক্ত হয়ে এমন একটি বহুমাত্রিক সমীকরণ কাঠামোর সৃষ্টি করেছে যার নির্ভুল সমাধান করা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মানবীয়ভাবে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে কমিশন মনে করে যে, বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের জন্য বর্তমানে প্রচলিত কোটা প্রয়োগ পদ্ধতির সহজীকরণ অপরিহার্য। সেলক্ষ্যে বিসিএস পরীক্ষাসহ নন-ক্যাডার **১**ম ও **২**য় শ্রেণির পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা প্রয়োগ পদ্ধতি সহজীকরণ করা একান্ত আবশ্যক। কোটা প্রয়োগ পদ্ধতির উপর বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ শেষে কোটা প্রয়োগ পদ্ধতি সহজীকরণের ব্যাপারে কমিশন কর্তৃক **১৯-০৩-২০০৯** তারিখে সরকারের কাছে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল ঃ

"মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রাধিকার কোটাসমূহ জাতীয় পর্যায়ে বণ্টন করা যেতে পারে; অর্থাৎ উক্ত প্রাধিকার কোটাসমূহকে পুনরায় জেলা/বিভাগভিত্তিক ভাগ করা যাবে না বা জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্য পদের সর্বোচ্চ সংখ্যা দ্বারা সীমিত করা যাবে না। এ ধরনের কোটার পদসমূহ জাতীয় ভিত্তিক নিজস্ব মেধাক্রম অনুযায়ী উক্ত কোটায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে বণ্টন করা যেতে পারে।"

উল্লেখ্য যে, কমিশনের উক্ত সুপারিশ সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

অষ্টম অধ্যায়

মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি অধিদপ্তর ও সংস্থাকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান

৮.১. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য গঠিত বিভাগীয় নির্বাচন (ডিপিসি) কমিটির সভায় নিয়মিত পিএসসি'র প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধিগণ বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদানপূর্বক যথাযথ বিধি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযথ বিধি অনুসরণ না করা হলে এবং কোনো অনিয়ম করা হলে কমিশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র দিয়ে অবহিত করা হয়। কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, ডিপিসি সভাসমূহে কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ নিয়মিত উপস্থিত থাকছেন এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

২০১৬ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে **১,৮৮৮**টি বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিনিধি মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে **১,৭৮১**টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের প্রতিনিধিগণ ডিপিসি সভার সভাপতি বেআইনি বা অন্যায় কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন কিনা তা অধিক গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করেন ও নিয়মিত কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

৮.২. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর-এর বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় কমিশনের প্রতিনিধি যোগদানের নিয়মাবলি ঃ

কমিশন নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেছে যে, বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভা বা বাছাই সংক্রান্ত কাজ ৭-৮ ঘণ্টা ধরে চলে। ফলে সভায় যোগদানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ ঐ দিন কমিশন সচিবালয়ে আর কোনো কাজ করতে পারেন না। এতে কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যাহত হয়। এ অবস্থা নিরসনকল্পে এবং বাছাই কমিটির সভায় কমিশন প্রতিনিধির অর্থবহ ভূমিকা রাখার নিমিত্ত কমিশন নিম্নরূপ নিয়মাবলি প্রণয়ন করেছে যা কমিশন প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর-এর পক্ষে অনুসরণ করা অপরিহার্য ঃ

১. বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কমিশনের প্রতিনিধিকে যাতায়াতসহ সর্বোচ্চ ৪ (চার) ঘণ্টার (যাতায়াতের জন্য দেড় ঘণ্টা, সভার জন্য আড়াই ঘণ্টা) জন্য অনুমতি দেয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে কর্মকর্তা কমিশন সচিবালয়ে ফিরে আসবেন।

২. অফিস সময়ের মধ্যে সভা শেষ না হলে কমিশনের কর্মকর্তা বিকাল ৪.৩০ মিনিটের সময় কমিশন সচিবালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন অথবা ডিপিসি সভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনের সদস্য এর কাছ থেকে ফোনে অনুমতি নিয়ে সভায় অবস্থান করবেন।

৩. কোনো সভা দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান একাধিক দিনে সভা আহ্বান করতে পারে। তবে সভার মেয়াদ তিন দিনের বেশি হলে পূর্বাহ্নে কমিশনের সাথে পরামর্শ করে সময় নির্ধারণ করতে হবে।

৪. কোনো কারণে ডিপিসি'র সভা বিলম্বিত/দীর্ঘায়িত হলে যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে কমিশনের প্রতিনিধির পক্ষে অফিসে ফিরে আসা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে তিনি ফোনে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার এবং পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (অর্থাৎ দুই জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা)-কে অবহিত করে মৌখিক অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

৫. কমিশনের প্রতিনিধিকে সভায় যোগদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের পরিচালকের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

৮.৩. বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের ছক ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম ঃ সভার তারিখ ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব/সংস্থা প্রধানের নাম ঃ

১.	সভাপতি/আহবায়কের নাম ও পদবি	ঃ
২.	সভার মূল আলোচ্যসূচি	ঃ
৩.	পিএসসি'র প্রতিনিধির নাম ও পদবি	ঃ
৪.	পিএসসি থেকে সভা-এর উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময়	ঃ
৫.	সভা থেকে পিএসসিতে ফিরে আসার সময়	ঃ

৬. **নিয়োগের জন্য বাছাই এর ক্ষেত্রে—**

	ক. বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ	ঃ
	খ. শূন্য পদের সংখ্যা	ঃ
	গ. আবেদনকারীর সংখ্যা	ঃ
	ঘ. লিখিত পরীক্ষার তারিখ	ঃ
	ঙ. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	ঃ
	চ. মৌখিক পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রিত প্রার্থীর সংখ্যা	
৭.	**আলোচ্য সভায় নিয়োগের জন্য সুপারিশকৃত/বাছাইকৃত প্রার্থী সংক্রান্ত—**	
	ক. সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা	ঃ
	খ. কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি না	ঃ
	গ. মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত অপূরণকৃত পদের সংখ্যা	ঃ
৮.	**পদোন্নতি/টাইম স্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে—**	
	ক. অনুমোদিত এবং অবিসংবাদিত গ্রেডেশন তালিকা আছে কি না	ঃ
	খ. পদোন্নতির পদ (সমূহ) স্থায়ী কি না	ঃ
	গ. প্রস্তাবিত কর্মচারী (বৃন্দ) স্থায়ী কি না	ঃ
	ঘ. কোন সিনিয়র কর্মচারী অতিক্রান্ত (supersede) হচ্ছে কি না	ঃ
	ঙ. এসিআর পর্যালোচনা করা হয়েছিল কি না	ঃ
৯.	নিয়মিতকরণের সময় পিএসসি কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে কি না (কমিশনের প্রতিনিধি পিএসসি'র ছক সাথে নিয়ে যাবেন)	ঃ
১০.	সভাপতি কোনো বেআইনি বা অন্যায় সিদ্ধান্ত/প্রার্থীর তালিকা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন কি না	ঃ
১১.	সভায় পিএসসি'র প্রতিনিধি কোনো অর্থবহ বা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ/ভূমি রেখে থাকলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঃ
১২.	সমাপনী মন্তব্য (যদি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য থাকে)।	ঃ

তারিখ ঃ

কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম ও পদবি

নবম অধ্যায়

কমিশনের আয়-ব্যয়ের বিবরণ

৯.১. আয় ঃ

সাংবিধানিক অনুশাসনের আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে বিভিন্ন গেজেটেড পদে লোক নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাই করে থাকে। উক্ত কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য কর্ম কমিশন কর্তৃক চাকরি প্রত্যাশীদের নিকট থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষার ফি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের ফি গ্রহণ করা হয়। বর্তমান বছরে উক্ত খাতে সর্বমোট ৪৪,০৩,৪০,৪৮০/- টাকা আয় হয়েছে। অন্যান্য খাতে ৯১,৪১,৯৬৯/- টাকা আয়সহ আলোচ্য বছরে কমিশনে সর্বমোট ৪৪,৯৪,৮২,৪৪৯/- টাকা আয় হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী আয়ের সম্পূর্ণ অর্থ সরকারি কোষাগারে নিম্নোক্ত খাতসমূহে জমা করা হয়েছে ঃ

সারণি-৯.১ ঃ ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাতে আয়

ক্রমিক নং	কোড নং	আয়ের খাত	টাকা
১.	১-০৮০১-০০০০-০১১১	আয়কর	২২,৯৬,৭১০/-
২.	১-০৮০১-০০০০-০৩১১	ভ্যাট	৩১,৩৪,৭২৫/-
৩.	১-০৮০১-০০০০-১৬৩২	গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সুদ	২,২৮,৯৬৬/-
৪.	১-০৮০১-০০০০-১৬৩৩	কম্পিউটার অগ্রিমের সুদ	২৮,৭১৬/-
৫.	১-০৮০১-০০০০-২০৩১	পরীক্ষা ফি	৪৪,০৩,৪০,৪৮০/-
৬.	১-০৮০১-০০০০-২০৩৭	সরকারি যানবাহন	২,২৬,৯৩৪/-
৭.	১-০৮০১-০০০০-২৩৬৬	সিডিউল বিক্রয়	১,১০,৫০০/-
৮.	১-০৮০১-০০০০-২৩৭১	অব্যবহৃত দ্রব্যাদি	৫,৩৬,১১২/-
৯.	১-০৮০১-০০০০-৩৯০১	গৃহ নির্মাণ অগ্রিম	৩,৩৮,৭০২/-
১০.	১-০৮০১-০০০০-৩৯০৩	কম্পিউটার অগ্রিম	৯০,০০০
১১.	১-০৮০১-০০০০-৩৯১১	মটর গাড়ি অগ্রিম	৪,০৩,২৬৩/-
১২.	১-০৮০১-০০০০-৩৯১৫	গাড়ি ক্রয়	১৬,০০,২০০/-
১৩.	১-০৮০১-০০০০-৩৯২১	মোটর সাইকেল অগ্রিম	১,৪৭,১৪১/-
		সর্বমোট =	৪৪,৯৪,৮২,৪৪৯/-

৯.২. ব্যয় ঃ

প্রতি অর্থ-বছরের প্রারম্ভে অর্থ বিভাগ কর্তৃক কমিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। আলোচ্য বছরের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাত ও উপ-খাতে সর্বমোট **৫২,৩৩,৮৯,৫৮৮** টাকা ব্যয় হয়েছে ঃ

সারণি-৯.২ ঃ ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাতে ব্যয়

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	প্রধান কার্যালয়	৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়	মোট ব্যয়
১.	মাননীয় চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দের বেতন	১,০৮,৯০,০০০/-	০	১,০৮,৯০,০০০/-
	অন্যান্য কর্মকর্তাদের বেতন	৭,৪১,৮৯,৩৩৪/-	৪৮,৯২,৭৮৬/-	৭,৯০,৮২,১২০/-
২.	প্রাতিষ্ঠানিক কর্মচারীদের বেতন	৩,৫৬,০৫,৪৩৪/-	৪১,৬১,৪৪০/-	৩,৯৭,৬৬,৮৭৪/-
৩.	ভাতাদি	৬,২২,৫১,৪৯৫/-	৭৯,৫১,৯৩৬/-	৭,০২,০৩,৪৩১/-
৪.	সরবরাহ ও সেবা			
	ভ্রমণ ব্যয়	১,০১,০১,৬০২/-	৩,২৬,৫০০/-	১,০৪,২৮,১০২/-
	আনুঃ প্রতিঃ	৪০,৯৬,১৮৬/-	০	৪০,৯৬,১৮৬/-
	ওভারটাইম (গাড়ী চালক)	৩৫,৫৮,৫৯১/-	০	৩৫,৫৮,৫৯১/-
	অফিস ভাড়া	০	৯,৫৩,৫৩৪/-	৯,৫৩,৫৩৪/-
	ডাক	১৬,৪০০/-	২০,০০০/-	৩৬,৪০০/-
	টেলিফোন	১৫,৫৯,৭৫৪/-	৪০,৮৮০/-	১৬,০০,৬৩৪/-
	পানি	২,৭০,৯৯৯/-	৪,০৫০/-	২,৭৫,০৪৯/-
	বিদ্যুৎ	৩৩,৪৪,৩৪১/-	৮০,৫০০/-	৩৪,২৪,৮৪১/-
	গ্যাস	৮,৩৪৬/-	৭,৮০০/-	১৬,১৪৬/-
	পেট্রোল/অকটেন/সিএনজি	৭৭,২৫,২৪০/-	০	৭৭,২৫,২৪০/-
	বইপত্র ও সাময়িকী	৫,৪০,৪৫২/-	২৩,২৫০/-	৫,৬৩,৭০২/-
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১,১১,২৪,৯১৭/-	০	১১১২৪৯১৭/-
	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৫,৫২,০২৪/-	০	৫,৫২,০২৪/-
	সেমিনার কনফারেন্স	৩৫,৬১,৯৮৫/-	০	৩৫,৬১,৯৮৫/-
	পরিবহণ	১১,৭৯,৪৬৪/-	০	১১,৭৯,৪৬৪/-
	গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ	২,৭৬,৭৫,৬০০/-	০	২,৭৬৭৫,৬০০/-
	নিরাপত্তা প্রহরী	১৮,১৮,৮৫৯/-	০	১৮,১৮,৮৫৯/-
	আইন খরচ	৩,৪০,১৭৬/-	০	৩,৪০,১৭৬/-
	পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়	১৪,৬৯,৬৬,৭৫৮/-	১,১৮,৩১,১৫০/-	১৫,৮৭,৯৭,৯০৮/-
	কম্পিউটার সরঞ্জাম	৩৩,৮৯,৪৬৮/-	২৪,০০০/-	৩৪,১৩,৪৬৮/-
	অন্যান্য ব্যয়	৮২,৪৮,২৬৬/-	৪,৫৯,৮৯০/-	৮৭,০৮,১৫৬/-
	মোট সরবরাহ ও সেবা=	**২৩,৬০,৭৯,৪২৮/-**	**১,৩৭,৭১,৫৫৪/-**	**২৪,৯৮,৫০,৯৮২/-**

৫.	মেরামত ও সংরক্ষণ			
	মোটর যান মেরামত	২১,৭৬,৫১২/-	০	২১,৭৬,৫১২/-
	আসবাবপত্র মেরামত	১,৩৭,০৬০/-	২৮,০০০/-	১,৬৫,০৬০/-
	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	৩,৫৫,৭৩৮/-	২২,৫০০/-	৩,৭৮,২৩৮/-
	অফিস ভবন	৪,৭৪,২২০/-	০	৪,৭৪,২২০/-
	মেরামত ও সংরক্ষণ	১১,০৫,৪০২/-	০	১১,০৫,৪০২/-
	মোট মেরামত ও সংরক্ষণ=	**৪২,৪৮,৯৩২/-**	**৫০,৫০০/-**	**৪২,৯৯,৪৩২/-**
৬.	পেনশন ও গ্র্যাচুইটি			
	অবসর ভাতা	৫৫,৮২,৫৩২/-	০	৫৫,৮২,৫৩২/-
	অবসর ভোগীদের উৎসব ভাতা	১৭,০০,৩৯২/-	০	১৭,০০,৩৯২/-
	অবসর ভোগী মহার্ঘ ভাতা	১,৫৬,৫৬৪/-	০	১,৫৬,৫৬৪/-
	আনুতোষিক	৪,১০,২১,৩৭৮/-	০	৪,১০,২১,৩৭৮/-
	অবসর ভোগীদের চিকিৎসা	৯,২১,৮৬৯/-	০	৯,২১,৮৬৯/-
	মোট পেনশন ও গ্র্যাচুইটি=	**৪,৯৩,৮২,৭৩৫/-**	**০**	**৪,৯৩,৮২,৭৩৫/-**
৭.	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়			
	মোটর যান ক্রয়	১,৩০,৬২,৪৭০/-	০	১,৩০,৬২,৪৭০/-
	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	২৪,৮৯,৯৩৮/-	০	২৪,৮৯,৯৩৮/-
	অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	৩৪,৭৪,০৭০/-	০	৩৪,৭৪,০৭০/-
	আসবাবপত্র ক্রয়	৬,৬৯,০৩৬/-	৪৮,৫০০/-	৭,১৭,৫৩৬/-
	মোট সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়=	**১,৯৬,৯৫,৫১৪/-**	**৪৮,৫০০/-**	**১,৯৭,৪৪,০১৪/-**
৮.	ঋণ ও অগ্রিম			
	গৃহ নির্মাণ	১,২০,০০০/-	০	১,২০,০০০/-
	কম্পিউটার ক্রয়	৫০,০০০/-	০	৫০,০০০/-
	মোটর গাড়ি ক্রয়	০	০	০
	মোটর সাইকেল ক্রয়	০	০	০
	মোট ঋণ ও অগ্রিম	১,৭০,০০০/-	০	১,৭০,০০০/-
	সর্বমোট টাকা =	**৪৯,২৫,১২,৮৭২/-**	**৩,০৮,৭৬,৭১৬/-**	**৫২,৩৩,৮৯,৫৮৮/-**

৯.৩. বিভিন্ন অর্থ বছরে আয়-ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির তুলনামূলক বিবরণ সারণি-৯.৩ ও ৯.৪ এবং লেখচিত্র-৯.১ ও ৯.২-তে দেখানো হয়েছে

সারণি-৯.৩ ঃ বিভিন্ন অর্থ বছরে মোট আয় ও আয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের তুলনামূলক বিবরণ

[লেখচিত্র ঃ-৯.১]

ক্রমিক নং	বিষয়	বিভিন্ন বছরের আয় (টাকায়)					মন্তব্য
		২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	
১.	মোট আয়	২০,৩৭,৩১,৪৫১	১১,০৩,৮৬,৩৭৫	৭,৪৪,৪১,০১০	১৭,৬৫,৮৫,০০০	৪৪,৯৪,৮২,৪৪৯	
২.	আয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিমাণ	৪৪,৭৬,৪৫১ (+২.২৫%)	(–)৯,৩৩,৪৫,০৭৬ (-৪৫.৮২%)	(–) ৩,৫৯,৪৫,৩৬৫ (-৩২.৫৬%)	১০,২১,৪৩,৯৯০ (+১৩৭.২১%)	২৭,২৮,৯৭,৪৪৯ (+১৫৪.৫৪%)	

সারণি-৯.৪ ঃ বিভিন্ন অর্থ বছরে মোট ব্যয় ও ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের তুলনামূলক বিবরণ

[লেখচিত্রঃ-৯.২]

ক্রমিক নং	বিষয়	বিভিন্ন বছরের ব্যয় (টাকায়)					মন্তব্য
		২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	
১.	মোট ব্যয়	২১,৪৩,৫৪,৪৯৬	২৬,২৩,৮৫,১৮০	২৮,০১,৭৮,৭৮৬	৩১,৮৮,৪৬,৭৩৮	৫২,৩৩,৮৯,৫৮৮	
২.	ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিমাণ	(–)১৯,৪৯,২৫৫ (–০.৯০%)	৪,৮০,৩০,৬৮৪ (+২২.৪১%)	১,৭৭,৯৩,৬০৬ (+৬.৭৮%)	৩,৮৬,৬৭,৯৫২ (+১৩.৮০%)	২০,৪৫,৪২,৮৫০ (+৬৪.১৫%)	

লেখচিত্র-৯.১ ঃ বিভিন্ন অর্থ বছরে মোট আয় ও আয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের তুলনামূলক চিত্র

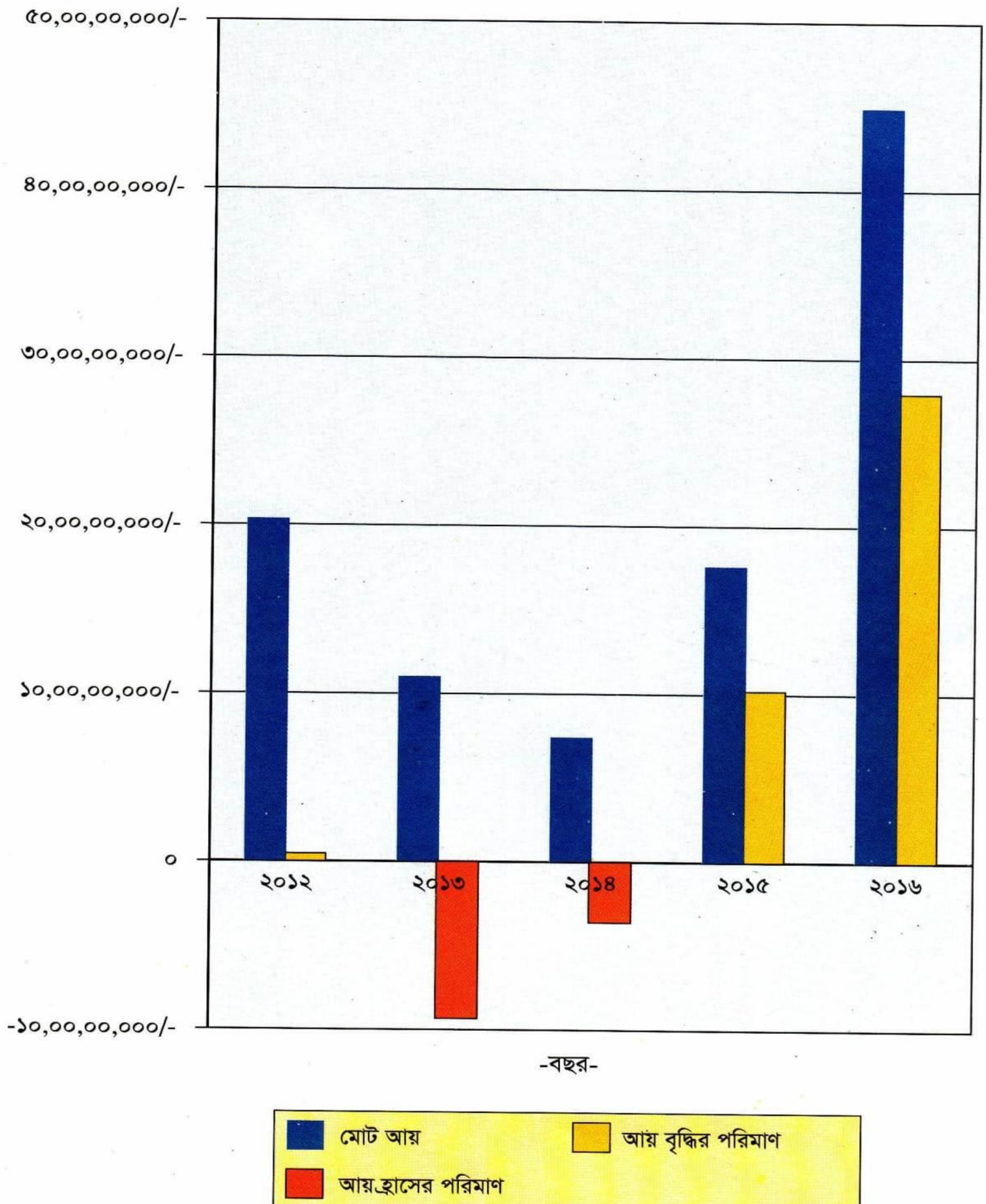

লেখচিত্র-৯.২ ঃ বিভিন্ন অর্থ বছরে মোট ব্যয় ও ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের তুলনামূলক চিত্র

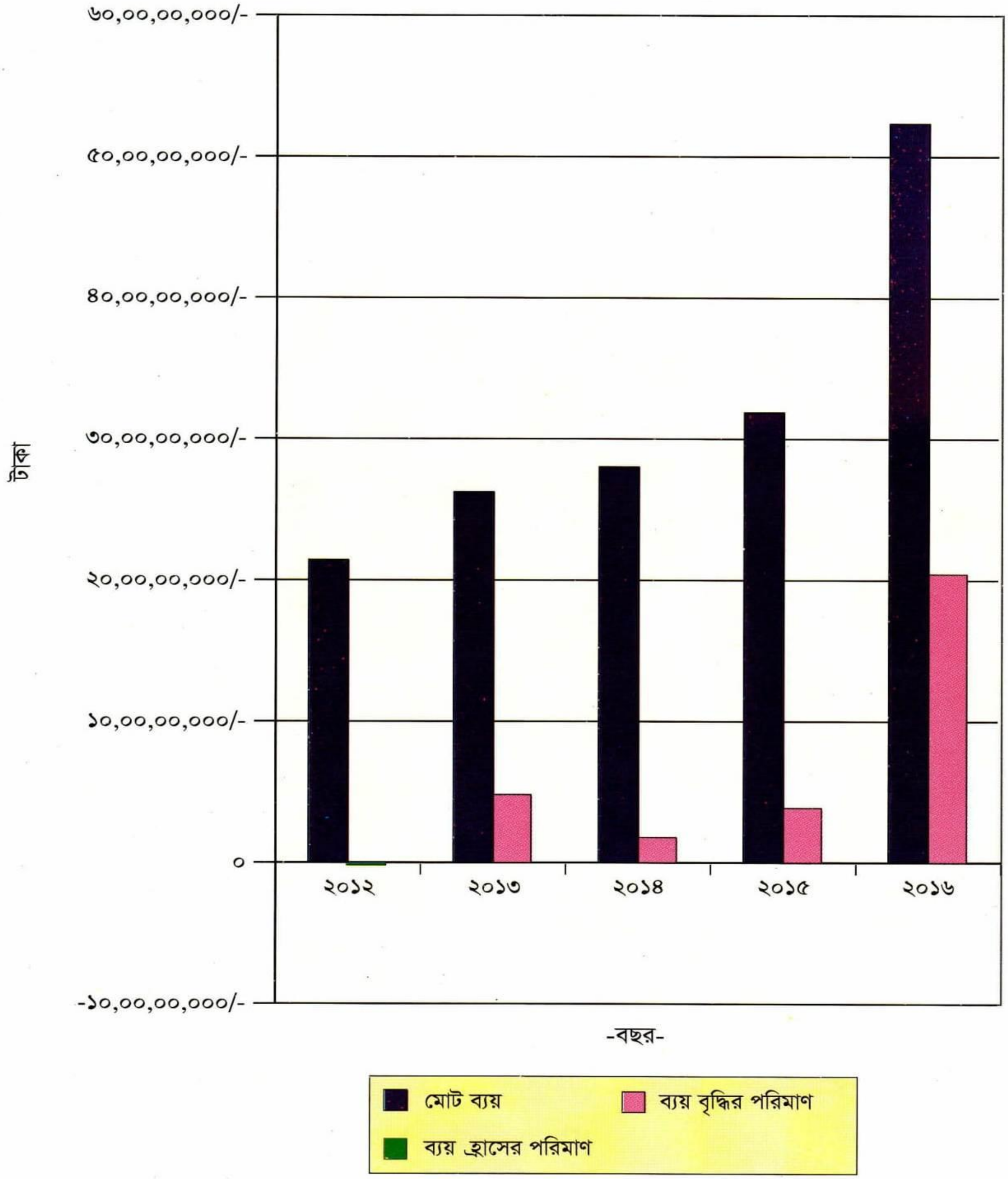

দশম অধ্যায়

২০১৬ সালে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সাংবিধানিক অনুশাসনের আওতায় সম্পাদনযোগ্য কাজে গতি আনয়ন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা অধিকতর নিশ্চিত করতে কমিশনের কার্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবছর একাধিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। একই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে 'পিএসসির পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগিকরণ' এবং 'উন্নয়ন ভাবনা ঃ জনপ্রশাসনে দ্রুত নিয়োগ' শীর্ষক দু'টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক-এর উদ্যোগে প্রথমবারের মত ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা (প্রিলিমিনারি) ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং হল প্রধানদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে '৩৭তম বিসিএস (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষায় লব্ধ অভিজ্ঞতা ও সুপারিশ প্রণয়ন' শীর্ষক ০৪টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক সর্বমোট ০৬টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ/মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

১০.১. বিষয়বস্তু ঃ 'পিএসসির পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগীকরণ' শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের উদ্যোগে গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক এর সভাপতিত্বে এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোঃ নূরুন নবী তালুকদার এর সঞ্চালনায় কর্ম কমিশনের সভাকক্ষে 'পিএসসির পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগিকরণ' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি। উক্ত সেমিনারে কমিশনের সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন সেমিনারে মূলপত্র উপস্থাপন করেন। উক্ত সেমিনারে রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের একটি উন্নত বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয়। সেমিনারে নিম্নোক্ত সুপারিশ গ্রহণ করা হয় ঃ

ক. পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পিএসসির বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধিও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া পিএসসির আর্থিক স্বাধীনতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। সে লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের ন্যায় বাজেট প্রদান করার পর তাতে (*) চিহ্ন দিয়ে অবলোপন করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পিএসসির অনুকুলে বরাদ্দকৃত বাজেট বিভাজনের ক্ষমতা পিএসসিকে দেয়া যেতে পারে। প্রশ্নকারক, পরীক্ষক, নিরীক্ষকসহ পরীক্ষা পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মানীর পরিমাণ বাস্তবতার নিরিখে বৃদ্ধির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অগ্রিম অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে পিএসসিকে নিজস্ব ক্ষমতা প্রদান করার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন।

খ. পিএসসির জন্য একটি যুগোপযোগি আইন প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। খসড়া আইন মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদন এবং পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাস করার বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করে মাননীয় মন্ত্রী বরাবর উপস্থাপন করা যেতে পারে।

গ. একাধিক কমিশনের চাইতে বর্তমান কমিশনের দক্ষতাবৃদ্ধিসহ কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়।

ঘ. কমিশনের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে প্রজাতন্ত্রের ঊর্ধ্বতন নিয়োগ/পদোন্নতির সুপারিশে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত এসএসবিতে পিএসসির প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

ঙ. কমিশন সচিবালয়কে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের মর্যাদা দেয়ার বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় পড়ে আছে। কমিশন সচিবালয়ের সচিব হিসেবে সরকারের একজন সচিব দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তৎপ্রেক্ষিতে কমিশন সচিবালয়কে একটি স্বতন্ত্র সচিবালয়/বিভাগ এর মর্যাদা প্রদান করা আবশ্যক।

চ. পেশাগত ও কারিগরি পদসমূহে মুক্তিযোদ্ধা কোটাসহ অন্যান্য কোটাসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থী পাওয়া না গেলে শূন্য পদসমূহ সংরক্ষিত না রেখে মেধার ভিত্তিতে পূরণের বিষয়ে সরকারের একটি সাধারণ নির্দেশনার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

ছ. যেহেতু বিপিএসসি এবং নির্বাচন কমিশন উভয়ই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সেহেতু পিএসসির চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণের মর্যাদা, প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা এবং কার্যকাল নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণের অনুরূপ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্যগণের নিরাপত্তার বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করে প্রত্যেক সদস্যের জন্য গানম্যান নিয়োগ করা আবশ্যক।

জ. কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণকে প্রিভিলেজ স্টাফ প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি দেয়ার পরও বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে অপেক্ষমান আছে। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন।

ঝ. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'Capacity Building of the Bangladesh Public Service Commission' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করা আবশ্যক।

১০.২. বিষয়বস্তু ঃ '৩৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার লব্ধ অভিজ্ঞতা ও সুপারিশ প্রদান' শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের উদ্যোগে গত ১৬, ১৭, ২৩ ও ২৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোঃ নূরুন নবী তালুকদার এর সভাপতিত্বে কর্ম কমিশনের সভাকক্ষে '৩৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার লব্ধ অভিজ্ঞতা ও সুপারিশ প্রদান' শীর্ষক ০৪টি (চার) প্রথমবারের মত কমিশনে Feedback সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক। উক্ত সেমিনারে কমিশনের উক্ত পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য কামরুন নেসা খানম এবং ক্যাডার বিষয়ক সদস্য জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। কমিশন সচিবালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন সেমিনারে মূলপত্র উপস্থাপন করেন। সেমিনারে ৩৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও কেন্দ্র প্রধানগণসহ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে ৩৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিবন্ধকতাগুলো ভবিষ্যতে পরিহারের কৌশল সম্পর্কে আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সুপারিশ পাওয়া যায় ঃ

পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলের পরিদর্শকদের সাথে কমিশনের পক্ষ থেকে নিবিড় পর্যালোচনা সভা করা প্রয়োজন। পরীক্ষার দিন প্রয়োজনীয় সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট-পুলিশ-আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। হলের গেটে একাধিক সারি করে প্রার্থীদের মেটাল ডিটেক্টর-এর সাহায্যে সার্চ করে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রার্থীর সংখ্যানুপাতে প্রতিটি হলের জন্য একাধিক মেটাল ডিটেক্টর এর ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলা প্রার্থীদের সার্চ করার জন্য প্রত্যেক হলে একটি বুথ করা যেতে পারে। প্রকৃত প্রার্থী চিহ্নিত করতে হলের গেটে পরীক্ষার দিন প্রার্থীদের প্রবেশপত্রের সাথে NID প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক করা এবং Thump scanner/picture scanner ব্যবহার করা যায়। পরীক্ষা গ্রহণে সহায়তাকারীদের পারিতোষিক বৃদ্ধিসহ পরীক্ষার দিন তাৎক্ষণিকভাবে পারিতোষিক প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠানে দায়িত্বপালনকারী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদেরও পারিতোষিক প্রদান করতে হবে। বিসিএস ক্যাডার পদের এবং নন-ক্যাডার পদের প্রবেশপত্র ভিন্ন ভিন্ন আকারের এবং রংয়ের করা হলে নির্ধারিত পরীক্ষার প্রার্থীদের চিহ্নিত করা সহজ হবে। কক্ষভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যার ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র, হাজিরা তালিকা এবং উত্তরপত্র মুদ্রণ করতে হবে। অসদুপায় অবলম্বন প্রতিরোধ করতে পরীক্ষার হলে প্রার্থীদের একটি করে কালো কালির বলপয়েন্ট কলম সরবরাহ করা যেতে পারে। প্রার্থী সংখ্যানুপাত কক্ষভিত্তিক পরিদর্শকের বর্তমান সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার অকার্যকর করতে স্বল্প সময়ের জন্য network jammer ব্যবহার করা যেতে পারে। মহিলা প্রার্থীদের সার্চ করার জন্য হলের গেটে এবং প্রতিটি কক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মহিলা পুলিশ/পরিদর্শক নিয়োগ করা প্রয়োজন। হাজিরা তালিকার ছবি আরও বড় সাইজের এবং স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। হাজিরা গ্রহণের জন্য বর্তমানে নির্ধারিত সময় বৃদ্ধি করা এবং সকল প্রার্থীকে সার্চ করে প্রবেশ করা নিশ্চিত করতে পরীক্ষা শুরুর ৪০-৬০ মিনিট পূর্বে হলে প্রার্থী প্রবেশ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কমিশনের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণে ভেন্যু প্রদান এবং পরীক্ষা গ্রহণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দায়িত্বপালন অত্যাবশ্যক করা প্রয়োজন।

১০.৩. বিষয়বস্তু ঃ 'উন্নয়ন ভাবনা ঃ জনপ্রশাসনে দ্রুত নিয়োগ' শীর্ষক সেমিনার।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের উদ্যোগে গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক এর সভাপতিত্বে কর্ম কমিশনের সভাকক্ষে 'উন্নয়ন ভাবনা ঃ জনপ্রশাসনে দ্রুত নিয়োগ' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। উক্ত সেমিনারে কমিশনের সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন সেমিনারে মূলপত্র উপস্থাপন করেন। উক্ত সেমিনারে স্বচ্ছতার সাথে দ্রুততর সময়ে জনপ্রশাসনে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সেমিনারে জনপ্রশাসনে দ্রুত নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো ভবিষ্যতে পরিহারের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

১. পিএসসি'র অফিস ভবনে একটি আধুনিক যুগোপযোগি এবং অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থীর আসন সম্বলিত একটি পরীক্ষা কক্ষ তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. প্রশ্নপত্র প্রণয়নে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ব্যাংক প্রণয়ন করা জরুরি।

৩. পিএসসি কর্তৃক বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার পদে সুপারিশ প্রদানের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগ কার্যক্রমের সময় কমিয়ে আনতে হবে। নতুবা স্বল্প সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ, সুপারিশ প্রদানসহ অন্যান্য সুবিধার সুফল হতে পরীক্ষার্থীরা এবং সর্বোপরি রাষ্ট্র বঞ্চিত হবে।

৪. যদিও পিএসসি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং মুদ্রণ করা হচ্ছে, কিন্তু এর পরিসর ও সুযোগ-সুবিধা আরো বিস্তৃত করা প্রয়োজন। বিজি প্রেসে অনেক সংখ্যক সেট প্রশ্নপত্র না করে পিএসসি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অল্প সংখ্যক সেট প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা যাবে।

৫. কোটা পদ্ধতি ও কোটা বিন্যাস পদ্ধতির পুনর্বিবেচনা ও পুন:পর্যালোচনা করা যেতে পারে। বিশেষ কোটাসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে পদসমূহ সংরক্ষিত না রেখে মেধার ভিত্তিতে পূরণ করার জন্য নির্বাহী নির্দেশনা প্রয়োজন।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মূখ্য ভূমিকা পালন করে। পিএসসি'র সাথে আংশিকভাবে সংশ্লিষ্ট। পিএসসি ক্যাডার সার্ভিসের জন্য বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে লক্ষাধিক প্রার্থী হতে দুই বা আড়াই হাজার প্রার্থী পিএসসি সুপারিশ করে। এদের গড়ে তোলার দায়িত্ব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের। যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে পিএসসি সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং স্বচ্ছতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের গুনগত মানের বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৭. কমিশনের কার্যক্রম দ্রুত ও গতিশীল করার জন্য পিএসসি'র তথ্য প্রযুক্তি শাখার জনবল বাড়ানো প্রয়োজন। আইসিটি শাখার জনবল বৃদ্ধি এবং তাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে।

৮. পিএসসি'র আঞ্চলিক কার্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা বিশেষ করে লজিস্টিক সাপোর্ট আরো বাড়ানো প্রয়োজন।

৯. মুক্তিযোদ্ধা কোটার প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থীদের সাথে মেধায় উত্তীর্ণ হতে পারছেনা। ফলে মুক্তিযোদ্ধা কোটার পদগুলোতে যোগ্য প্রার্থী না থাকায় সংরক্ষিত রাখতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটার শতকরা হার কমিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য পৃথক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১০. প্রতিবন্ধী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটার প্রার্থীদের সনদ প্রদানের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সার্টিফিকেট বা সনদসমূহ অধিকতর যাচাই বাছাই করে প্রদান করা প্রয়োজন। কিছু প্রতিবন্ধীর ক্যাটাগরি সংক্রান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন।

১১. পিএসসি'র চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের মর্যাদা, প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও কার্যকাল সংক্রান্ত আইনের খসড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এই বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১২. কমিশনের সদস্যগণের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বারোপ করে প্রত্যেক সদস্যের জন্য প্রিভিলেজ স্টাফ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৩. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কমিশনের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে প্রজাতন্ত্রের উর্ধ্বতন নিয়োগ/পদোন্নতির সুপারিশ আরও স্বচ্ছ ও গুরুত্বপূর্ণ করার নিমিত্ত এসএসবিতে পিএসসি'র প্রতিনিধিত্ব অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

১৪. সাধারণ ক্যাডারের পরীক্ষা পদ্ধতি এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল ক্যাডারের পরীক্ষা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন।

১৫. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে বিসিএস (ক্যাডার) শূন্য পদের রিকুইজিশনের সাথে সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার শূন্য পদের তালিকা বা রিকুইজিশন প্রেরণ করা হলে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এরূপ প্রার্থীদের নন-ক্যাডার ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে সুপারিশকরণ সহজ ও দ্রুততর হবে।

১৬. পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পিএসসি'র আর্থিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পিএসসির বাজেট প্রদান করার পর তারকা (*) চিহ্ন অবলোপন করা যেতে পারে। পিএসসিকে থোক বরাদ্দ প্রদানপূর্বক বাজেট বিভাজনের ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টি অতীব জরুরি। এতে পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় বাস্তবতার নিরিখে সমন্বয় করা সম্ভব হবে।

একাদশ অধ্যায়
শিক্ষা সফর ও ওয়ার্কশপ

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সিভিল সার্ভিস/পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাদের বিদেশে শিক্ষা ভ্রমণে প্রেরণ করা হয়। এধরনের শিক্ষা ভ্রমণ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অধিকতর গতিশীল ও যুগোপযোগি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

মূলত শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্য ঃ

- বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রক্রিয়া, নিয়োগ পরীক্ষার ধরন, ব্যবস্থাপনা, ফলাফল প্রস্তুতকরণ ও যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন/সুপারিশকরণ পদ্ধতির বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন;
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন।

১১.১. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও মেধাভিত্তিক নিয়োগ এর উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালে কমিশনের সদস্য, সচিব ও কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দল শিক্ষা সফর করে সংশ্লিষ্ট দেশের জনপ্রশাসনে নিয়োগ, পদোন্নতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন। শিক্ষা সফরে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে কমিশনে উপস্থাপিত সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

১১.২. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দেশে জনপ্রশাসনে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে থাকে। ২০১৬ সালে ‘Public Employment Service Network (OIC-PESNET)’, এবং ‘Employment of persons with disabilition’ এর উপর অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্য কমিশন সচিবালয়ের দুইটি প্রতিনিধি দল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তুরস্ক সফর করেন। এছাড়াও ‘Framing and Amendment of Recruitment Rules for posts in the Government for officials of PSC’-এর ওপর অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্য কমিশন সচিবালয়ের একটি প্রতিনিধি দল ভারত ভ্রমণ করেন।

১১.৩. সার্কভুক্ত দেশসমূহের পাবলিক সার্ভিস কমিশন/সিভিল সার্ভিস কমিশনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ ঃ

সার্কভুক্ত দেশসমূহের সরকারি কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়নের উদ্দেশ্যে প্রার্থী যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন এবং ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য সার্কভুক্ত দেশসমূহের পাবলিক/সিভিল সার্ভিস কমিশনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপ/আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত রয়েছে। দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে জনপ্রশাসন গঠনের উদ্দেশ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সাফল্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (সাবেক) জনাব ইকরাম আহমেদ এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ২০১৬ সালে ভুটানে অনুষ্ঠিত সার্কদেশসমূহে পিএসসি/সিএসসি প্রধানদের পঞ্চম সম্মেলনে যোগদান করেন। তাছাড়া জানুয়ারি ২০১৬-এ সার্ক পিএসসি/সিএসসি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ‘Challenges in the Examination Process for Recruitment of Civil Servants in Public/Civil Service Commission of SAARC Member States’ শীর্ষক একটি কর্মশালা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন

১২.১. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কার্যপদ্ধতিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা, (০১ জানুয়ারি ২০১৬ - ৩০ জুন ২০১৭) প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্ম পরিকল্পনাটি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইট-এ আপলোড করা হয়েছে। উক্ত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কমিশনের প্রধান কার্যালয় এবং প্রতিটি আঞ্চলিক অফিসে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিশনের প্রতিটি ইউনিট ও শাখায় নৈতিকতা কমিটি গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কর্ম কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬ সালে ০৬টি সেমিনার/ ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্ম কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

Right to information (RTI) আইন-২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা (নন ক্যাডার ও অন্যান্য শাখা) এবং তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা (ক্যাডার) নিয়োগ করা হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের নাম, পদবি ও ই-মেইল কমিশনের ওয়েবসাইট-এ আপলোড করা হয়েছে।

কমিশনের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিশনের ওয়েবসাইট বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। দরপত্র/কোটেশন আহবানের নোটিশ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। বিসিএস পরীক্ষা চলাকালে ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় সদরে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে দ্রুত সমস্যার সমাধান ও সংশ্লিষ্টদের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সহযোগিতা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কমিশনের কাজে Annual Performance Agreement বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের লাইব্রেরি অটোমেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১ম শ্রেণির সকল কর্মকর্তার ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে। কমিশনে একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। কমিশন সংশ্লিষ্ট আইন, অধ্যাদেশসমূহ পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করে বাংলায় আইন আকারে প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম ও ঠিকানা ওয়েবসাইট-এ প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশন সংক্রান্ত আইন বিধি ওয়েবসাইট-এ প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪ ও ২০১৫ কমিশনের ওয়েবসাইট-এ আপলোড করা হয়েছে। কমিশনের ওয়েবসাইট-এ তথ্য অধিকার বিষয়ে পৃথক একটি ফোল্ডার খোলা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রতি বছর তথ্য কমিশনে বার্ষিক প্রাতবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।

১২.২. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের উত্তম চর্চা ঃ

ক. বছরের শুরুতে বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞাপন জারি ঃ

কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৮ সাল থেকে বছরের প্রথমার্ধে প্রতিবছর বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞাপন জারি করা হচ্ছে এবং প্রতিবছর নিয়মিত বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর ফলে চাকরি প্রত্যাশি মেধাবি ছাত্র/ছাত্রীদের সিভিল সার্ভিস নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে।

খ. নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ

প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগদানের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ ও যোগ্য প্রার্থী বাছাই পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপন জারি থেকে পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থাপনা, চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশকরণ কার্যক্রম আধুনিকায়নে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করা সম্ভব হচ্ছে।

গ. বিসিএসসহ সকল পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ ঃ

কমিশন কর্তৃক ২০১২ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৩২টি বিসিএস পরীক্ষার সার্বিক কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে। ২০১২ সালে ৩৩তম বিসিএস-পরীক্ষার আবেদনপত্র ডিজিটালাইজড অনলাইন পদ্ধতিতে গ্রহণের মধ্য দিয়ে কমিশন অনলাইনে নিয়োগ পরীক্ষার আবেদন গ্রহণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগের আবেদনপত্র ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে বিক্রি এবং কমিশনের ৬টি বিভাগীয় অফিস এবং ঢাকা প্রধান কার্যালয়ে গ্রহণ করা হতো। বর্তমানে ম্যানুয়াল আবেদনপত্রের পরিবর্তে সকল নন-ক্যাডার পদের আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি ও বিভাগীয় পরীক্ষার প্রার্থীরাও প্রাথমিক আবেদন অনলাইন-এর মাধ্যমে কমিশনে দাখিল করছে।

ফলে প্রার্থীরা এখন নিজের ঘরে বসে বা গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের কম্পিউটার সেন্টারে বসে আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দিচ্ছেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রবেশপত্র হাতে পাচ্ছেন। তাছাড়া, পরীক্ষা-সূচি, আসন-ব্যবস্থা, মৌখিক পরীক্ষার তারিখ এবং নিয়োগ পরীক্ষার সকল ফলাফল প্রার্থীরা অনলাইন-এ নিজের মোবাইল সেটে পাচ্ছেন। এখন প্রার্থীদের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অর্থ, শ্রম, সময় ব্যয় করে ঢাকায় এসে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ফরম ক্রয়-জমা প্রদান, প্রবেশপত্র গ্রহণ এবং ফলাফল জানতে হয় না।

ঘ. কমিশনের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ঃ

কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পরীক্ষা গ্রহণের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী, পরীক্ষার হল প্রধান, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে পরীক্ষার পূর্বে নিয়মিত মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক প্রার্থীদের মেটাল ডিটেক্টর দ্বারা সার্চ করে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করানো হয়। কমিশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মত ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ০৪ (চার)টি Feedback সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে বিসিএস পরীক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, হল প্রধান এবং কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

ঙ. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রণয়ন ঃ

এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক বিসিএস পরীক্ষার জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। পূর্বে একটি বিসিএস পরীক্ষার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে আড়াই থেকে তিন বছর সময় ব্যয় হতো। ৩১তম বিসিএস থেকে উক্ত সময় পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ৩৩তম বিসিএস-এ ১ বছর ৮ মাস এবং ৩৫তম বিসিএস তা ১ বছর ৬ মাসে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

চ. বিসিএস-এর ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ ঃ

প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার বিশেষ বিধিমালা-২০১০-এর বিধান অনুযায়ী বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির পদে এবং নন ক্যাডার ১ম শ্রেণির পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণির পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত পদ্ধতিতে দ্রুত সময়ে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবি প্রার্থীদের নিয়োগ প্রদানের কারণে একদিকে যেমন নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে অন্যদিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে।

ছ. বিসিএসসহ সকল নিয়োগ পরীক্ষায় ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রশ্ন কোডনাম জানানো এবং পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মতবিনিময় ঃ

বিসিএস পরীক্ষার সময় চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর কেন্দ্রের ৬টি বিভাগীয় শহরে পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনের সদস্য, কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকদের সাথে কমিশনের প্রধান কার্যালয় হতে Video Conference-এর মাধ্যমে লটারিতে নির্ধারিত প্রশ্ন কোডনাম জানানো, পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বশেষ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। ৩৬তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্ট হতে এ ব্যবস্থাপনা কার্যকর হয়েছে।

জ. ভল্টরুম, তথ্য প্রযুক্তি শাখা এবং ফলাফল প্রক্রিয়ায়ন কক্ষে সিসি ক্যামেরা স্থাপন ঃ

নিয়োগ পরীক্ষার গোপনীয় ডকুমেন্টস রক্ষিত ভল্টরুম, তথ্য প্রযুক্তি শাখা, ক্যাডার/নন-ক্যাডার ফলাফল প্রক্রিয়ায়নের কক্ষের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা, নিরাপত্তা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। কার্যক্রম অবজারভেশন করার জন্য অবজারভেশন সেল চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট সদস্য, সচিব, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার/নন ক্যাডার)-এর কক্ষে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর কার্যক্রমসমূহ সার্বক্ষণিক নজরদারির মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে এবং স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

ঝ. মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ১৫-২৫ মিনিট পূর্বে বোর্ড নির্ধারণ ঃ

মৌখিক পরীক্ষায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে পরীক্ষার দিন বোর্ড শুরুর ২০ মিনিট পূর্বে আবেদনপত্র সংবলিত সিলকৃত প্যাকেট ভল্টরুম থেকে চেয়ারম্যানের নিকট উপস্থাপন করা হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান সিলকৃত প্যাকেটের উপর বোর্ড নম্বর এবং সদস্য নম্বর উল্লেখ করেন। এই প্রক্রিয়ায় কমিশনের চেয়ারম্যানেরও জানার কোনো সুযোগ নেই প্যাকেটের ভিতর কোন্ প্রার্থীদের আবেদনপত্র রয়েছে এবং কমিশনের সদস্যগণও নিশ্চিত নন আজ তিনি কোনো বোর্ডের দায়িত্ব পাবেন কি না এবং তাঁর বোর্ডে কোন্ প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষা দেবেন তাও তিনি জানতে পারেন না। নিয়োগ পরীক্ষায় নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এ ব্যবস্থাপনা সর্ব মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

ঞ. প্রশ্নপত্রের বহুসংখ্যক সেট তৈরি এবং লটারির মাধ্যমে সেটনাম নির্ধারণ ঃ

নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস কার্যকরভাবে রোধকল্পে বর্তমান কমিশন ঈর্ষণীয় সফলতা দেখিয়েছে। প্রশ্নপত্রের বহুসংখ্যক সেট তৈরি করে মুদ্রিত সকল কোডের প্রশ্নপত্র প্রতিটি হলে প্রেরণ করা হয়। পরীক্ষার দিন ৩০ মিনিট পূর্বে কমিশন সভায় লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত কোডনামের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ফলে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এখন অকল্পনীয় বিষয়।

ট. প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষা এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীর স্বাক্ষর এবং ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রবর্তন ঃ

পরীক্ষায় জালিয়াতি, ভুয়া পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণ (Impersonation) প্রতিরোধ করে পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ৩৩তম বিসিএস পরীক্ষা হতে প্রার্থীর ছবি এবং স্বাক্ষর যুক্ত হাজিরা তালিকায় প্রার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

ঠ. মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং হাত ঘড়িসহ হলে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঃ

পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, হাত ঘড়ি, ব্যাগ, বই এবং কাগজপত্রসহ প্রার্থীদের হলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরীক্ষার দিনসমূহে হলের গেটে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে প্রার্থীদের ব্যাগ, কাগজপত্র মেটাল ডিটেক্টর-এর সাহায্যে সার্চ করে হলে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হয়। কতিপয় প্রার্থী কর্তৃক হাত ঘড়িকে মোবাইল ফোন হিসেবে ব্যবহার করে পরীক্ষায় দুর্নীতি করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হওয়ায় পরীক্ষা হলে হাত ঘড়ি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সময় দেখার জন্য সকল পরীক্ষা হলের প্রতিটি কক্ষে দেয়াল ঘড়ি স্থাপনের জন্য কমিশন হতে দেয়াল ঘড়ি সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার করে নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা প্রতিরোধ করে পরীক্ষায় সম্পূর্ণ নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

ড. কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও পরীক্ষা গ্রহণ ঃ

নন-ক্যাডার নিয়োগ পরীক্ষায় কম সংখ্যক প্রার্থীর ক্ষেত্রে বাছাই/লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মুদ্রণের জন্য কমিশন ভবনে একটি গোপনীয় মুদ্রণ কক্ষ তৈরি করা হয়েছে। পরীক্ষার দিন উক্ত কক্ষে প্রশ্নকারক/মডারেটর কর্তৃক প্রশ্ন প্রণয়নের পর প্রণীত প্রশ্নপত্র পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে মুদ্রণ-প্যাকিং সম্পন্ন শেষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে দ্রুততর সময়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

ঢ. বিশেষজ্ঞদের ডাটাবেজ তৈরি ঃ

প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষকদের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরির জন্য বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের ডাটা সংগ্রহ করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি সম্ভব হবে।

ণ. প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক এবং মৌখিক পরীক্ষার বিশেষজ্ঞদের যোগ্যতা নির্ধারণ এবং করণীয় সম্পর্কিত নীতিমালা ঃ

প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক, মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ বিষয়ে কমিশন কর্তৃক গৃহীত নীতিমালার ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রশ্নকারক, মডারেটরদের জন্য কমিশন বিস্তারিত নির্দেশনা জারি করেছে। ফলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশনের গুণগতমান কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

ত. মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের সদস্যদের অনুসরণীয় নির্দেশনা জারি এবং ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ ঃ

মৌখিক পরীক্ষায় স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং সকল বোর্ডের মধ্যে সমতা রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে কমিশন মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের অনুসরণীয় বিস্তারিত নীতিমালা জারি করেছে। মৌখিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বোর্ডের সকল সদস্যের এবং পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মোবাইল এবং ল্যান্ডফোন ব্যবহার বন্ধ রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মোবাইল নিয়ে কর্ম কমিশনে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

থ. বিসিএস পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিয়ে কমিটি গঠন ঃ

৬টি বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত বিসিএস পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট এবং রংপুর জেলা প্রশাসকদের আহবায়ক করে পুলিশ প্রশাসন এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থার ব্যক্তিদের নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দ. নিয়োগ পরীক্ষায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হওয়ায় সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ প্রত্যাশী প্রার্থীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির ফলে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের উত্তোরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে নিম্নের সারণি থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যাবে ঃ

ক্রমিক নং	বিসিএস-এর নাম	প্রার্থী সংখ্যা
১.	২৮তম বিসিএস-২০০৮	১,১৫,১৬৪
২.	২৯তম বিসিএস-২০০৯	১,২৩,৯৪২
৩.	৩০তম বিসিএস-২০১০	১,৪৭,৩৯৫
৪.	৩১তম বিসিএস-২০১১	১,৬৪,১৬৭
৫.	৩৩তম বিসিএস-২০১২	১,৯৩,০৫৯
৬.	৩৪তম বিসিএস-২০১৩	২,২১,৫৭৫
৭.	৩৫তম বিসিএস-২০১৪	২,৪৪,১০৭
৮.	৩৬তম বিসিএস-২০১৫	২,১১,৩২৬
৯.	৩৭তম বিসিএস-২০১৬	২,৪৩,৪৭৬

ধ. ক্যাডার পদে সাম্প্রতিক নিয়োগ ঃ

সাম্প্রতিক কালে বিসিএস-এর বিভিন্ন ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের একটি বিবরণ ঃ

ক্রমিক নম্বর	বিসিএস এর নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	প্রাপ্ত আবেদন পত্রের সংখ্যা	প্রিলি. টেস্ট-এ কৃতকার্য প্রার্থী সংখ্যা	লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থী সংখ্যা	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা
১.	২৮তম বিসিএস-২০০৮	৩,০১৬	১,১৫,১৬৪	১১,৭৮৫	৫,৮৮১	২,১৯৫
২.	২৯তম বিসিএস-২০০৯	২,৫৬৩	১,২৩,৯৪২	১৩,৫৩৩	৭,২১৭	১,৭৪৭
৩.	৩০তম বিসিএস-২০১০	৩,১৮৭	১,৪৭,৩৯৫	১৪,৪৮০	৯,০৫৯	২,৩৮৪
৪.	৩১তম বিসিএস-২০১১	২,৯০৯	১,৬৪,১৬৭	১০,২৮০	৬,৮৮৪	২,০৯৬
৫.	৩২তম (বিশেষ) বিসিএস-২০১১	২,৮০৫	২৬,৪৩৭	১০,৮০৮	২,৭৮৮	১,৬৭৫
৬.	৩৩তম বিসিএস-২০১২	৯,০০৮	১,৯৩,০৫৯	২৮,৯১৭	১৮,৬৯৩	৮,৫০৭
৭.	৩৪তম বিসিএস-২০১৩	২,৯০০	২,২১,৫৭৫	৪৬,২৫০	৯,৯৬৩	২,১৭৫
৮.	৩৫তম বিসিএস-২০১৪	১,৮০৩	২,৪৪,১০৭	২০,৩৯১	৬,০৮৮	২,১৭২
৯.	৩৬তম বিসিএস-২০১৫	২,১৮০	২,১১,৩২৬	১৩,৮৩০	-	-
১০.	৩৭তম বিসিএস-২০১৬	১,২২৬	২,৪৩,৪৭৬	৮,৫২৩	-	-

ন. সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে নন ক্যাডার পদে কমিশন কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের সাম্প্রতিক বিবরণ ঃ

ক্রমিক নম্বর	সাল	চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ হওয়া পরীক্ষার সংখ্যা	পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর সংখ্যা	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা
১.	২০০৮	২৬	৪০৮	৮৮
২.	২০০৯	৪১	৪,৭৩৮	২৭৪
৩.	২০১০	৮৪	১২,৪৫২	৮৬২
৪.	২০১১	৯৮	৭,৮৬১	৭১৭
৫.	২০১২	১৩৪	১২,০৫৩	৭৫৩
৬.	২০১৩	১২৭	২,০৬,৭৫৮	২,০৩২
৭.	২০১৪	১২৯	১৬,৬০৩	৩৭৯
৮.	২০১৫	১১৩	৭৩,২৩০	১,১০৪
৯.	২০১৬	৯৬	১,৮০,১৫৯	১০,৭০৪

প. নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ কক্ষ ঃ

বিসিএস পরীক্ষা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ পরীক্ষার Result দ্রুত সময়ে সম্পন্নের জন্য Result Processing Room (Cadre) এবং Result Processing Room (Non-cadre) নামে দু'টি সুনির্দিষ্ট Digitalized কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে গোপনীয়তা ও পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিয়োগ পরীক্ষাসমূহের ফলাফল প্রণয়ন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা যাচ্ছে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে।

ফ. পরীক্ষার দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করতে নব উদ্ভাবিত সফটওয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়োগ পরীক্ষার সুপারিশ প্রণয়ন কার্যক্রম স্বল্প সময়ে সম্পন্নকরণ ঃ

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পর উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সুপারিশ প্রণয়ন প্রক্রিয়া বর্তমানে কম্পিউটারের সহযোগিতায় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করা হয়। তাতে ফলাফল প্রস্তুতিতে অধিক সময় ব্যয় হয়। ফলাফল প্রণয়নের সময় হ্রাস করে ৭-১০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য পদবণ্টন কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতির পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফলাফল প্রস্তুত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন কর্তৃক বিসিএস ক্যাডার পদের ফলাফল প্রস্তুতের জন্য উদ্ভাবিত CADS Software এবং নন-ক্যাডার পদের ফলাফল প্রস্তুতের জন্য উদ্ভাবিত সার্চ ইঞ্জিন সফটওয়ার-এর ব্যবহারের মাধ্যমে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পাশাপাশি দ্রুত সময়ে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে।

ব. Double lithocode, Barcode সংবলিত OMR উত্তরপত্র প্রবর্তন করা ঃ

সম্ভাব্য জালিয়াতি প্রতিরোধ করতে প্রিলিমিনারি/বাছাই পরীক্ষা এবং লিখিত পরীক্ষায় double lithocode, barcode এবং গোপন সিরিজ নম্বর সংবলিত OMR উত্তরপত্র প্রবর্তন করা হয়েছে। উত্তরপত্রসমূহ কেন্দ্রভিত্তিক মুদ্রিত। প্রতিটি হলের জন্য নির্দিষ্ট সিরিজ নম্বরের উত্তরপত্র দেয়া হয়। ফলে এক কেন্দ্রের বা এক হলের উত্তরপত্র জালিয়াতি করে অন্য কেন্দ্রে বা হলে ব্যবহার করা যাবে না। পরীক্ষায় ব্যবহারের জন্য পরীক্ষা হলে প্রেরিত উত্তরপত্রের prescanned database কমিশনে সংরক্ষিত থাকে। ফলে প্রার্থী কর্তৃক কোনোরূপ জালিয়াতি বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করলে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে তা অবশ্যই ধরা পড়বে এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

উল্লেখ্য ১ নভেম্বর ২০১৫ হতে এবং ২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সার্ক দেশসমূহের আইটি কর্মকর্তাদের জন্য অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্রের উপরোক্ত নিরাপত্তা সংবলিত পদ্ধতি প্রশংসিত হয়েছে।

ভ. কমিশনের অন্যান্য কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ঃ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদের পদে পদোন্নতি, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, প্রকল্পের চাকরি নিয়মিতকরণ, শৃঙ্খলামূলক বিষয়ে সুপারিশ প্রদান এবং জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিষয়ে কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে দ্রুততার সাথে সম্পাদনের জন্য যথাযথ নীতিমালা/গাইড লাইন তৈরি করা হয়েছে। ফলে পূর্বের চেয়ে স্বল্প সময়ে উল্লিখিত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

বিসিএস পরীক্ষার যুগোপযোগি বিধিমালা প্রণয়ন ঃ

২০১৪ সালে বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা সংশোধিত আকারে জারি করা হয়েছে। যোগ্য ও মেধাবি সিভিল সার্ভেন্ট নির্বাচন করতে বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালায় আনীত উল্লেখযোগ্য গুণগত পরিবর্তন নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. প্রিলিমিনারি টেস্ট ১০০ নম্বরের স্থলে ২০০ নম্বর করা;

২. প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ৬টি বিষয়ের স্থলে ১০টি বিষয় নির্ধারণ;

৩. প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর প্রতিটি বিষয়ের Detailed Syllabus প্রকাশ;

৪. প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ নতুন যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-
   - -ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
   - -কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি
   - -নৈতিকতা মূল্যবোধ ও সুশাসন

৫. লিখিত পরীক্ষায় Crush mark ২৫ থেকে ৩০-এ উন্নীত করা হয়েছে;

৬. মৌখিক পরীক্ষার পাশ নম্বর ৪০% থেকে ৫০% এ উন্নীত করা হয়েছে;

৭. লিখিত পরীক্ষার একটি বিষয়ে ২টি পত্রের পরিবর্তে ২০০ নম্বরের একটি বিষয় এবং ৩ ঘণ্টার পরিবর্তে ৪ ঘণ্টার পরীক্ষা গ্রহণ;

৮. লিখিত পরীক্ষার আবশ্যিক বিষয়সমূহের যুগোপযোগী সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে;

৯. বাংলা-৪০ এবং ইংরেজি-৩০ নম্বরের রচনার স্থলে ৫০ নম্বরের বাংলা এবং ৫০ নম্বরের ইংরেজি রচনা লিখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;

১০. প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ বাংলা-২০ এবং ইংরেজি-২০ নম্বর বৃদ্ধি করে বাংলা-৩৫ এবং ইংরেজি-৩৫ নম্বর করা হয়েছে।

ম. বিসিএস ক্যাডার পদের নিয়োগ পরীক্ষার সময় হ্রাস করার উদ্যোগ ঃ

কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিসিএসসহ সকল নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইন-এ গ্রহণ পদ্ধতি প্রবর্তন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনা/নীতিমালা প্রবর্তন এবং প্রতিটি বিসিএস পরীক্ষার জন্য বর্তমান কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Road Map অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের কারণে বিসিএস পরীক্ষায় ব্যয়িত সময় ক্রমান্বয়ে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে বর্তমান কমিশন অসামান্য সফলতা দেখিয়েছে। ২৭তম বিসিএস সম্পন্ন করতে সময় লেগেছিল ৩ বছর ২ মাস ২৫ দিন। অনলাইন-এ আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রিলিমিনারি টেস্ট ও মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র ইস্যুকরণ এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা কমিয়ে এনে ৩৩তম বিসিএস-এ অর্ধেক সময়ে অর্থাৎ ১ বছর ৮ মাসে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার নিয়োগ কার্যক্রম ১ বছর ৬ মাসে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে নিয়োগ প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার একটি পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো ঃ

বিসিএস-এর নাম	বিসিএস-এর শূন্য পদের রিকুইজিশন প্রাপ্তির তারিখ হতে চূড়ান্ত সুপারিশ পর্যন্ত ব্যয়িত সময়
২৭তম বিসিএস	৩ বছর ২ মাস ২৫ দিন
২৮তম বিসিএস	২ বছর ৪ মাস ১১ দিন
২৯তম বিসিএস	২ বছর ১ মাস ১৭ দিন
৩০তম বিসিএস	১ বছর ৭ মাস ২৪ দিন
৩১তম বিসিএস	১ বছর ৫ মাস ১৩ দিন
৩২তম বিসিএস	১ বছর ২ মাস ২১ দিন
৩৩তম বিসিএস	১ বছর ৮ মাস
৩৪তম বিসিএস	২ বছর ৬ মাস (আদালতে মামলা থাকার কারণে)
৩৫তম বিসিএস	১ বছর ৬ মাস ১৫ দিন

য. নন-ক্যাডার পদের সকল নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইন-এ গ্রহণ ঃ

নন-ক্যাডার পদের সকল নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইন-এ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং দ্রুত সময়ে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত এবং প্রকাশ করতে বর্তমান কমিশন কর্তৃক Result Processing Room-এ ফলাফল প্রক্রিয়ায়ন কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। ফলে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ব্যয়িত সময় ও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

র. কার্য পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্গানোগ্রাম-এ নতুন পদ সৃষ্টি করা ঃ

সাম্প্রতিককালে কমিশনের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ভুক্ত বিভিন্ন পদে নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সরকারের চাহিদা থাকায় কমিশনের বিদ্যমান জনবল দিয়ে নির্ধারিত সময়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের জন্য কমিশনের অর্গানোগ্রাম সংশোধন করে জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১২০টি নতুন পদ সৃষ্টির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ল. সার্কভুক্ত দেশসমূহের পিএসসি/সিএসসি প্রধানদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন ঃ

সার্কভুক্ত দেশসমূহের কর্ম কমিশন প্রধানদের সভা নিয়মিতভাবে প্রতি বছর সদস্যভুক্ত একটি দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সার্ক দেশসমূহের পিএসসি/সিএসসি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা ২২-২৪ জানুয়ারি ২০১৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। মাননীয় চেয়ারম্যান-এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল ২৮-৩০ মার্চ ২০১৬-এ ভুটানে অনুষ্ঠিত সার্কভুক্ত দেশসমূহের পিএসসি/সিএসসি প্রধানদের পঞ্চম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

১২.৩. সাংবিধানিক কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্ম কমিশনের চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

ক. নিয়োগ পরীক্ষার প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কমিশনকে ক্ষমতা প্রদান ঃ

অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রশাসনিক ব্যয় সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদে Charges on Consolidated Fund হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে কিন্তু সাংবিধানিক উক্ত অনুশাসন এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। যেমন বিসিএস পরীক্ষাসহ নিয়োগ পরীক্ষায় যে ফি পাওয়া যায়, তা সরকারের নির্ধারিত খাতে জমা হয়। ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থের চেয়ে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যয় কম হচ্ছে । বিসিএস-এর মত গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ পরীক্ষার ৪ ঘণ্টা সময়ের উত্তরপত্র পরীক্ষণের জন্য মাত্র ১০০—১৫০/- টাকা সম্মানী দেয়া হয়। মৌখিক পরীক্ষায় দেশবরণ্য বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ এবং সরকারের যুগ্ম-সচিব এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের ব্যক্তিগণ কমিশনকে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। গড়ে ৪-৫ ঘণ্টা মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্যে এই বিশেষজ্ঞদের সম্মানী দেয়া হয় ৩,০০০/- টাকা যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত অপ্রতুল। ভারতে একজন বিশেষজ্ঞের এ সম্মানী হচ্ছে ৫,০০০ রুপি এবং তদূর্ধ্ব। ভারতের ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞদের সম্মানী UPSC-এর চেয়ারম্যান নির্ধারণ করে থাকেন। কমিশন থেকে বিশেষজ্ঞদের সম্মানী বৃদ্ধির প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে, কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তা কাঙ্খিত হারে প্রদান করা হয় না।

সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া কার্যকর করতে নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ, মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য পারিতোষিকের হার নির্ধারণের বিষয়টি সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের অনুশাসন অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে কমিশন মনে করে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন যেমনটি করে থাকে। তাছাড়া পারিতোষিকের হার নির্ধারণের জন্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অগ্রিম অনুমোদনের শর্ত সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। বাজেট প্রদান করার পর তাতে তারকা (*) চিহ্ন অবলোপন করা হলে পারিতোষিকের হার নির্ধারণের জন্যে অগ্রিম অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। নির্বাচন কমিশনে যা করা হয়েছে। সেমতে বাজেটে তারকা (*) চিহ্ন অবলোপন করার বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হলে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের গুণগতমান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বলে কমিশন আশা প্রকাশ করছে।

খ. সিভিল সার্ভিসের উচ্চতর পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ঃ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করে থাকে। জনপ্রশাসনে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত প্রায় সকল কর্মকর্তাই কমিশনের সুপারিশে নিয়োগপ্রাপ্ত। তবে উল্লিখিত কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা এবং সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণের পর কর্ম কমিশন তাদের ক্যারিয়ারের বিষয়ে আর কোনোভাবে সম্পৃক্ত থাকে না কিন্তু কমিশন কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত এ সকল কর্মকর্তাদের মধ্যে কাউকে চাকরিচ্যুত করার ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত এস,এস,বি-তে সরকারের মনোনীত সচিবগণ অংশগ্রহণ করলেও কর্ম কমিশনের কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকে না। সার্ক-এর অন্যান্য দেশে এমনকি ভারত ও নেপালে পদোন্নতির প্রতিটি পর্যায়ে এবং শীর্ষ পদোন্নতিতে সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত নেয়া হয়। এক্ষেত্রে কমিশনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে কমিশনের সচিবকে এস,এস,বি-এর সদস্য করার বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে।

গ. নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোটা পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন ঃ

বিসিএস পরীক্ষাসহ অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষায় সরকারের বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বিসিএস পরীক্ষায় কোটা অনুসরণ করার পর মুক্তিযোদ্ধা কোটার যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে উক্ত পদসমূহ সংরক্ষণ রাখার বিধান রয়েছে। নিম্নোক্ত প্রায়োগিক জটিলতার কারণে প্রকৃতপক্ষে কোটা পদ্ধতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতভাগ অনুসরণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না ঃ

অ. প্রথমত প্রিলিমিনারি, লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় পাস করলে তবেই প্রার্থী কোটার সুবিধা পান। অর্থাৎ তাকে মেধার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আসতে হচ্ছে যা কোটা প্রবর্তনের মূল sprit-এর সাথে সাংঘর্ষিক।

আ. পূর্ববর্তী বছরের নিয়োগ পরীক্ষায় কোটার সংরক্ষিত পদ পরবর্তী পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের মোট শূন্য পদের সাথে যুক্ত হয়ে পূর্ববর্তী কোটার পদও সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের মেধার মাধ্যমে পূরণ করা হয়। এক্ষেত্রে শুধু নতুন কিছু পদ পুনরায় কোটার পদ হিসেবে সংরক্ষিত হয়। কিন্তু পুরোনো পদগুলোর অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের মেধাকোটায় যুক্ত হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে কোটা পদ্ধতির জটিল প্রয়োগ পদ্ধতির কারণে কোটার সুফল সংশ্লিষ্ট কোটার প্রার্থীদের কাছে কাঙ্খিতভাবে পৌঁছে না এবং অনেক পদ শূন্য থেকে যায়। ভারতের ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (UPSC) কোটা পদ্ধতি বাস্তবায়নে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, সে প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে অনুসরণ করা যেতে পারে। ভারতে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা থেকে কোটা অনুসরণ করা শুরু হয়। মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী কোটায় প্রাপ্য শূন্য পদের সংখ্যানুপাতে প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থী নির্বাচন করা হলে প্রাধিকার কোটার পদ আর শূন্য থাকবে না।

ঘ. প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক ও নিরীক্ষকদের সম্মানী ঃ

নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক হিসেবে কমিশনকে সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞদের জন্য বর্তমানে নির্ধারিত সম্মানী অপ্রতুল হওয়ার কারণে যোগ্য, খ্যাতিমান এবং দক্ষ ব্যক্তিবর্গ প্রায়শই একাজে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। এ কারণে নিয়োগ পরীক্ষার গুণগতমান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করা কঠিন হয়ে পড়ছে। তাছাড়া উত্তরপত্র পরীক্ষণের জন্য উত্তরপত্রের প্যাকেট পরীক্ষকদের বাড়িতে প্রেরণ করতে হয়, যা যথাযথ/সমতাপূর্ণ পরীক্ষণের ক্ষেত্রে অন্তরায়। পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে পরীক্ষকগণ কমিশনের নিজস্ব ভবনে এসে উত্তরপত্র পরীক্ষণের কাজটি করে থাকেন। খ্যাতিমান/বিশিষ্ট পরীক্ষকদের যথাযথ সম্মানী প্রদানের মাধ্যমে কমিশন ভবনে উত্তরপত্র পরীক্ষণ করা সম্ভব।

ঙ. অসংখ্য প্রশ্নসেট তৈরি ঃ

একটি নিয়োগ পরীক্ষার জন্যে বহুসংখ্যক সেট প্রশ্ন তৈরি করা, মডারেশন এবং মুদ্রণ করার যে বিশাল কর্মযজ্ঞ পালন করতে হয়, তা শুধু ব্যয় বৃদ্ধি করে, তাই নয়, এর ব্যবস্থাপনায় অনেক শ্রমঘণ্টা ও সময়ের অপচয় হয়। শুধু প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধের কথা বিবেচনায় রেখে এ আয়োজন করতে হয়। যদি প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুত্রগুলো বন্ধ করা যায় তাহলে একটি মাত্র প্রশ্ন সেট মুদ্রণের মাধ্যমে অনেক সময়, শ্রম ও ব্যয় সাশ্রয় করে দ্রুত সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব। বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে প্রশ্নব্যাংকের কথাও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে।

চ. কমিশন সদস্যদের বয়স ও পদবি ঃ

সরকারি চাকরিতে যখন ৫৭ বৎসর বয়সে অবসরের সময় ছিল, তখন সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের কর্মসীমা ৬৫ বৎসর করা হয়। এখন সরকারি চাকরিতে অবসরের সময়সীমা ৫৯ বৎসর হলেও কমিশন সদস্যদের কার্যকালের ক্ষেত্রে বয়স বৃদ্ধি করা হয়নি। এতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগের পর তাঁদের কর্মাভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। নির্বাচন কমিশনে বয়সের এই সীমাবদ্ধতা নেই, এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ন্যায় কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বৎসর রেখে বয়সের শর্ত, শিথিল করা যেতে পারে।

সংবিধানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধানের নাম ইংরেজিতে ‘Chairman’ বাংলায় তা ‘সভাপতি’ অন্যদের ‘Member’ বা ‘সদস্য’ বলা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং বাংলাদেশে একই ধরনের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান প্রধানের নামকরণ Chief Election Commissioner অনুরূপভাবে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রধানের নাম Chief Public Service Commissioner এবং সদস্যদের নাম Public Service Commissioner হতে পারে। আমাদের সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও এরকম নামকরণ রয়েছে।

তাছাড়া বাংলাদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান কমিশন হিসেবে থাকলেও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন জাতির পিতার হাতে তৈরি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় সমতা থাকা আবশ্যক।

ছ. জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বমানের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জনপ্রশাসনে আধুনিক যুগচাহিদা অনুযায়ী সিভিল সার্ভেন্ট নিয়োগ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো আরও বড় হওয়া আবশ্যক। বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির জন্যে ইউনিট আছে, তা আরও সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। তাছাড়া বিভাগীয় সদরে ভাড়া বাড়িতে অফিস না রেখে নিজস্ব অফিস ভবন এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ ইউনিট থাকলে বিসিএস এর মত অন্যান্য অনেক পরীক্ষা বিভাগীয় পর্যায়ে গ্রহণ করা সম্ভব।

জ. উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

কমিশনে দুটি ছোট রাজস্ব প্রকল্প চলমান আছে। তবে আরও বৃহৎ আকারে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নতি এবং দ্রুততম সময়ে পরীক্ষা গ্রহণসহ অন্যান্য সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াস গ্রহণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে একটি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই তার সুফল পাওয়া যাবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিসিএস পরীক্ষার ফলাফলের পরিসংখ্যান প্রতিবেদন

১৩.১। বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ

৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তথ্য সারণি-১৩.১ (লেখচিত্র-১৩.১) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ২৪৪০৬২ জন যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে পুরুষ ১৬২৬৮২ (৬৬.৬৬%) এবং মহিলা ৮১৩৬৬ (৩৩.৩৪%)। অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। আবেদনকারীর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৭২৬২৪ (২৯.৭৬%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৩৬৯২১ (১৫.১৩%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৫৯৭২ (১৮.৮৪%) জন, খুলনা বিভাগে ৩৪৪৮৯ (১৪.১৩%) জন, বরিশাল বিভাগে ১৫৭৯৫ (৬.৪৭%) জন, সিলেট বিভাগে ৮৯৬৫ (৩.৬৭%) জন এবং রংপুর বিভাগে ২৯২৯৬ (১২.০০%) জন। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ২য় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ, ৩য় অবস্থানে রাজশাহী বিভাগ, ৪র্থ অবস্থানে খুলনা বিভাগ, ৫ম অবস্থানে রংপুর বিভাগ, ৬ষ্ঠ অবস্থানে বরিশাল বিভাগ এবং ৭ম অবস্থানে সিলেট বিভাগ।

প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ ১৯৯৭১ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ ১৫৭৮৫ (৭৯.০৪.%) এবং মহিলা ৪১৮৬ (২০.৯৬.%) অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ ১৯৯৭১ জন প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৫৯৯৪ (৩০.০১%) জন, রাজশাহী বিভাগে ২৮৩৩ (১৪.১৯%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৪৯১ (১৭.৪৮%) জন, খুলনা বিভাগে ৩৩৯৬ (১৭.০০%) জন, বরিশাল বিভাগে ১২৯০ (৬.৪৬%) জন, সিলেট বিভাগে ৬২১ (৩.১১%) জন এবং রংপুর বিভাগে ২৩৪৬ (১১.৭৫%) জন । তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ২য় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬০৮১ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৭২১ জন পুরুষ এবং ১৩৬০ জন মহিলা অর্থাৎ পুরুষ (৭৭.৬৪%) এবং মহিলা (২২.৩৬%)। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬০৮১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১ম অবস্থানে ঢাকা বিভাগ ১৮৫২ (৩০.৪৬%) জন, ২য় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ ১৩০৮ (২১.৫১%) জন, ৩য় অবস্থানে খুলনা বিভাগ ৯৩৮ (১৫.৪২%) জন, ৪র্থ অবস্থানে রাজশাহী বিভাগ ৭২১ (১১.৮৬%) জন, ৫ম অবস্থানে রংপুর বিভাগ ৬৩৭ (১০.৪৮%) জন, ৬ষ্ঠ অবস্থানে বরিশাল বিভাগ ৩৯৫ (৬.৫%) জন এবং ৭ম অবস্থানে সিলেট ২৩০ (৩.৭৮%) জন। সুপারিশপ্রাপ্ত ২১৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫৬৫ জন পুরুষ এবং মহিলা ৬০৭ জন অর্থাৎ ৭২.০৫% পুরুষ এবং ২৭.৯৫% মহিলা। সুপারিশপ্রাপ্ত ২১৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে সর্বাধিক সুপারিশপ্রাপ্ত প্রথম অবস্থায় রয়েছেন ঢাকা বিভাগ ৬৬৮ (৩০.৭৬%) দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ ৪২২ (১৯.৪৩%)।

১৩.২। সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ

৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী তথ্য সারণি-১৩.২ (লেখচিত্র-১৩.২) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত ৫২৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগের পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ১১৪ (২১.৭০%), ৩৭ (৭.০৫%), ৮২ (১৫.৬১%), ৫২ (৯.৯০%), ৩৩ (৬.২৮%), ১৯ (৩.৬১%) ও ৩১ (৫.৯০%) এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ৫৪ (১০.২৮%), ১৮ (৩.৪২%), ৪২ (৭.৯৯%), ১৬ (৩.০৫%), ৭ (১.৩৩%), ৫ (০.৯৫%) ও ১৫ (২.৮৬%)।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১১৪ (২১.৭০%), ২য় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৮২ (১৫.৬১%), ৩য় অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ৫২ (৯.৯০%), ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৩৭ (৭.০৫%), ৫ম অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৩৩ (৬.২৮%), ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৩১ (৫.৯০%) এবং ৭ম অবস্থানে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ১৯ (৩.৬১%)। মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫৪ (১০.২৮%), ২য় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৪২ (৭.৯৯%), ৩য় অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ১৮ (৩.৪২%), ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ১৬ (৩.০৫%), ৫ম অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ১৫ (২.৮৬)%, ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৭ (১.৩৩%) এবং ৭ম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ৫ (০.৯৫%)। এ সারণী হতে আরও দেখা যায় যে, সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত ৫২৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭টি বিভাগে পুরুষ প্রার্থী মোট ৩৬৮ (৭০.০৮%) জন এবং মহিলা প্রার্থী মোট ১৫৭ (২৯.৯০%) জন চাকরি পেয়েছেন, অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক বেশি চাকরি পেয়েছে।

১৩.৩। কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ

৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী তথ্য সারণি-১৩.৩ (লেখচিত্র-১৩.৩) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত ৭৮২ জন প্রার্থীর মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগের পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ১৬৪ (২০.৯৭%), ৯১ (১১.৬৪%), ৯৮ (১২.৫৫%), ৭২ (৯.২০%), ৩৭ (৪.৭৩%), ১৭ (২.১৯%) ও ৮৪ (১০.৭৫%) এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ৭৭ (৯.৮৮%), ৩৫ (৪.৪৯%), ৩৬ (৪.৬১%), ২৫ (৩.২০%), ৯ (১.১৫%) ৩ (০.৩৮%) ও ৩৪ (৪.৩৫%)।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১৬৪ (২০.৯৭%), ২য় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৯৮ (১২.৫৫%), ৩য় অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৯১ (১১.৬৪%), ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৮৪ (১০.৭৫%), ৫ম অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ৭২ (৯.২০%) ও ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৩৭ (৪.০৩%) ৭ম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ১৭ (২.১৯%)। মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৭৭ (৯.৮৮%), ২য় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৩৬ (৪.৬১%), ৩য় অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৩৫ (৪.৪৯%), ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৩৪ (৪.৩৫%), ৫ম অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ২৫ (৩.২০%) ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৯ (১.১৫%) ও ৭ম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ০৩ (০.৩৮%)। এ সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত ৭৮২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭টি বিভাগে পুরুষ প্রার্থী মোট ৫৬৩ (৭২.০১%) জন এবং মহিলা প্রার্থী মোট ২১৯ (২৮.০২%) জন চাকরি পেয়েছেন, যা পুরুষ প্রার্থীগণ তুলনামূলক বেশি চাকরি পেয়েছেন।

১৩.৪। সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ

৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী তথ্য সারণি-১৩.৪ (লেখচিত্র-১৩.৪) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত ৮৬৫জন প্রার্থীর মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগের পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ১৭৭ (২০.৪৭%), ৬৩ (৭.৩০%), ১২৭ (১৪.৭০%) ১৩৩ (১৫.৪২%), ৪১ (৪.৭৯%), ২৭ (৩.১৫%) ও ৬৬ (৭.৬৪%) এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ৮২ (৯.৫১%), ২৬ (৩.০৪%), ৩৭ (৪.৩১%), ৩৪ (৩.৯৬%), ১৭ (২.০০%), ১৭ (১.৯৭%) ও ১৮ (২.১১%)।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১৭৭ (২০.৪৭%), ২য় অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ১৩৩ (১৫.৪২%), ৩য় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ১২৭ (১৪.৭০%), ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৬৬ (৭.৬৪%), ৫ম অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৬৩ (৭.৩০%), ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৪১ (৪.৭৯%) এবং ৭ম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ২৭ (৩.১৫%)। মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৮২ (৯.৫১%), ২য় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৩৭ (৪.৩১%), ৩য় অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ৩৪ (৩.৯৬%), ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ২৬ (৩.০৪%), ৫ম অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ১৮ (২.১১%) এবং যুগ্মভাবে ৬ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল ও সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ১৭ (১.৯৭%) । এ সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে ৮৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭টি বিভাগে পুরুষ প্রার্থী মোট ৬৩৪ (৭৩.২৯%) জন এবং মহিলা প্রার্থী মোট ২৩৩ (২৬.৭০%) জন চাকরি পেয়েছেন, যা পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক বেশি চাকরি পেয়েছেন।

১৩.৫। **৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারী বিবরণ ঃ**

৩৫তম বিসিএস এর বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের (০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং তারিখে প্রার্থীর বয়স) বয়সওয়ারী তথ্য সারণি-১৩.৫ (লেখচিত্র-১৩.৫) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে পুরুষ ৬৬.৬৬% এবং মহিলা ৩৩.৩৪% অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ৬.২৩%, ২৭.৩১%, ৩৩.০৯%, ২৪.১৪% ও ৯.২৩%। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৫-২৭ বছর বয়সের প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ৩৩.০৯% এবং ২১-২৩ বছর বয়সের প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে কম ৬.২৩%।

আবেদনকারীর মধ্যে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ৬.৪৯%, ২৬.৪৫%, ৩৪.১৯%, ২৪.৮০% ও ৮.০৭%।

তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৫-২৭ বছর বয়সের প্রার্থীগণ প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৪.১৯% উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২১-২৩ বছর বয়সের প্রার্থী সবচেয়ে কম অর্থাৎ ৬.৪৯% উত্তীর্ণ হয়েছে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে দেখা যায় ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর ঊর্ধ্বে বয়স যথাক্রমে ৯.৬২%, ৩২.৮৯%, ৩২.২৫%, ১৯.৩৪% ও ৫.৯০% উত্তীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষায় ২৩-২৫ বছর বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩২.৮৯% উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২৯ এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী সবচেয়ে কম অর্থাৎ ৫.৯০% উত্তীর্ণ হয়েছে।

চূড়ান্তভাবে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে দেখা যায় ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর ঊর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ১২.৩৮%, ৪০.৭০%, ৩০.২৯%, ১৩.১৭% ও ৩.৪৫% সুপারিশ করা হয়েছে। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৩-২৫ বছর বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৪০.৭০% সুপারিশ পেয়েছে এবং ২৯ এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে কম অর্থাৎ ৩.৪৫% প্রার্থী সুপারিশ পেয়েছে।

১৩.৬। বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিবরণ ঃ

বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিবরণী সারণি-১৩.৬ (লেখচিত্র-১৩.৬) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩১তম, ৩২তম(বিশেষ), ৩৩তম, ৩৪তম ও ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে পুরুষ যথাক্রমে ১,৪৭৫ (৭০.৩৭%), ৭৫২ (৪৪.৯০%), ৫২৫২ (৬১.৭৪%), ১৪০০ (৬৪.৩৭%) ও ১৫৬৫ (৭২.০৫%) জন। উক্ত সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ৩৫তম বিসিএস-এ সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৭২.০৫% এবং ৩২তম(বিশেষ) বিসিএস-এ সবচেয়ে কম চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৪৪.৯০%। আবার ৩১তম, ৩২তম(বিশেষ), ৩৩তম, ৩৪তম ও ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে মহিলা যথাক্রমে ৬২১ (২৯.৬২%), ৯২৩ (৫৫.১০%), ৩,২৫৫ (৩৮.২৬%), ৭৭৫ (৩৫.৬৩%) ও ৬০৭ (২৭.৯৫%)। উক্ত সারণি থেকে আরও দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ৩২তম(বিশেষ) বিসিএস-এ সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৫৫.১০% এবং ৩৫তম বিসিএস-এ কম চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ২৭.৯৫%। ৩২তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষা ছাড়া অন্যান্য বিসিএস পরীক্ষার মধ্যে ৩৩তম পরীক্ষায় মহিলা প্রার্থী সর্বাধিক সুপারিশ পেয়েছে অর্থাৎ ৩৮.২৬%।

সারণি-১৩.১

৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ

(লেখচিত্র-১৩.১ দ্রষ্টব্য)

বিভাগের নাম	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)
ঢাকা	৪৫৫৯০ ১৮.৬৮	২৭০৩১ ১১.০৮	৭২৬২৪ ২৯.৭৬	৪৬০২ ২৩.০৪	১৩৯২ ৬.৯৭	৫৯৯৪ ৩০.০১	১৩৮৬ ২২.৭৯	৪৬৬ ৭.৬৬	১৮৫২ ৩০.৪৬	৪৫৫ ২০.৯৫	২১৩ ৯.৮১	৬৬৮ ৩০.৭৬
রাজশাহী	২৫১৭৭ ১০.৩২	১১৭৩৯ ৪.৮১	৩৬৯২১ ১৫.১৩	২২১১ ১১.০৭	৬২২ ৩.১১	২৮৩৩ ১৪.১৯	৫৫৮ ৯.১৮	১৬৩ ২.৬৮	৭২১ ১১.৮৬	১৯১ ৮.৭৯	৭৯ ৩.৬৪	২৭০ ১২.৪৩
চট্টগ্রাম	৩১২৫১ ১২.৮০	১৪৭১৯ ৬.০৩	৪৫৯৭২ ১৮.৮৪	২৭৮২ ১৩.৯৩	৭০৯ ৩.৫৫	৩৪৯১ ১৭.৪৮	১০২৬ ১৬.৮৭	২৮২ ৪.৬৪	১৩০৮ ২১.৫১	৩০৭ ১৪.১৩	১১৫ ৫.২৯	৪২২ ১৯.৪৩
খুলনা	২৩৬৮৫ ৯.৭০	১০৮০২ ৪.৪৩	৩৪৪৮৯ ১৪.১৩	২৭৮৭ ১৩.৯৬	৬০৯ ৩.০৫	৩৩৯৬ ১৭.০০	৭৫৯ ১২.৪৮	১৭৯ ২.৯৪	৯৩৮ ১৫.৪২	২৫৭ ১১.৮৩	৭৫ ৩.৪৫	৩৩২ ১৫.২৯
বরিশাল	১১২৪১ ৪.৬১	৪৫৫৪ ১.৮৭	১৫৭৯৫ ৬.৪৭	৯৯৫ ৪.৯৮	২৯৫ ১.৪৮	১২৯০ ৬.৪৬	৩০৬ ৫.০৩	৮৯ ১.৪৬	৩৯৫ ৬.৫	১১১ ৫.১১	৩৩ ১.৫২	১৪৪ ৬.৬৩
সিলেট	৫৭৯০ ২.৩৭	৩১৭৪ ১.৩০	৮৯৬৫ ৩.৬৭	৪৭৪ ২.৩৭	১৪৭ ০.৭৪	৬২১ ৩.১১	১৭১ ২.৮১	৫৯ ০.৯৭	২৩০ ৩.৭৮	৬৩ ২.৯০	২৫ ১.১৫	৮৮ ৪.০৫
রংপুর	১৯৯৪৮ ৮.১৭	৯৩৪৭ ৩.৮৩	২৯২৯৬ ১২.০০	১৯৩৪ ৯.৬৮	৪১২ ২.০৬	২৩৪৬ ১১.৭৫	৫১৫ ৮.৪৭	১২২ ২.০১	৬৩৭ ১০.৪৮	১৮১ ৮.৩৩	৬৭ ৩.০৮	২৪৮ ১১.৪২
সর্বমোট=	১৬২৬৮২ ৬৬.৬৬	৮১৩৬৬ ৩৩.৩৪	২৪৪০৬২ ১০০.০০	১৫৭৮৫ ৭৯.০৪	৪১৮৬ ২০.৯৬	১৯৯৭১ ১০০.০০	৪৭২১ ৭৭.৬৪	১৩৬০ ২২.৩৬	৬০৮১ ১০০.০০	১৫৬৫ ৭২.০৫	৬০৭ ২৭.৯৫	২১৭২ ১০০.০০

** ছকে স্থগিত/বাতিল তথ্য বাদে।

সারণি-১৩.২

৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ

(লেখচিত্র-১৩.২ দ্রষ্টব্য)

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																সর্বমোট
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		মোট		
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিসিএস (প্রশাসন)	৪৮ ৯.১৪	৪১ ৭.৮১	২১ ০৪.০০	১০ ১.৯০	৪৯ ৯.৩৩	২৬ ৪.৯৫	২৩ ৪.৩৮	১২ ২.২৯	২২ ৪.১৯	৫ ০.৯৫	৯ ১.৭১	৪ ০.৭৬	১৮ ৩.৪৩	১২ ২.২৯	১৯০ ৩৬.১৯	১১০ ২০.৯৫	৩০০ ৫৭.১৪
বিসিএস (আনসার)	১ ০.১৯	০ ০	০ ০	০ ০	২ ০.৩৮	১ ০.১৯	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	৩ ০.৫৭	১ ০.১৯	৪ ০.৭৬
বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	১ ০.১৯	০ ০	০ ০	১ ০.১৯	০ ০	১ ০.১৯	১ ০.১৯	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	২ ০.৩৮	২ ০.৩৮	৪ ০.৭৬
বিসিএস (সমবায়)	৩ ০.৫৭	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৯	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	৩ ০.৫৭	১ ০.১৯	৪ ০.৭৬
বিসিএস (ইকনমিক)	৯ ১.৭১	৩ ০.৫৭	২ ০.৩৮	১ ০.১৯	৬ ১.১৪	৩ ০.৫৭	৫ ০.৯৫	২ ০.৩৮	২ ০.৩৮	১ ০.১৯	২ ০.৩৮	০ ০	৩ ০.৫৭	১ ০.১৯	২৯ ৫.৫২	১১ ২.১	৪০ ৭.৬২
বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)	২ ০.৩৮	২ ০.৩৮	১ ০.১৯	০ ০	১ ০.১৯	১ ০.১৯	২ ০.৩৮	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৯	০ ০	০ ০	০ ০	৭ ১.৩৩	৩ ০.৫৭	১০ ১.৯
বিসিএস (খাদ্য)	১ ০.১৯	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৯	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	২ ০.৩৮	০ ০	২ ০.৩৮
বিসিএস (পররাষ্ট্র)	৬ ১.১৪	২ ০.৩৮	১ ০.১৯	১ ০.১৯	১ ০.১৯	৩ ০.৫৭	৩ ০.৫৭	০ ০	০ ০	০ ০	২ ০.৩৮	০ ০	১ ০.১৯	০ ০	১৪ ২.৬৭	৬ ১.১৪	২০ ৩.৮১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিসিএস (তথ্য) সহঃ পরিচালক/ তথ্য অফিঃ/ গবেষণা কর্মকর্তা	২ ০.৩৮	০ ০	০ ০	১ ০.১৯	১ ০.১৯	০ ০	১ ০.১৯	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৯	০ ০	৫ ০.৯৫	১ ০.১৯	৬ ১.১৪
বিসিএস (তথ্য) (সহঃ পরিচালক, প্রোগ্রাম)	২ ০.৩৮	০ ০	০ ০	১ ০.১৯	২ ০.৩৮	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	৪ ০.৭৬	১ ০.১৯	৫ ০.৯৫
বিসিএস (পুলিশ)	৩৬ ৬.৮৬	৫ ০.৯৫	১১ ২.১	২ ০.৩৮	১৯ ৩.৬২	৫ ০.৯৫	১৫ ২.৮৬	২ ০.৩৮	৯ ১.৭১	১ ০.১৯	৫ ০.৯৫	১ ০.১৯	৭ ১.৩৩	২ ০.৩৮	১০২ ১৯.৪৩	১৮ ৩.৪৩	১২০ ২২.৮৬
বিসিএস (ডাক)	৩ ০.৫৭	১ ০.১৯	১ ০.১৯	১ ০.১৯	০ ০	১ ০.১৯	২ ০.৩৮	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৯	০ ০	৭ ১.৩৩	৩ ০.৫৭	১০ ১.৯
সর্বমোট=	১১৪ ২১.৭	৫৪ ১০.২৮	৩৭ ৭.০৫	১৮ ৩.৪২	৮২ ১৫.৬১	৪২ ৭.৯৯	৫২ ৯.৯	১৬ ৩.০৫	৩৩ ৬.২৮	৭ ১.৩৩	১৯ ৩.৬১	৫ ০.৯৫	৩১ ৫.৯	১৫ ২.৮৬	৩৬৮ ৭০.০৮	১৫৭ ২৯.৯	৫২৫ ৯৯.৯৮

** ছকে স্থগিত/বাতিল তথ্য বাদে।

সারণি-১৩.৩

৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ

(লেখচিত্র-১৩.৩ দ্রষ্টব্য)

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																সর্বমোট
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		মোট		
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিসিএস (কৃষি) কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	২৫ ৩.২	২১ ২.৬৯	২০ ২.৫৬	৯ ১.১৫	৫ ০.৬৪	৩ ০.৩৮	১৭ ২.১৭	৪ ০.৫১	১১ ১.৪১	৩ ০.৩৮	২ ০.২৬	০ ০	২৮ ৩.৫৮	১০ ১.২৮	১০৮ ১৩.৮১	৫০ ৬.৩৯	১৫৮ ২০.২
বিসিএস (কৃষি) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৩ ০.৩৮	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০	২ ০.২৬	০ ০	০ ০	২ ০.২৬	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	৭ ০.৯	৩ ০.৩৮	১০ ১.২৮
বিসিএস(কৃষি) সহঃ পরিচালক/ গবেষণা কর্মকর্তা	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	১ ০.১৩
বিসিএস (সমবায়) পরিসংখ্যানবিদ	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	১ ০.১৩
বিসিএস (সমবায়) গবেষণা কর্মকর্তা	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	১ ০.১৩
বিসিএস(মৎস্য)	৮ ১.০২	২ ০.২৬	৪ ০.৫১	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	৪ ০.৫১	২ ০.২৬	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	৪ ০.৫১	৪ ০.৫১	২০ ২.৫৬	৯ ১.১৫	২৯ ৩.৭১
বিসিএস(স্বাস্থ্য) সহকারী সার্জন	৯১ ১১.৬৪	৩৪ ৪.৩৫	৪৭ ৬.০১	১৬ ২.০৫	৫৮ ৭.৪২	১৬ ২.০৫	৪১ ৫.২৪	১২ ১.৫৩	১৫ ১.৯২	৪ ০.৫১	১১ ১.৪১	৩ ০.৩৮	২৭ ৩.৪৫	১৫ ১.৯২	২৯০ ৩৭.০৮	১০০ ১২.৭৯	৩৯০ ৪৯.৮৭
বিসিএস(স্বাস্থ্য) সহকারী ডেন্টাল সার্জন	৮ ১.০২	১০ ১.২৮	৩ ০.৩৮	৫ ০.৬৪	১০ ১.২৮	৯ ১.১৫	৩ ০.৩৮	৩ ০.৩৮	৫ ০.৬৪	১ ০.১৩	০ ০	০ ০	৬ ০.৭৭	৪ ০.৫১	৩৫ ৪.৪৮	৩২ ৪.০৯	৬৭ ৮.৫৭

৯৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিসিএস (পশুসম্পদ) ভেটেরেনারি সার্জন, এসও /প্রভাষক (ডিভিএম)	৫ ০.৬৪	২ ০.২৬	৪ ০.৫১	২ ০.২৬	২ ০.২৬	৩ ০.৩৮	১ ০.১৩	০ ০	৩ ০.৩৮	০ ০	২ ০.২৬	০ ০	১০ ১.২৮	০ ০	২৭ ৩.৪৫	৭ ০.৯	৩৪ ৪.৩৫
বিসিএস (পশুসম্পদ) পিডিও/এপিও/এস ও/প্রভাষক	৩ ০.৩৮	২ ০.২৬	১ ০.১৩	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	৪ ০.৫১	৪ ০.৫১	৮ ১.০২
বিসিএস (গণপূর্ত) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	১০ ১.২৮	১ ০.১৩	৬ ০.৭৭	২ ০.২৬	৮ ১.০২	১ ০.১৩	৩ ০.৩৮	১ ০.১৩	৩ ০.৩৮	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	৫ ০.৬৪	০ ০	৩৬ ৪.৬	৫ ০.৬৪	৪১ ৫.২৪
বিসিএস (গণপূর্ত) সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)	৪ ০.৫১	১ ০.১৩	০ ০	০ ০	৫ ০.৬৪	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	১১ ১.৪১	২ ০.২৬	১৩ ১.৬৬
বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী	৩ ০.৩৮	০ ০	০ ০	০ ০	২ ০.২৬	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	৫ ০.৬৪	১ ০.১৩	৬ ০.৭৭
বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী যন্ত্র প্রকৌশলী	০ ০	০ ০	৩ ০.৩৮	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	৬ ০.৭৭	১ ০.১৩	৭ ০.৯
বিসিএস(রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী	০ ০	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	২ ০.২৬	৩ ০.৩৮
বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০	০ ০	৩ ০.৩৮	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	৪ ০.৫১	১ ০.১৩	৫ ০.৬৪
বিসিএস (সড়ক ও জনপথ) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	১ ০.১৩

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিসিএস (সড়ক ও জনপথ) সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	২ ০.২৬	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	২ ০.২৬	০ ০	২ ০.২৬
বিসিএস (পরিসংখ্যান) পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০	৩ ০.৩৮	২ ০.২৬	৫ ০.৬৪
সর্বমোট=	১৬৪ ২০.৯৭	৭৭ ৯.৮৮	৯১ ১১.৬৪	৩৫ ৪.৪৯	৯৮ ১২.৫৫	৩৬ ৪.৬১	৭২ ৯.২	২৫ ৩.২	৩৭ ৪.৭৩	০৯ ১.১৫	১৭ ২.১৯	০৩ ০.৩৮	৮৪ ১০.৭৫	৩৪ ৪.৩৫	৫৬৩ ৭২.০১	২১৯ ২৮.০২	৭৮২ ১০০

** ছকে স্থগিত/বাতিল তথ্য বাদে।

সারণি-১৩.৪

৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী বিবরণ ঃ

(লেখচিত্র-১৩.৪ দ্রষ্টব্য)

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																সর্বমোট
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		মোট		
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিসিএস শিক্ষা (বাংলা)	২১	১২	৮	১	৫	২	২০	২	১	১	০	৩	১০	১	৬৫	২২	৮৭
	২.৪৩	১.৩৯	০.৯২	০.১২	০.৫৮	০.২৩	২.৩১	০.২৩	০.১২	০.১২	০	০.৩৫	১.১৬	০.১২	৭.৫১	২.৫৪	১০.০৬
বিসিএস শিক্ষা (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	১৪	৭	৬	৪	১৪	৩	১৯	৪	২	১	৩	৩	৪	০	৬২	২২	৮৪
	১.৬২	০.৮১	০.৬৯	০.৪৬	১.৬২	০.৩৫	২.২০	০.৪৬	০.২৩	০.১২	০.৩৫	০.৩৫	০.৪৬	০	৭.১৭	২.৫৪	৯.৭১
বিসিএস শিক্ষা (প্রাণিবিদ্যা)	৭	৪	৫	২	৩	৫	২	২	২	২	১	০	২	১	২২	১৬	৩৮
	০.৮১	০.৪৬	০.৫৮	০.২৩	০.৩৫	০.৫৮	০.২৩	০.২৩	০.২৩	০.২৩	০.১২	০	০.২৩	০.১২	২.৫৪	১.৮৫	৪.৩৯
বিসিএস শিক্ষা (ইংরেজী)	১৬	৮	৩	১	৭	৪	১৩	৪	১০	৫	৬	৪	৮	১	৬৩	২৭	৯০
	১.৮৫	০.৯২	০.৩৫	০.১২	০.৮১	০.৪৬	১.৫০	০.৪৬	১.১৬	০.৫৮	০.৬৯	০.৪৬	০.৯২	০.১২	৭.২৮	৩.১২	১০.৪০
বিসিএস শিক্ষা (অর্থনীতি)	১১	১০	৩	৩	১৫	৩	৯	২	৩	১	৭	৪	৪	২	৫২	২৫	৭৭
	১.২৭	১.১৬	০.৩৫	০.৩৫	১.৭৩	০.৩৫	১.০৪	০.২৩	০.৩৫	০.১২	০.৮১	০.৪৬	০.৪৬	০.২৩	৬.০১	২.৮৯	৮.৯০
বিসিএস শিক্ষা (দর্শন)	৭	১	০	০	৪	২	৩	০	০	০	০	০	৩	১	১৭	৪	২১
	০.৮১	০.১২	০	০	০.৪৬	০.২৩	০.৩৫	০	০	০	০	০	০.৩৫	০.১২	১.৯৭	০.৪৬	২.৪৩
বিসিএস শিক্ষা (ইতিহাস)	৮	০	৬	১	৬	০	১০	১	১	০	০	০	৩	০	৩৪	২	৩৬
	০.৯২	০	০.৬৯	০.১২	০.৬৯	০	১.১৬	০.১২	০.১২	০	০	০	০.৩৫	০	৩.৯৩	০.২৩	৪.১৬
বিসিএস শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা)	৪	১	০	০	১	০	০	০	১	০	১	০	০	০	৭	১	৮
	০.৪৬	০.১২	০	০	০.১২	০	০	০	০.১২	০	০.১২	০	০	০	০.৮১	০.১২	০.৯২
বিসিএস শিক্ষা (ই. ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	১১	৬	৬	০	৭	১	৫	২	৪	১	০	০	৩	০	৩৬	১০	৪৬
	১.২৭	০.৬৯	০.৬৯	০	০.৮১	০.১২	০.৫৮	০.২৩	০.৪৬	০.১২	০	০	০.৩৫	০	৪.১৬	১.১৬	৫.৩২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিসিএস শিক্ষা (সমাজবিজ্ঞান)	৬ ০.৬৯	৫ ০.৫৮	০ ০	২ ০.২৩	৩ ০.৩৫	২ ০.২৩	১২ ১.৩৯	৩ ০.৩৫	১ ০.১২	৩ ০.৩৫	১ ০.১২	০ ০	২ ০.২৩	০ ০	২৫ ২.৮৯	১৫ ১.৭৩	৪০ ৪.৬২
বিসিএস শিক্ষা (সমাজকল্যাণ)	৫ ০.৫৮	৩ ০.৩৫	৩ ০.৩৫	০ ০	৩ ০.৩৫	১ ০.১২	৩ ০.৩৫	৩ ০.৩৫	১ ০.১২	০ ০	৩ ০.৩৫	০ ০	১ ০.১২	১ ০.১২	১৯ ২.২	৮ ০.৯২	২৭ ৩.১২
বিসিএস শিক্ষা (পদার্থ বিদ্যা)	১৩ ১.৫০	৩ ০.৩৫	১ ০.১২	০ ০	৪ ০.৪৬	২ ০.২৩	৩ ০.৩৫	১ ০.১২	৪ ০.৪৬	০ ০	৩ ০.৩৫	০ ০	৩ ০.৩৫	১ ০.১২	৩১ ৩.৫৮	৭ ০.৮১	৩৮ ৪.৩৯
বিসিএস শিক্ষা (রসায়ন)	৭ ০.৮১	২ ০.২৩	৪ ০.৪৬	২ ০.২৩	৭ ০.৮১	২ ০.২৩	৪ ০.৪৬	১ ০.১২	২ ০.২৩	১ ০.১২	০ ০	০ ০	৭ ০.৮১	০ ০	৩১ ৩.৫৮	৮ ০.৯২	৩৯ ৪.৫১
বিসিএস শিক্ষা (উদ্ভিদবিজ্ঞান)	৮ ০.৯২	৭ ০.৮১	৩ ০.৩৫	৩ ০.৩৫	৩ ০.৩৫	৩ ০.৩৫	৫ ০.৫৮	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	৪ ০.৪৬	৩ ০.৩৫	২৩ ২.৬৬	১৭ ১.৯৭	৪০ ৪.৬২
বিসিএস শিক্ষা (কৃষি)	০ ০	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০	০ ০	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০	০ ০	১ ০.১২	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০	০ ০	৩ ০.৩৫	৪ ০.৪৬	৭ ০.৮১
বিসিএস শিক্ষা (ভূগোল)	১ ০.১২	০ ০	২ ০.২৩	১ ০.১২	০ ০	০ ০	৩ ০.৩৫	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	৩ ০.৩৫	২ ০.২৩	১০ ১.১৬	৬ ০.৪৬	১৪ ১.৬২
বিসিএস শিক্ষা (মনোবিজ্ঞান)	১ ০.১২	০ ০	০ ০	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	২ ০.২৩	০ ০	৩ ০.৩৫	২ ০.২৩	৫ ০.৫৮
বিসিএস শিক্ষা (হিসাব বিজ্ঞান)	১৫ ১.৭৩	৪ ০.৪৬	১ ০.১২	১ ০.১২	১৬ ১.৮৫	১ ০.১২	৯ ১.০৪	২ ০.২৩	১ ০.১২	০ ০	১ ০.১২	০ ০	৬ ০.৬৯	২ ০.২৩	৪৯ ৫.৬৬	১০ ১.১৬	৫৯ ৬.৮২
বিসিএস শিক্ষা (ব্যবস্থাপনা)	৭ ০.৮১	১ ০.১২	৫ ০.৫৮	২ ০.২৩	১০ ১.১৬	১ ০.১২	৩ ০.৩৫	৩ ০.৩৫	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০	০ ০	১ ০.১২	০ ০	২৭ ৩.১২	৮ ০.৯২	৩৫ ৪.০৫
বিসিএস শিক্ষা (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	০ ০	২ ০.২৩	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	৩ ০.৩৫	৩ ০.৩৫
বিসিএস শিক্ষা (মার্কেটিং)	৪ ০.৪৬	২ ০.২৩	৩ ০.৩৫	০ ০	৬ ০.৬৯	২ ০.২৩	৪ ০.৪৬	০ ০	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১৮ ২.০৮	৪ ০.৪৬	২২ ২.৫৪

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিসিএস শিক্ষা (হাদিস)	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১২	০ ০	১ ০.১২
বিসিএস শিক্ষা ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং)	৪ ০.৪৬	০ ০	০ ০	১ ০.১২	০ ০	০ ০	১ ০.১২	০ ০	৩ ০.৩৫	০ ০	০ ০	২ ০.২৩	০ ০	১ ০.১২	৮ ০.৯২	৪ ০.৪৬	১২ ১.৩৯
বিসিএস শিক্ষা (পালি)	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১২	০ ০	১ ০.১২
বিসিএস শিক্ষা (সংস্কৃত)	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	২ ০.২৩	১ ০.১২	৩ ০.৩৫
বিসিএস শিক্ষা (পরিসংখ্যান)	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০	০ ০	৪ ০.৪৬	০ ০	১ ০.১২	০ ০	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	৭ ০.৮১	১ ০.১২	৮ ০.৯২
বিসিএস শিক্ষা (গণিত)	২ ০.২৩	১ ০.১২	২ ০.২৩	০ ০	৭ ০.৮১	০ ০	১ ০.১২	০ ০	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১৩ ১.৫০	১ ০.১২	১৪ ১.৬২
বিসিএস শিক্ষা (আরবি)	০ ০	০ ০	১ ০.১২	০ ০	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	২ ০.২৩	০ ০	২ ০.২৩
বিসিএস শিক্ষা (কম্পিউটার)	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	২ ০.২৩	০ ০	২ ০.২৩
বিসিএস শিক্ষা (খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান)	১ ০.১২	০ ০	০ ০	১ ০.১২	০ ০	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১২	২ ০.২৩	৩ ০.৩৫
বিসিএস শিক্ষা (বস্ত্রপরিচ্ছদ ও বয়নশিল্প)	০ ০	১ ০.১২	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	২ ০.২৩	০ ০	৩ ০.৩৫	৩ ০.৩৫
সর্বমোট=	১৭৭ ২০.৪৭	৮২ ৯.৫১	৬৩ ৭.৩	২৬ ৩.০৪	১২৭ ১৪.৭	৩৭ ৪.৩১	১৩৩ ১৫.৪২	৩৪ ৩.৯৬	৪১ ৪.৭৯	১৭ ১.৯৭	২৭ ৩.১৫	১৭ ১.৯৭	৬৬ ৭.৬৪	১৮ ২.১১	৬৩৪ ৭৩.২৯	২৩৩ ২৬.৭	৮৬৫ ১০০

** ছকে স্থগিত/বাতিল তথ্য বাদে।

সারণি-১৩.৫

৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারী (০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রার্থীর বয়স) বিবরণ ঃ
(লেখচিত্র-১৩.৫)

বয়সের শ্রেণীবিন্যাস	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)
২১—২৩	৯৬৫৭ ৩.৯৬	৫৫৫৩ ২.২৮	১৫২১৩ ৬.২৩	৯৯৩ ৪.৯৭	৩০৩ ১.৫২	১২৯৬ ৬.৪৯	৪৪৪ ৭.৩	১৪১ ২.৩২	৫৮৫ ৯.৬২	১৯৪ ৮.৯৩	৭৫ ৩.৪৫	২৬৯ ১২.৩৮
২৩—২৫	৪১৮৬৯ ১৭.১৬	২৪৭৮৭ ১০.১৬	৬৬৬৫৯ ২৭.৩১	৪০৪৫ ২০.২৫	১২৩৭ ৬.১৯	৫২৮২ ২৬.৪৫	১৫০৫ ২৪.৭৫	৪৯৫ ৮.১৪	২০০০ ৩২.৮৯	৬২২ ২৮.৬৪	২৬২ ১২.০৬	৮৮৪ ৪০.৭
২৫—২৭	৫৩৪২৪ ২১.৮৯	২৭৩২৬ ১১.২	৮০৭৫৪ ৩৩.০৯	৫৩১৪ ২৬.৬১	১৫১৫ ৭.৫৯	৬৮২৯ ৩৪.১৯	১৫২১ ২৫.০১	৪৪০ ৭.২৪	১৯৬১ ৩২.২৫	৪৭৭ ২১.৯৬	১৮১ ৮.৩৩	৬৫৮ ৩০.২৯
২৭—২৯	৪১৫০৮ ১৭.০১	১৭৩৯৮ ৭.১৩	৫৮৯০৯ ২৪.১৪	৪০৪৭ ২০.২৬	৯০৫ ৪.৫৩	৪৯৫২ ২৪.৮	৯৪১ ১৫.৪৭	২৩৫ ৩.৮৬	১১৭৬ ১৯.৩৪	২১৪ ৯.৮৫	৭২ ৩.৩১	২৮৬ ১৩.১৭
২৯-এর উর্ধ্বে	১৬২২৪ ৬.৬৫	৬৩০২ ২.৫৮	২২৫২৭ ৯.২৩	১৩৮৬ ৬.৯৪	২২৬ ১.১৩	১৬১২ ৮.০৭	৩১০ ৫.১	৪৯ ০.৮১	৩৫৯ ৫.৯	৫৮ ২.৬৭	১৭ ০.৭৮	৭৫ ৩.৪৫
সর্বমোট=	১৬২৬৮২ ৬৬.৬৬	৮১৩৬৩ ৩৩.৩৪	২৪৪০৬২ ১০০	১৫৭৮৫ ৭৯.০৪	৪১৮৬ ২০.৯৬	১৯৯৭১ ১০০	৪৭২১ ৭৭.৬৪	১৩৬০ ২২.৩৬	৬০৮১ ১০০	১৫৬৫ ৭২.০৫	৬০৭ ২৭.৯৫	২১৭২ ১০০

** ছকে স্থগিত/বাতিল তথ্য বাদে।

সারণি -১৩.৬

বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের পরিসংখ্যান ঃ

(লেখচিত্র-১৩.৬ দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং	বিসিএস পরীক্ষার নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	৩১তম	১,৪৭৫ (৭০.৩৭%)	৬২১ (২৯.৬২%)	২,০৯৬ (১০০%)
২	৩২তম (বিশেষ)	৭৫২ (৪৪.৯০%)	৯২৩ (৫৫.১০%)	১,৬৭৫ (১০০%)
৩	৩৩তম	৫২৫২ (৬১.৭৪%)	৩,২৫৫ (৩৮.২৬%)	৮,৫০৭ (১০০%)
৪	৩৪তম	১৪০০ (৬৪.৩৭%)	৭৭৫ (৩৫.৬৩%)	২১৭৫ (১০০%)
৫	৩৫তম	১৫৬৫ (৭২.০৫%)	৬০৭ (২৭.৯৫%)	২১৭২ (১০০%)

** ছকে স্থগিত/বাতিল তথ্য বাদে।

লেখচিত্র-১৩.১ ঃ ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় আবেদনকারী এবং বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা

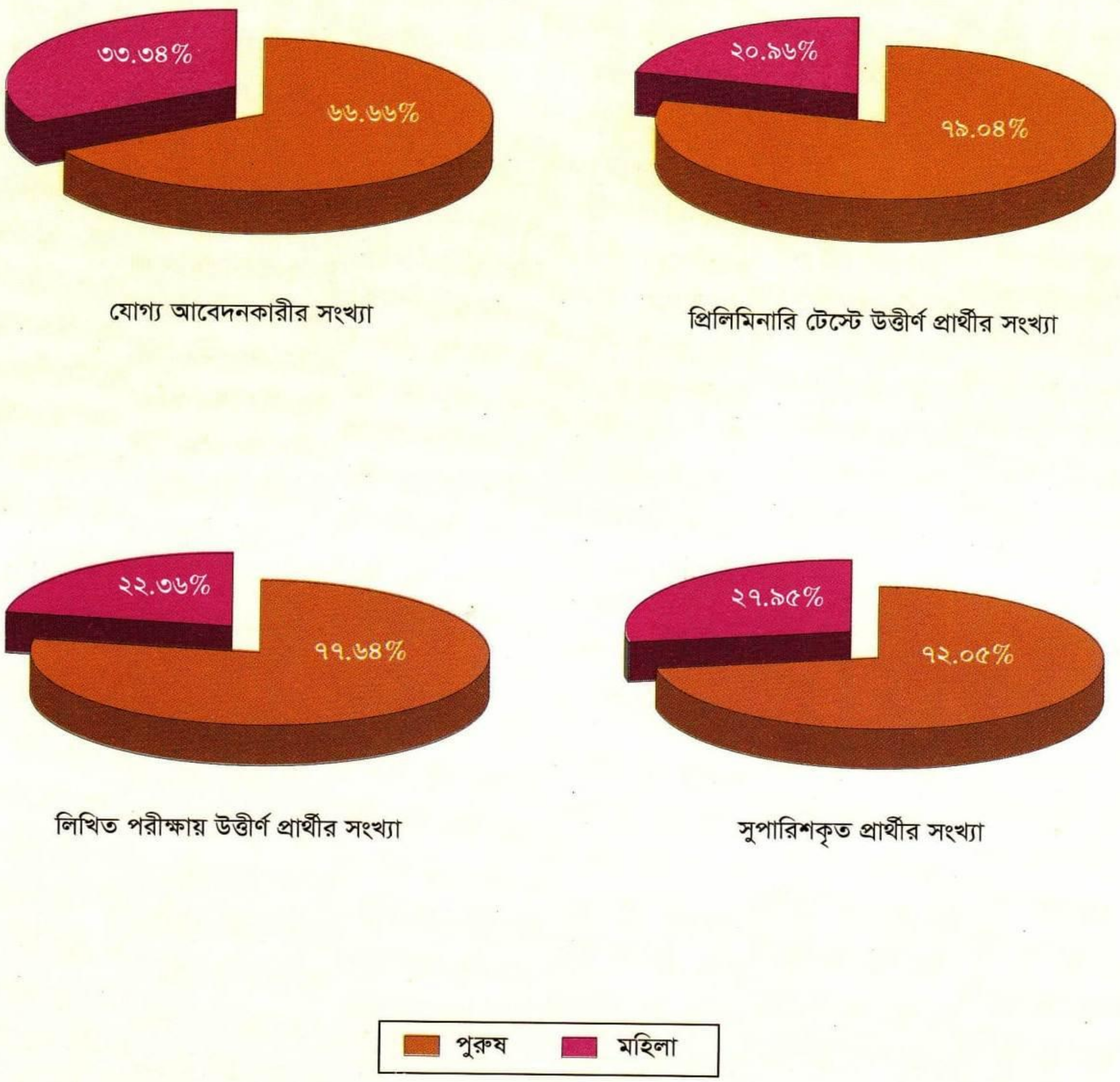

লেখচিত্র-১৩.২ ঃ ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী সংখ্যা

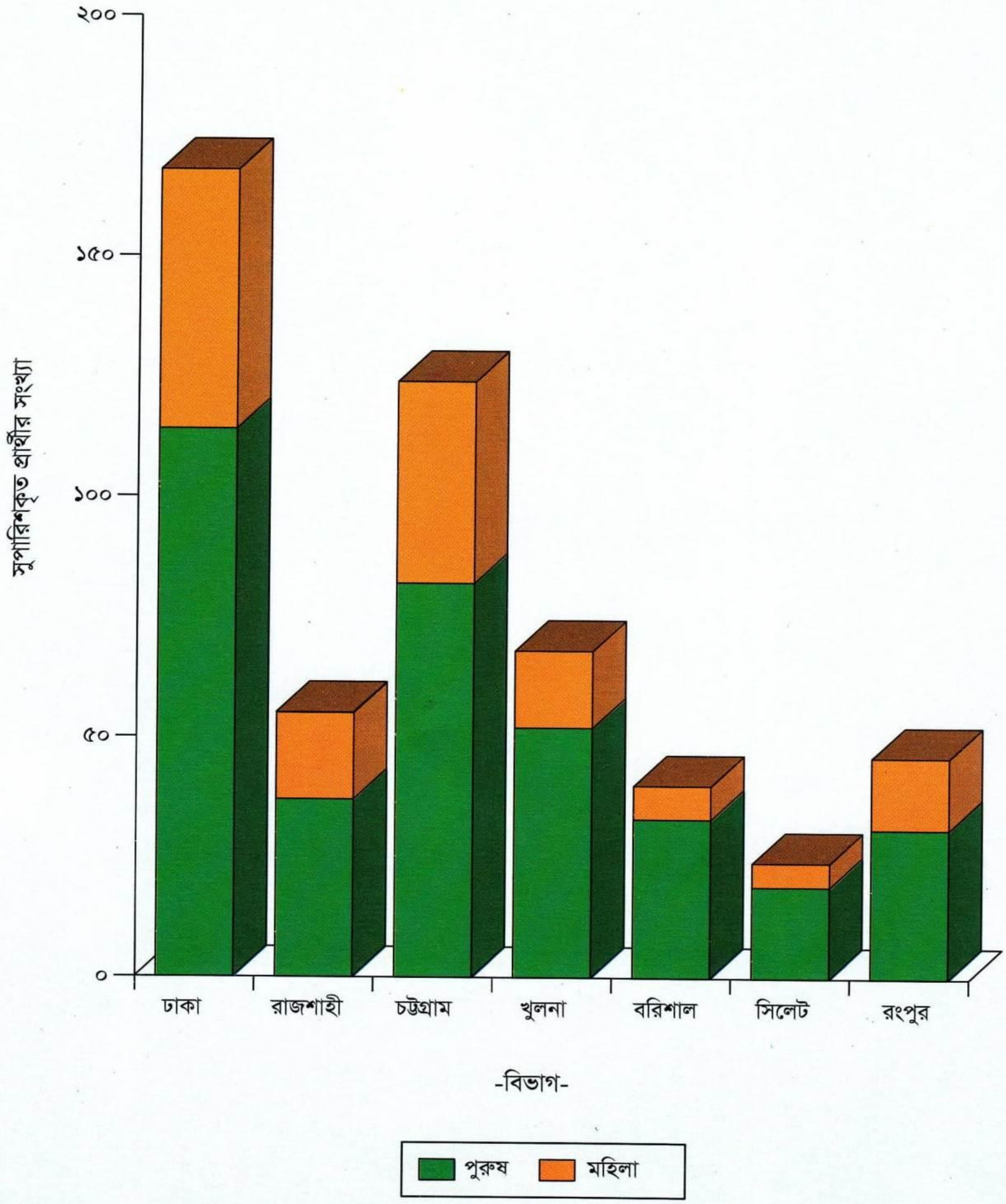

লেখচিত্র-১৩.৩ ঃ ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী সংখ্যা

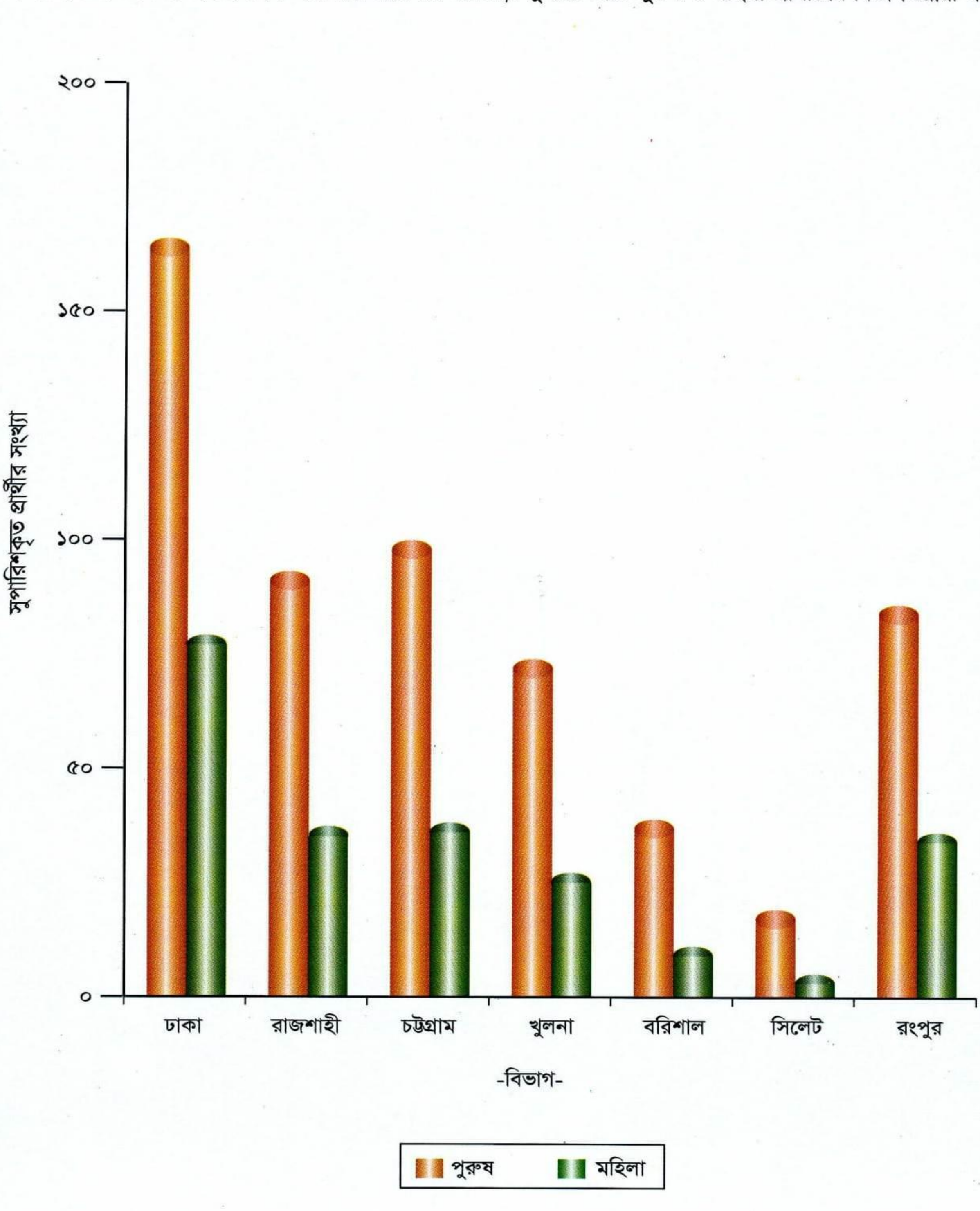

লেখচিত্র-১৩.৪ ঃ ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারী সংখ্যা

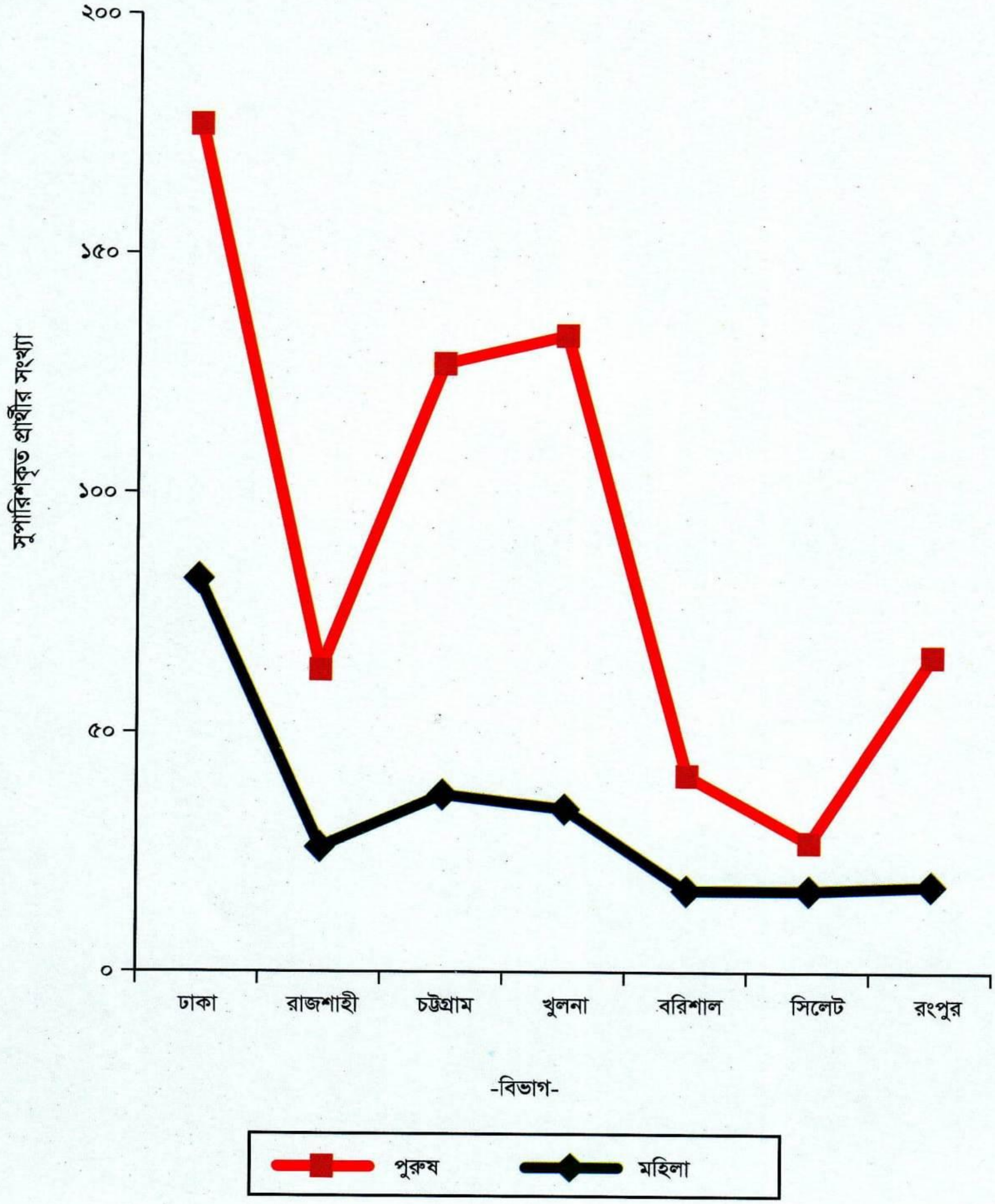

লেখচিত্র-১৩.৫ ঃ ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারী সংখ্যা

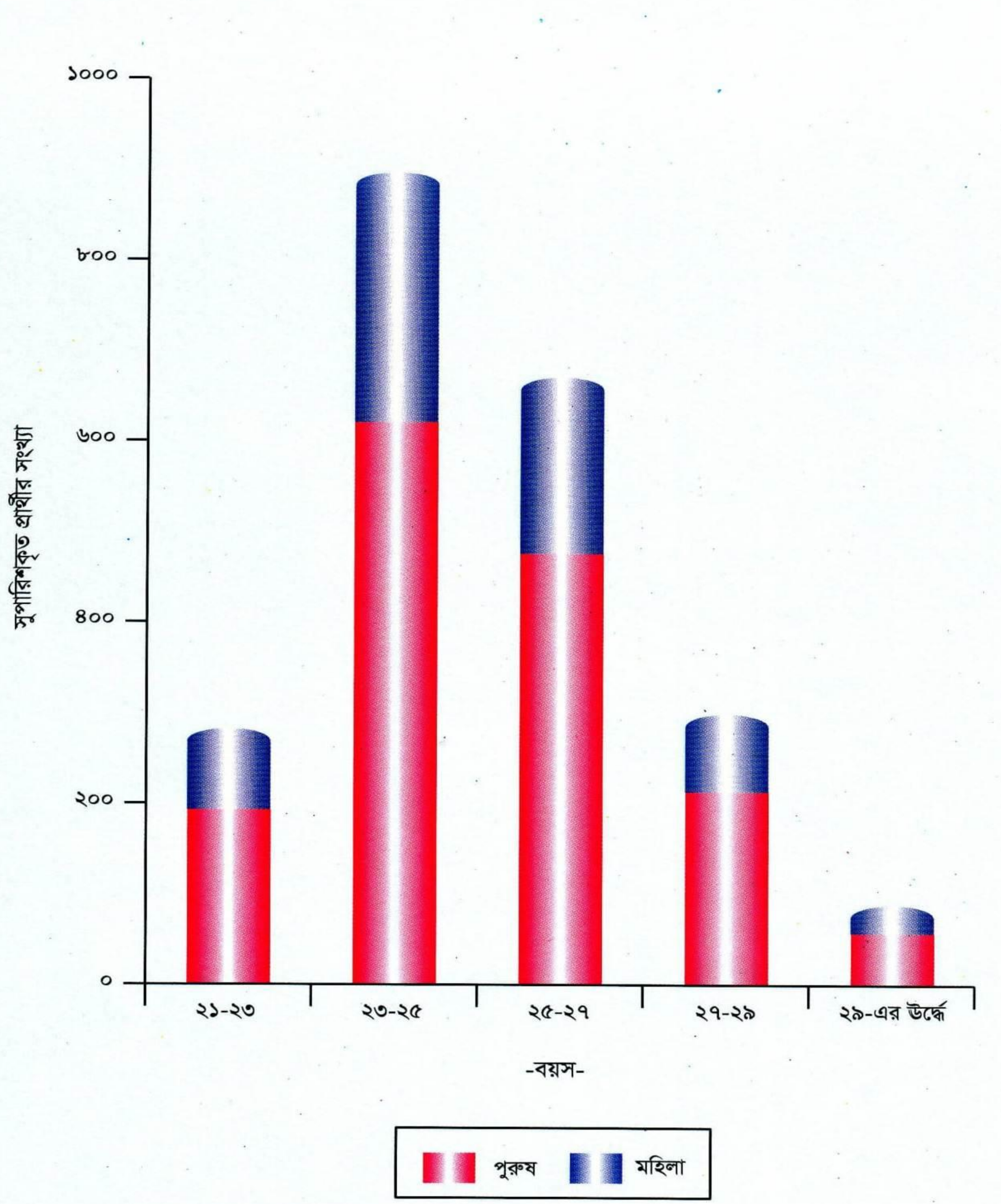

লেখচিত্র-১৩.৬ ঃ বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা

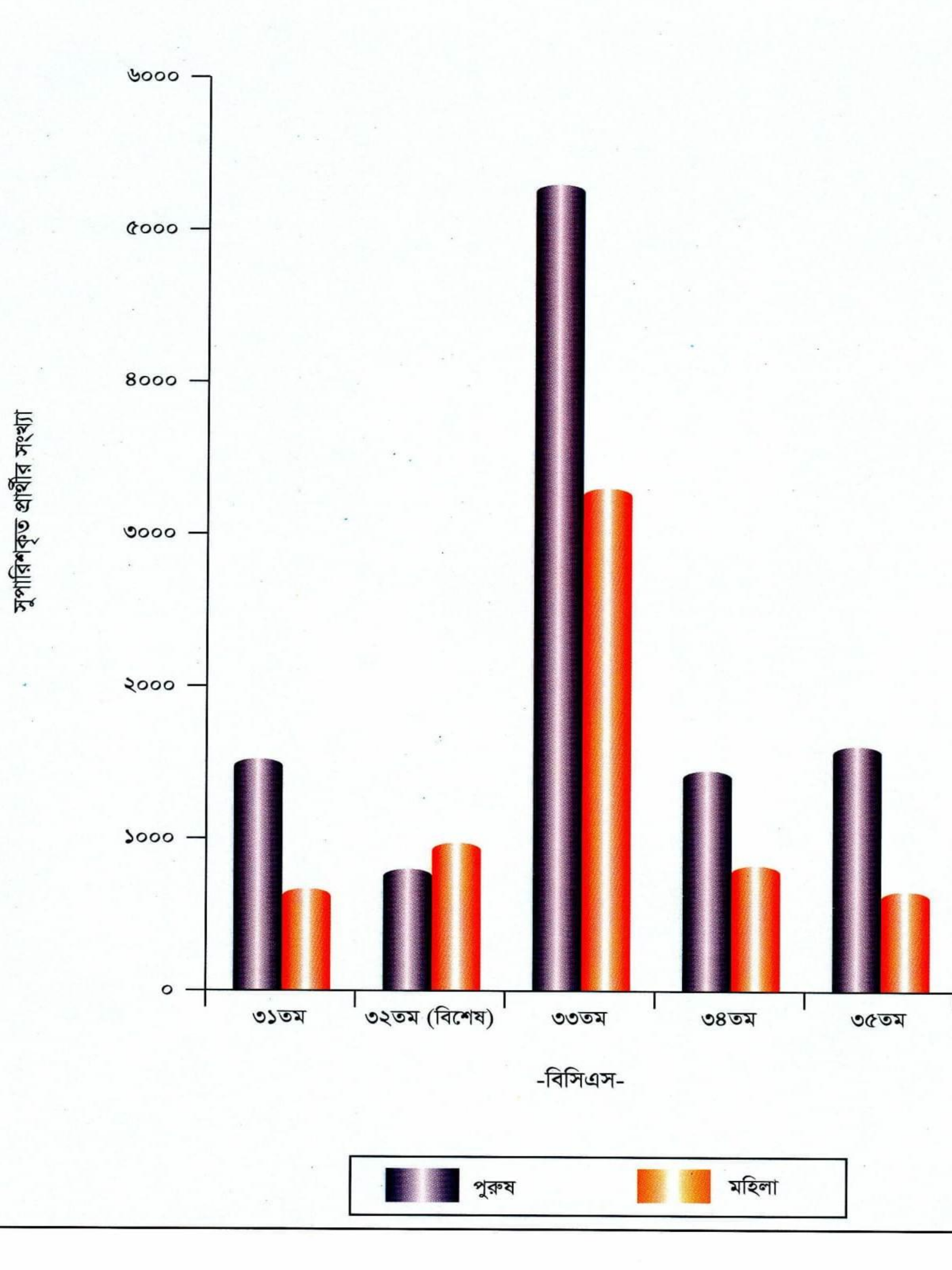

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ও অন্যান্য অনুষ্ঠান/কার্যক্রমের আলোকচিত্র

দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন

চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন ও বিশেষ মোনাজাত করেন ড. মোহাম্মদ সাদিক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন কর্ম কমিশনের নব নিযুক্ত চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে জাতীয় শোক দিবস পালন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে 'পিএসসির পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগিকরণ' শীর্ষক সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমপি

'উন্নয়ন ভাবনা: জনপ্রশাসনে দ্রুত নিয়োগ' শীর্ষক সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিসহ কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক ৩৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্টের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ

৩৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্টের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে হল প্রধানদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত '৩৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় লব্ধ অভিজ্ঞতা ও সুপারিশ প্রনয়ণ' শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক বিসিএস পরীক্ষার শুরুতে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্ট

মৌখিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য প্রার্থীরা কমিশন ভবনে প্রবেশ করছেন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের একটি ভাইভা বোর্ড

২০১৬ সালে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক 'পিএসসি প্রতিষ্ঠা দিবস' উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন-২০১৬

পঞ্চদশ অধ্যায়

গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার উপর বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কমিশন সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কর্ম কমিশন সম্পর্কে প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত কিছু রিপোর্ট ঃ

যুগান্তর | ২৭ জুন ২০১৬

সরকারি প্রাইমারি ও হাইস্কুল

৩৪তম বিসিএস থেকে ৩৭৭০ শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ

মুসতাক আহমদ

সরকারি হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদে ৩৪তম বিসিএসে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। রোববার সরকারি কর্মকমিশনে (পিএসসি) আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অপরদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদেও এ বিসিএস থেকে নিয়োগের প্রস্তাব পাঠিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। পিএসসি সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মোট শূন্যপদের ৫০ শতাংশ পদে এখন নিয়োগ করার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে ২ হাজার ৮৯৮টি। অপরদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের এ ধরনের নিয়োগ-উপযোগী পদ আছে ৮৭২টি। এ ৩ হাজার ৭৭০টি পদই গত কয়েক বছরে সরকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করে। এ কারণে আগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধিদফতর নিয়োগ দিতে পারলেও তা এখন পিএসসির অধীনে চলে গেছে।

জানা গেছে, প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে রোববার পিএসসিতে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। এতে সরকারি হাইস্কুলে ১ হাজার ৭৪৪টি শূন্যপদের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি এর ৫০ শতাংশ (৮৭২টি পদ) বিসিএস থেকে পূরণের প্রস্তাব তুলে ধরা হয়।

বৈঠক শেষে মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন যুগান্তরকে বলেন, সরকারি ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

৩৪তম বিসিএস

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের বেশকিছু পদ খালি আছে। এগুলোর কারণে শিক্ষা কার্যক্রম কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব পদ সম্প্রতি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করায় আগের নিয়োগবিধির আলোকে আমরা নিয়োগ দিতে পারছিলাম না। নিয়োগবিধি হালনাগাদের কাজও শেষ হয়নি। তাই শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে দ্রুত শিক্ষকের পদ পূরণে এমন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পিএসসির সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। আশা করছি, সমস্যার সমাধান হবে।

উল্লেখ্য, সারা দেশে বর্তমানে ৩৩৩টি সরকারি হাইস্কুল আছে। এতে সহকারী শিক্ষকের ১০ হাজার ৬টি পদের মধ্যে ১ হাজার ৭৪৪টিই শূন্য। প্রধান শিক্ষকের ৩২৪টি পদের মধ্যে ৮৪টিই খালি। ৯টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদই নেই। সহকারী প্রধান শিক্ষকের ৪৫৭টি পদের মধ্যে ৩৬৭টিই খালি। বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে খালি পদ বেশি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাউশির একাধিক কর্মকর্তা জানান, সরকারি হাইস্কুলে চার বছর ধরে কোনো শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না। ২০১২ সালের ১৫ মে সরকার এসব স্কুলের সহকারী শিক্ষকের পদ তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : এদিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদে সরাসরি নিয়োগযোগ্য (পদ) আছে ৫ হাজার ৭৯৭টি। এর মধ্যে পুরনো সরকারি বিদ্যালয়ে পদ আছে ৯৮২টি। জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের পদ ৪ হাজার ৮১৫টি। এসব পদে নিয়োগের জন্য সম্প্রতি পিএসসিতে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রস্তাবের পর পিএসসি থেকে ব্যাখ্যা চেয়ে একটি পত্র আসে। তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ জুন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই) একটি জবাব তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে তা পিএসসিতে পাঠানো হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গত ২৯ মার্চের বৈঠকের কার্যপত্রে দেখা যায়, দুই ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ মোট খালি আছে ১৬ হাজার ৩৭৩টি। নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী, মোট পদের ৩৫ শতাংশে সরাসরি নিয়োগ দেয়া যাবে। বাকিটা পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের বিধান আছে। পিএসসিতে পাঠানো প্রস্তাবে ৫ হাজার ৭৯৭টি শূন্যপদের ৫০ শতাংশ ৩৪তম বিসিএস থেকে পূরণ করতে চাচ্ছে মন্ত্রণালয়।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ১৯ জুন যুগান্তরকে বলেন, আমরা একটি প্রস্তাবনা পিএসসিতে পাঠিয়েছিলাম। তারা কিছু ব্যাখ্যা চেয়েছে। সেগুলোসহ খুব তাড়াতাড়িই পিএসসিতে আরেকটি পত্র পাঠাব।

দৈনিক
জনকণ্ঠ
১০ আগস্ট ২০১৬

হাজার হাজার চাকরি প্রার্থীর ভাগ্য খুলছে শীঘ্রই

বিভাষ বাড়ৈ ॥ সরকারী কর্মকমিশনের (পিএসসি) অধীনে বিসিএস, নন-ক্যাডার, নার্সসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশ নেয়া হাজার হাজার চাকরি প্রার্থীর ভাগ্য খুলছে শীঘ্রই। আসছে একের পর এক নিয়োগ ও পরীক্ষা। দুই মাসের মধ্যেই নিয়োগ পাচ্ছেন ১৫ হাজার বিসিএস ক্যাডার, নন-ক্যাডার পদের চাকরি প্রার্থী। চলতি মাসেই ৩৪তম বিসিএসের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ ছাড়াও প্রকাশ করা হবে ৩৫ তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল। ৩৬ তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষাও শুরু হচ্ছে আগামী ১ সেপ্টেম্বর। ৩৭ তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেয়া হবে ৩০ সেপ্টেম্বর।

(২ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

হাজার হাজার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

একের পর এক পরীক্ষা ও নিয়োগের এ কার্যক্রম ঘিরে রীতিমতো বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে কমিশনে।

গত দুদিন সরকারী কর্মকমিশনের কার্যক্রম পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে চাকরি প্রার্থীদের জন্য এমন সুসংবাদই পাওয়া গেছে। পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সফল করতে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কাজ করছেন দিনরাত। কমিশনের সদস্যসহ পরীক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্তরা অফিস করছেন ছুটির দিনেও। সরাসরি সকল নিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রম মনিটরিং ছাড়াও নিজেই ভাইভা বোর্ডে থাকছেন চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক। দ্রুত ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের লক্ষ্যে অন্য সদস্যদের মতো ভাইভা নিচ্ছেন চেয়ারম্যান। এর আগে বিসিএস ক্যাডার নিয়োগের ভাইভা বোর্ডে চেয়ারম্যান থাকার নজির থাকলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়োগ পরীক্ষায় এভাবে চেয়ারম্যানের অংশগ্রহণ দেখা যায়নি কখনও। বিষয়টিকে ইতিবাচক উল্লেখ করে অন্য সদস্য ও কর্মকর্তারা বলছেন, এতে কমিশনের কর্মকর্তাদের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীর। মঙ্গলবার সকালে কমিশনে গিয়ে দেখা যায়, চেয়ারম্যান ১০টি ভাইভা বোর্ডের একটিতে ভাইভা নিচ্ছেন সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে চাকরি প্রার্থীদের। পাশেই চোখে পড়ল প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির ছোঁয়া। নিজে ভাইভা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাইভা বোর্ডগুলোর কার্যক্রমও চেয়ারম্যান দেখছেন সিসি টিভির মাধ্যমে। প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে নিজ কক্ষে বসেই চেয়ারম্যান এখন পর্যবেক্ষণ করতে পারছেন প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি শাখার কার্যক্রম। কথা বলে জানা গেল, কেবল এ পরীক্ষাই নয়। সুখবর আসছে আরও বেশ কিছু পরীক্ষায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক চাকরি প্রার্থীর জন্যই। ৩৪ তম বিসিএসে যারা ক্যাডার পদ পাননি তাদের জন্যও আছে সুখবর। ওই বিসিএস থেকে নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকরির সুযোগ আসছে প্রথমবারের মতো। যেখানে নিয়োগ পাবেন দুই হাজারেরও বেশি প্রার্থী। চলতি মাসেই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ পাবেন এক হাজার ২০০ জন। সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাবেন প্রায় ৬০০ জন, কর পরিদর্শকের চাকরি পাবেন ৩৫০ জন, নিয়োগ দেয়া হবে লেবার পরিদর্শক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এপিওসহ বিভিন্ন পদেও। এর আগে একই বিসিএস থেকে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণীর পদে নিয়োগ দেয়া হয় ৪০৯ জনকে।

৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশের কাজ বহুলাংশে শেষ। তবে তার আগেই ৩৪তম বিসিএসের নন-ক্যাডারের নিয়োগ দিতে পারলে অনেক মেধাবী সন্তান তার সুফল পাবেন। কারণ ৩৫তম বিসিএসের ফল প্রকাশ হলে আইন অনুসারে তার আগের বিসিএস থেকে আর নন-ক্যাডার পদে কাউকে নিয়োগ দেয়া যাবে না। ফলে অনেকের সরকার চাকরির বয়সও চলে যাবে। এ অবস্থায় দুটোর কাজই এগুচ্ছে ভালভাবে। চলতি মাসের মধ্যেই ৩৪তম বিসিএসের নন-ক্যাডার পদের নিয়োগ শেষ করে ৩৫তম বিসিএসের ফল প্রকাশ করার লক্ষ্য নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন একাধিক সদস্য।

এ মাসের শেষ সপ্তাহেই চূড়ান্তভাবে নিয়োগ পেতে পারেন ৩৫তম বিসিএসের মেধাবীরা। ৩৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ছয় হাজার ৮৮ চাকরিপ্রত্যাশী। যারা পরে মৌখিক পরীক্ষার মুখোমুখি হন। ৩৫তম বিসিএসের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে এক হাজার ৮০৩টি পদে নিয়োগ দেয়ার কথা রয়েছে। তবে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানা গেছে। ২০১৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পিএসসি ৩৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর গতবছর ৬ মার্চ ২ লাখ ৪৪ হাজার ১০৭ চাকরিপ্রার্থী প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশ নেন। প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ ২০ হাজারের বেশি সরকারী চাকরিপ্রত্যাশী অংশ নেন লিখিত পরীক্ষায়।

অপেক্ষার অবসান হচ্ছে ৩৬তম বিসিএসে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাস করা প্রার্থীদেরও। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে লিখিত পরীক্ষা হবে বলে জানিয়েছেন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. আবদুল জব্বার খান। তিনি জানান, চাকরি প্রার্থীদের জন্য কমিশন কাজ করছে অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে। ৩৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ১৩ হাজার ৮৩০ জন। বিভিন্ন ক্যাডারে দুই হাজার ১৮০ জনকে নিয়োগ দিতে ৩৬তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল পিএসসি।

এদিকে ৩৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির জন্য যারা আবেদন করে অপেক্ষা করছেন তাদের অপেক্ষারও অবসান হচ্ছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ৩৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। কমিশনের কর্মকর্তারা তারিখ চূড়ান্ত করা হয়েছে জানিয়ে বলেছেন, ৪৬৫ টি সাধারণ ক্যাডারসহ এক হাজার ২২৬টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ৩৭ তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিসিএসের মাধ্যমে প্রশাসন ক্যাডারে ৩০০ এবং পুলিশে ১০০ জনকে নিয়োগ দেয়া হবে।

মঙ্গলবার কমিশনে গিয়ে দেখা যায়, অন্তত চারটি বিসিএসের নিয়োগ ও ১০ হাজার নার্স নিয়োগের কাজ এক সঙ্গে চললেও পুরো প্রক্রিয়া এগুচ্ছে দ্রুত গতিতেই। নার্স নিয়োগের কাজ দ্রুত শেষ করতে ভাইভা নিচ্ছে ১০টি বোর্ড। চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক সার্বিক পরিস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বলছিলেন, কাজের চাপ অনেক তবে সকলেই অত্যন্ত সুন্দরভাবে দ্রুততার সঙ্গে কাজ এগিয়ে নিচ্ছেন। সদস্যরা সরকারী ছুটির দিনেও অফিস করছেন। ফল প্রকাশে দেরি হওয়া সম্পর্কে অনেকের অভিযোগ আছে।

এ বিষয়ে চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক বলছিলেন, আসলে কি, দেখে মনে হয় বিসিএস শুধু ২৭টি ক্যাডারের একটি বিসিএস পরীক্ষাই নেয়। কিন্তু এই পরীক্ষা নিতেই যে কত ধরনের পরীক্ষা ও প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণেনের মধ্য দিয়ে যেতে হয় তা অনেকেই ভাবেন না। শুধু শিক্ষা ক্যাডারেই ৭৯ রকমের প্রশ্ন করতে হয়। এসব পরীক্ষার খাতা নিরীক্ষণে সময় লাগে। ক্যাডার ছাড়াও নন-ক্যাডারের অনেক পরীক্ষা নিতে হয়। এখন প্রতিদিন ৪০০ নার্স নিয়োগের সাক্ষাতকার নিতে হচ্ছে। এটা হচ্ছে বাস্তবতা।

কথা হচ্ছিল কমিশনের সদস্য অধ্যাপক আবদুল জব্বার খানের সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, অন্যান্য পরীক্ষা ও ফল দ্রুত হয় না বলে অনেকেই হয়ত মনে করেন কাজ হচ্ছে না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এক সময় কমিশনের পরীক্ষা যেমন কম ছিল তেমনি প্রার্থীও কম ছিল।

যুগান্তর

২৯ আগস্ট ২০১৬

শূন্য পদ সংখ্যা জানতে চেয়ে তিন মন্ত্রণালয়ে পিএসসির চিঠি

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ক্যাডার, নন-ক্যাডার এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর শূন্য পদের সংখ্যা জানতে চেয়েছে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। স্বায়ত্তশাসিত এই সংস্থাটির চেয়ারম্যান পৃথক পত্র পাঠিয়ে তিন মন্ত্রণালয়ের কাছে জরুরি ভিত্তিতে এ তথ্য চেয়েছেন। বিশেষ বাহক এবং ইমেইলে পত্র পৌঁছানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে এ তথ্য। চিঠি পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করে পিএসসি চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক যুগান্তরকে বলেন, 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে নিয়োগের বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে সরকারের সিদ্ধান্ত আছে। সম্প্রতি আমরা ৩৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করেছি। ১ সেপ্টেম্বর ৩৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে। ৩৫তম বিসিএসের মাধ্যমে যাতে প্রথম শ্রেণীর নন-ক্যাডার এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ দিতে পারি, সে লক্ষ্যে তথ্য চাওয়া হয়েছে। আর ৩৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা যেহেতু এখনও নেয়া হয়নি, তাই এই বিসিএসের জন্যও ক্যাডার পদের অধিযাচন (রিকুইজিশন) নেয়ার সুযোগ আছে।'

শিক্ষা খাতের চাকরি নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর স্বাস্থ্য খাতের পদগুলো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন। এই তিন মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পিএসসি চেয়ারম্যান তিন সচিবকে আলাদা চিঠি দিয়েছেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে নিয়োগ ত্বরান্বিত করতে পিএসসি বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যান্য নিয়োগ প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু কমিশনের এসব উদ্যোগ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তা ছাড়া সফল হবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, পিএসসি চেয়ারম্যানের চিঠিতে দুটি অংশ আছে। একটিতে ৩৬তম বিসিএসের মাধ্যমে ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য সর্বশেষ শূন্য পদের হিসাব পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছে। পাশাপাশি নিয়োগবিধিও পাঠাতে বলা হয়েছে। আরেক অংশে ৩৫তম বিসিএসের মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর নন-ক্যাডার এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষক-কর্মকর্তার শূন্য পদের তালিকা পাঠাতে বলা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

শুক্রবার ২ সেপ্টেম্বর ২০১৬, ১৮ ভাদ্র ১৪২৩

ভিডিও কনফারেন্সে প্রশ্নের সেট নির্ধারণ

৩৬তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এবারই প্রথম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সেট নির্ধারণ করেছে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। বিসিএস পরীক্ষায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ভিডিও কনফারেন্সে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সেট লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করে তা বিভাগীয় পর্যায়ের ৬ জেলা প্রশাসককে অবহিত করা হয়েছে। পিএসসির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গতকাল বৃহস্পতিবার পিএসসির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রশ্নের সেট নির্ধারণ করেন। গতকাল সকাল ১০টায় ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগে পিএসসি কার্যালয় থেকে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট ও বরিশালের জেলা প্রশাসকেরা পিএসসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে ভিডিও সম্মেলনে যুক্ত হন। এরপর পিএসসির সদস্যের উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে একাধিক প্রশ্নপত্র থেকে পরীক্ষার সেট নির্ধারিত হয়। এদিকে, গতকাল ৩৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার প্রথম দিন আবশ্যিক ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা ছিল।

দৈনিক ইত্তেফাক

০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬

পিএসসির 'সার্চ ইঞ্জিনে' ফলে দীর্ঘসূত্রতা কমছে

■ সাইদুর রহমান

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস)সহ নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দীর্ঘসূত্রতা কমাতে 'সার্চ ইঞ্জিন' ব্যবহার শুরু করছে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। ইতোমধ্যে এই 'সার্চ ইঞ্জিন' সফটওয়্যার ব্যবহার করে মাত্র ৫ মাস ৬দিনে সিনিয়র স্টাফ নার্স পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় ফলাফল প্রকাশের যে দীর্ঘসূত্রতা ছিল তা দূর করার জন্য মূলত 'সার্চ ইঞ্জিনে'র ব্যবহার করছে কমিশন।

সংশ্লিষ্টদের মতে, প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে চূড়ান্ত ফল প্রকাশের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পিএসসি দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করতো। যে কারণে একজন পরীক্ষার্থীর একটি বিসিএসে প্রায় আড়াই থেকে তিন বছর লেগে যেত। মূলত মেধা ও কোটাসহ আনুষঙ্গিক বিষয় সমন্বয় করে ক্যাডার নির্ধারণে সময় নষ্ট হতো। সফটওয়্যার ব্যবহারের পর এই জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে পিএসসি। ফলের জন্য আর প্রতীক্ষার দীর্ঘ প্রহর গুণতে হবে না পরীক্ষার্থীদের।

এ বিষয়ে পিএসসির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক ইত্তেফাককে বলেন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশের মাধ্যমের সফটওয়্যারটিকে 'সার্চ ইঞ্জিন' নাম দিয়েছি। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর তথ্য কম্পিউটারাইজড করে সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করছি। ইতোমধ্যে নন-ক্যাডার পরীক্ষায় এটি ব্যবহার করে সফলতা পাওয়া গেছে। দ্রুত ক্যাডার পদের ফলাফল প্রকাশেও এটি ব্যবহার করা হবে।

পিএসসির সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, অনলাইনে আবেদন থেকে শুরু করে একজন প্রার্থীর যাবতীয় তথ্য 'সার্চ ইঞ্জিন' সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জেলা, জন্ম তারিখ, কোটা, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বরসহ অন্যান্য তথ্যাদি এই ডিজিটাল সফটওয়্যারে সংযুক্ত করে চাহিদা মতো ফলাফল প্রস্তুত করা হয়। মেধা ও কোটার ভিত্তিতে ফলাফল প্রস্তুতকরণে অটোমেশন 'সার্চ ইঞ্জিন' স্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে যাচ্ছে কমিশন। ইতোমধ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সব পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করার জন্য রেজাল্ট প্রসেসিং রুম (ক্যাডার) ও রেজাল্ট প্রসেসিং রুম (নন-ক্যাডার) নামে দু'টি পৃথক কক্ষ রয়েছে।

বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় পিএসসির সদস্য অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খান ও কমিশনের আইটি শাখা সার্চ ইঞ্জিন সফটওয়্যার উদ্ভাবন করেন। গত ২৩ আগস্ট সিনিয়র স্টাফ নার্স পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। আর গত ৪ সেপ্টেম্বর সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়।

বরাবরই পিএসসির বিরুদ্ধে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ ছিল। এক হিসেবে দেখা গেছে, ২৭তম বিসিএস পরীক্ষা সম্পন্ন করতে ৩ বছর ২ মাস ২৫দিন লেগেছিল। এছাড়াও ২৮তম বিসিএস ২ বছর ৪ মাস ১১দিন, ২৯তম বিসিএস ২ বছর ১ মাস ১৭ দিন, ৩০তম বিসিএস ১ বছর ৭ মাস ২৪দিন, ৩১তম বিসিএস ১ বছর ৫ মাস ১৩দিন, ৩২তম বিসিএস ১ বছর ২ মাস ২১দিন, ৩৩তম বিসিএস ১ বছর ৮মাস, ৩৪তম বিসিএসে ২ বছর ৬ মাস সময় লেগেছে। তবে ৩৫তম বিসিএস ১ বছর ৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা আছে কমিশনের।

পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন ইত্তেফাককে জানান, বর্তমান কমিশন কর্তৃক অনলাইন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে বিভিন্ন পরীক্ষায় ব্যয়িত সময় কমিয়ে অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

শনিবার
১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ । ২ আশ্বিন ১৪২৩

সরকারের শূন্যপদ কত জানতে চায় পিএসসি

রুকনুজ্জামান অঞ্জন

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দফতরে শূন্যপদ কত, সে সম্পর্কে জানতে চেয়েছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)। গত ৩০ আগস্ট মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলমের কাছে এ বিষয়ে চিঠি পাঠান পিএসসির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক।

শূন্যপদ সম্পর্কে জানতে চাওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে। বলা হয়েছে, ৩৫তম বিসিএস থেকে ক্যাডার পদে ইতিমধ্যে সুপারিশ চূড়ান্ত করা হয়েছে। ২০১০ সালের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালায় ক্যাডার পদে সুপারিশ পাননি এরকম প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রথম শ্রেণির এবং দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মকর্তার শূন্যপদের সংখ্যা এবং নিয়োগবিধি পিএসসিতে পাঠানো দরকার। এটি করা হলে ৩৫তম বিসিএস উত্তীর্ণ অথচ ক্যাডার পদে সুপারিশ পাননি এরকম প্রার্থীদের এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

সরকারের শূন্য পদ

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] মধ্য থেকে ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগের সুপারিশ দ্রুত ও স্বল্পতম সময়ে করা যাবে। এ ছাড়া ৩৬তম বিসিএসের (যে পরীক্ষা এখন চলমান) মাধ্যমে ক্যাডার পদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শূন্য পদও পূরণ করা যাবে। জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, পিএসসির চিঠির কপি তাদের কাছেও এসেছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও দফতরে সর্বশেষ শূন্য পদের তথ্য চাওয়া হয়েছে। সূত্রগুলো জানায়, জনপ্রশাসনের সব শূন্য পদে নিয়োগের বিষয়টিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হচ্ছে ; পিএসসির সঙ্গে যোগাযোগ করে সব নিয়োগ দ্রুত সম্পন্ন এবং সব শূন্য পদে নিয়োগ ত্বরান্বিত করতে হবে। নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনে পিএসসিতে একাধিক উইং সৃষ্টি করে শিক্ষক এবং চিকিৎসক নিয়োগের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সূত্রগুলো আরও জানায়, সরকারের ওই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্প্রতি ৩৪তম বিসিএস উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে ৮৯৮ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করে পিএসসি। 'নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০'-এর বিধান অনুযায়ী এ নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও একই বিধিমালায় শূন্য পদ পূরণের পরিকল্পনা রয়েছে। ড. মোহাম্মদ সাদিক চিঠিতে উল্লেখ করেন, সরকারি নির্দেশনার আলোকে শূন্য পদে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম আরও দ্রুত সম্পন্নকরণের স্বার্থে এ কমিশন সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সচিবালয়ের জনবল কাঠামোতে পদসৃজন নিয়োগ কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। কমিশনের এসব উদ্যোগ তখনই সফল হবে যখন দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগসমূহের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য তাদের সার্বিক সহযোগিতা পাওয়া যাবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে লেখা চিঠিতে পিএসসির চেয়ারম্যান আরও উল্লেখ করেন, আমি জানি, সরকারি শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে আপনি সতত গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এবং অধীনস্থ দফতর/অধিদফতর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট সবাইকে আপনার পক্ষ থেকে একটি জরুরি নির্দেশনা প্রদান করা হলে ৩৬তম বিসিএসের মাধ্যমে ক্যাডার পদে এবং ৩৫তম বিসিএস থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের বিষয়টি ত্বরান্বিত হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

সোমবার
১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ । ৪ আশ্বিন ১৪২৩

সরকারকে পিএসসির চিঠি

শূন্যপদে নিয়োগের পথ খুলে যাক

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দফতরে শূন্যপদের সংখ্যা কত তা জানতে চেয়েছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)। তারা এ ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে চিঠিও দিয়েছেন। বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়েও নিয়োগের অপেক্ষায় যখন হা-হুতাশ করছেন অসংখ্য তরুণ, তখন পিএসসির চিঠি তাদের জীবনে আশার আলো জ্বালাতে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। শূন্যপদ সম্পর্কে জানতে চাওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দেওয়া চিঠিতে। বলা হয়েছে, ৩৫তম বিসিএস থেকে ক্যাডার পদে ইতিমধ্যে সুপারিশ চূড়ান্ত করা হয়েছে। ২০১০ সালের ননক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালায় ক্যাডার পদে সুপারিশ পাননি এরকম প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মকর্তার শূন্য পদের সংখ্যা এবং নিয়োগবিধি পিএসসিতে পাঠানো দরকার। এর ফলে ৩৫তম বিসিএস উত্তীর্ণ হয়েও যারা ক্যাডার পদে সুপারিশ পাননি এরকম প্রার্থীদের মধ্য থেকে ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগের সুপারিশ দ্রুত ও স্বল্পতম সময়ে করা যাবে। এ ছাড়া চলমান ৩৬তম বিসিএসের মাধ্যমে ক্যাডার পদের বিদ্যমান শূন্যপদও পূরণ করা যাবে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দফতরে প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাব চলছে দীর্ঘদিন ধরে। বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তার পদ শূন্য থাকায় সরকারি কাজকর্মে অচলাবস্থারও সৃষ্টি হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এ মুদ্রার অন্য পিঠেও রয়েছে হতাশার ভিন্ন চিত্র। বিসিএসে উত্তীর্ণ হওয়ার পরও নিয়োগ প্রাপ্তির অপেক্ষায় থেকে অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েছেন। এই বৈপরীত্যের লাগাম টেনে ধরতে পিএসসির পদক্ষেপ সঙ্গত কারণেই সংশ্লিষ্টদের হতাশা নিরসনে অবদান রাখবে। পিএসসির পক্ষ থেকে আশা করা হয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দফতর অধিদফতরের শূন্যপদের সংখ্যা জানা গেলে ৩৫তম বিসিএসের মাধ্যমে ক্যাডার পদে ও ৩৪তম বিসিএস থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগের সুপারিশ করা সহজতর হবে। কর্মসংস্থান মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকারের প্রতি রাষ্ট্র ও সরকার শ্রদ্ধাশীল হবে এমনটিই কাম্য। পিএসসির পদক্ষেপে এ বিষয়টির যে প্রতিফলন ঘটেছে তা প্রশংসার দাবিদার।

পরিশিষ্ট-১

১৯৭২–২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যানগণের নাম ও কার্যকাল :

ক্রমিক নং	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কার্যকাল	
				হইতে	পর্যন্ত
১.	জনাব ডঃ এ কিউ এম বজলুল করিম (১ম কমিশন)	অধ্যাপক মৃত্তিকা-বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১৫-০৫-৭২	১৫-১২-৭৭
২.	জনাব মহিউদ্দীন আহম্মেদ (২য় কমিশন)	মহাপরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ	-	১৫-০৫-৭২	১৪-১২-৭৭

একীভূত কমিশন (২২/১২/১৯৭৭)

৩.	জনাব এম, মঈদুল ইসলাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জীবন বীমা করপোরেশন	-	২২-১২-৭৭	২১-১২-৮২
৪.	জনাব ফয়েজ উদ্দীন আহম্মেদ	সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	-	২২-১২-৮২	৩১-০৫-৮৬
৫.	এস,এম, আল-হোসায়নী	(সচিব পদমর্যাদায়) সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	-	০১-০৬-৮৬	০১-০৫-৯১
৬.	জনাব কে এম রহমান (সাময়িক)	-	-	০১-০৬-৯১	১৩-০৯-৯১
৭.	প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ	অধ্যাপক মৃত্তিকা-বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচডি	১৪-০৯-৯১	৩১-০১-৯৩
৮.	জনাব মোঃ আমিন মিয়া চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত)	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	-	০১-০২-৯৩	০৬-০৩-৯৩
৯.	প্রফেসর ড. এস,এম,এ, ফায়েজ	অধ্যাপক মৃত্তিকা-বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচডি	০৭-০৩-৯৩	০৫-০৩-৯৮
১০.	প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা চৌধুরী	অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এ. পিএইচডি	২৫-০৩-৯৮	২৩-০১-০২
১১.	অধ্যাপক ড. জিন্নাতুন নেছা তাহ্‌মিদা বেগম	অধ্যাপক উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচডি	০৯-০৫-০২	০৮-০৫-০৭
১২.	ড. সা'দত হুসাইন	মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	এম.এ. পিএইচডি	০৯-০৫-০৭	২৩-১১-১১
১৩.	জনাব এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী, পিপিএম	মহাপরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ	এম.বি.এ	২৭-১১-১১	২০-১২-১৩
১৪.	জনাব ইকরাম আহমেদ	সরকারের অতিরিক্ত সচিব	এম.এ.	২৪-১২-১৩	১৩-০৪-১৬
১৫.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	সরকারের সাবেক সচিব	এম.এ. পিএইচডি	০২-০৫-১৬	বর্তমান

পরিশিষ্ট-১(ক)

১৯৭২ - ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যগণের নাম ও কার্যকাল :

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
১.	জনাব আলীম দাদ খান (১ম কমিশন)	-	১৫-৫-১৯৭২	০১-১১-৭৪
২.	জনাব আওলাদ হোসেন (১ম কমিশন)	-	১৫-৫-১৯৭২	১৫-১২-৭৭
৩.	জনাব শ্রী শিব প্রসন্ন লাহিড়ী (১ম কমিশন)	-	২৬-৫-১৯৭২	১৫-১২-৭৭
৪.	ডাঃ শেখ মুহাম্মদ মোবারক হোসেন (১ম কমিশন)	-	২৩-৪-১৯৭৩	০৮-০৬-৭৬
৫.	জনাব এ, বি, এম, মোকসেদ আলী (১ম কমিশন)	-	১৫-৫-১৯৭২	১৫-১২-৭৭
৬.	জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী (১ম কমিশন)	-	১৫-৫-১৯৭২	১৫-১২-৭৭
৭.	জনাব আদেল উদ্দিন আহাম্মদ (১ম কমিশন)	-	১৫-৫-১৯৭২	১৫-১২-৭৭
৮.	জনাব শামস্ উদ্দিন আহাম্মদ (১ম কমিশন)	-	১৫-৫-১৯৭২	১৫-১২-৭৭
৯.	জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান (১ম কমিশন)	-	০৭-০৮-১৯৭৫	২১-১২-৭৭
১০.	ড. শাফিয়া খাতুন (১ম কমিশন)	-	১৫-৫-১৯৭২	১৫-১২-৭৭
১১.	জনাব মোহম্মদ আনোয়ারুজ্জামান (২য় কমিশন)	-	১৫-০৫-৭২	১৯-১১-৭৬
১২.	জনাব বজলুর রহমান (২য় কমিশন)	-	১৫-০৫-৭২	২৯-০২-৭৬
১৩.	জনাব একরামুল কবীর (২য় কমিশন)	-	১৫-০৫-৭২	৩০-১০-৭৪
১৪.	জনাব জোয়াদুর রহিম জাহিদ (২য় কমিশন)	-	১৫-০৫-৭২	১৫-১২-৭৭
১৫.	শ্রী সন্তোষ ভূষণ দাশ (২য় কমিশন)	-	১৫-০৫-৭২	১৫-১২-৭৭
১৬.	বেগম মাহমুদা রহমান (২য় কমিশন)	-	১৫-০৫-৭২	১৫-১২-৭৭
১৭.	শ্রী বিপিন বিহারী দাশ (২য় কমিশন)	-	১৫-০৫-৭২	২১-১২-৭৭
১৮.	জনাব একরামুল হক (২য় কমিশন)	-	২৩-১১-৭৪	২১-১২-৭৭
১৯.	জনাব এম, এ, আউয়াল (২য় কমিশন)	-	০৭-০৭-৭৫	২১-১২-৭৭
২০.	জনাব আজহারুল ইসলাম (২য় কমিশন)	-	১৭-০৭-৭৫	২১-১২-৭৭

একীভূত কমিশন (২২-১২-১৯৭৭)

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
২১.	জনাব এ,বি,এম, মোকসেদ আলী	-	২২-১২-৭৭	১৩-১১-৭৮
২২.	জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী	-	২২-১২-৭৭	০৩-১২-৭৮
২৩.	জনাব একরামুল হক	-	২২-১২-৭৭	৩০-০৪-৭৯
২৪.	জনাব শামস্ উদ্দিন আহাম্মদ	-	২২-১২-৭৭	১৭-০৯-৮১
২৫.	জনাব এম, এ, আউয়াল	-	২২-১২-৭৭	০৬-০৭-৮০
২৬.	জনাব আজহারুল ইসলাম	-	২২-১২-৭৭	১৬-০৭-৮০
২৭.	জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান	-	২২-১২-৭৭	০৭-০৮-৮০
২৮.	ড. শাফিয়া খাতুন	-	২২-১২-৭৭	০৩-০৫-৮২
২৯.	বেগম মাহমুদা রহমান	-	২২-১২-৭৭	২১-১২-৮২
৩০.	জনাব জয় গোবিন্দ ভৌমিক	-	২২-১২-৭৭	৩১-১০-৮১
৩১.	বেগম আজিজুন নেছা	-	২২-১২-৭৭	০১-০৭-৮২
৩২.	ড. আবদুল বাতেন খান	সদস্য, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন	০৪-০৯-৮১	০৩-০৯-৮৬
৩৩.	জনাব এ,এইচ, নূরুল ইসলাম	-	৩১-১০-৮১	২৬-০১-৮২
৩৪.	জনাব এম, নুরুস সাফা	ভাইস প্রিন্সিপাল, বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ	০১-০৩-৮২	০১-০৩-৮৭
৩৫.	ডাঃ এম, আকরাম হোসেন	প্রফেসর, সার্জারী বিভাগ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	০১-০৩-৮২	১৫-০৬-৮২
৩৬.	জনাব সলিম উদ্দিন আহম্মদ	যুগ্ম-সচিব (অবঃ) সংস্থাপন বিভাগ	০৮-০৩-৮২	৩১-১২-৮৩
৩৭.	জনাব শামসুল হক	-	০৬-০৫-৮২	৩১-১২-৮৪
৩৮.	ডাঃ আবুল কাশেম	প্রফেসর, এনাটমী বিভাগ	১৫-০৭-৮৩	২৮-০১-৮৫
৩৯.	ড. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	১৯-১২-৮৪	৩১-০৩-৮৮
৪০.	ব্রিগেঃ (অবঃ) এ,কে,এম, শামসুল ইসলাম	-	১৯-১২-৮৪	১৮-১২-৮৯
৪১.	প্রফেসর ড. শাফিয়া খাতুন	সহযোগী অধ্যাপক শিক্ষা গবেষণা ইন্সটিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০-০২-৮৫	০৯-০২-৯০
৪২.	প্রফেসর এম, এ, হালিম	অতিরিক্ত সচিব	১০-০২-৮৫	০৬-০৮-৮৫
৪৩.	জনাব বদরুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী	প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ বিভাগ	১৮-০৪-৮৫	১৭-০৪-৯০
৪৪.	প্রফেসর মোঃ আবুল হোসেন	পরিচালক, জনশক্তি উন্নয়ন ও হাসপাতাল	১৫-১২-৮৫	১৪-১২-৯০
৪৫.	লেঃ কর্নেল (অবঃ) খন্দকার মাহবুবুর রহমান	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	১৪-০৯-৮৬	১৩-০৯-৯১
৪৬.	জনাব মোঃ আবদুল হাই	-	০৮-০৪-৮৭	১৩-০৪-৮৯

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
৪৭.	প্রফেসর মুহম্মদ আবদুর রকিব	অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৭-০৪-৮৮	৩১-০৭-৯২
৪৮.	জনাব মোঃ আমিন মিয়া চৌধুরী	কমিশনার ঢাকা বিভাগ	০৩-০৭-৮৯	৩০-০৬-৯৪
৪৯.	প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান	-	০১-০৪-৯০	৩১-১২-৯৩
৫০.	ব্রিগেঃ (অবঃ) এ,কে,এম, শামসুল ইসলাম	ব্রিগেডিয়ার (অবঃ)	০৭-০৮-৯০	৩১-১২-৯৪
৫১.	জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	২০-০৩-৯১	৩০-০৯-৯৫
৫২.	ডাঃ এ,এইচ,এম, আবদুর রহমান	মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৩১-০৩-৯১	০৪-০২-৯২
৫৩.	জনাব এ, এম, আব্দুল মান্নান ভূইয়া	যুগ্ম-সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩০-১২-৯১	৩০-১১-৯৫
৫৪.	প্রফেসর ডাঃ এ,জে,এম, মিজানুর রহমান	পরিচালক, জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)	২১-০৯-৯২	৩০-০৬-৯৬
৫৫.	প্রফেসর জেরিনা জামান	অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২০-০২-৯৪	১৮-০২-৯৯
৫৬.	জনাব মুহম্মদ আবদুর রকিব	অতিরিক্ত সচিব	১৫-০৮-৯৪	০৪-০৫-৯৯
৫৭.	প্রফেসর মুহম্মদ আযহার উদ-দীন	প্রো-ভিসি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৫-০৮-৯৪	২৫-০৮-৯৯
৫৮.	বেগম খোদেজা আযম	অতিরিক্ত সচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৬-০২-৯৫	০৩-০২-২০০০
৫৯.	জনাব সি.ক. মোঃ আবদুল্লাহ	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা	৩১-১২-৯৫	১৩-০২-৯৯
৬০.	জনাব জিয়াউল হক কুতুব উদ্দিন	কমিশনার, ঢাকা	৩১-১২-৯৫	০১-১২-৯৯
৬১.	প্রফেসর কাজী মশিউর রহমান	অধ্যাপক (আইপিজি এমকিউআর) মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ	০৪-০৩-৯৭	২৬-০২-৯৯
৬২.	জনাব অরুন কান্তি অধিকারী	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	০৪-০৩-৯৭	০২-০৩-০২
৬৩.	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন খান	প্রধান প্রকৌশলী, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ	০৪-০৩-৯৭	০৬-০১-০২
৬৪.	প্রফেসর মুজিবুর রহমান বিশ্বাস	অধ্যাপক, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২৪-০৫-৯৭	৩০-১০-০১
৬৫.	প্রফেসর খন্দকার বজলুল হক	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৪-০৫-৯৭	২২-০৫-০২
৬৬.	জনাব এস,এম, আফাজ উদ্দিন	অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)	১৯-০৪-৯৯	০৪-০১-২০০০

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
৬৭.	প্রফেসর মোহাম্মদ মোহাব্বত খান	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯-০৪-৯৯	১৮-০৪-০৪
৬৮.	জনাব আবদুল লতিফ সিকদার	-	১৯-০৪-৯৯	৩১-০৮-৯৯
৬৯.	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	-	২১-০৯-৯৯	১৩-১০-০৩
৭০.	প্রফেসর মোঃ সোহরাব আলী	-	২১-০৯-৯৯	২০-০৯-০৪
৭১.	প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা	-	১৪-০২-২০০০	১৫-০৫-০৫
৭২.	জনাব কাজী গোলাম রসুল	-	২৯-০২-২০০০	৩০-১২-০৩
৭৩.	প্রফেসর হামিদা বানু	-	২৯-১০-২০০০	২১-০১-০২
৭৪.	জনাব মোঃ ইয়াহিয়া মোল্লা	কমিশনার, বরিশাল বিভাগ	২৮-০২-২০০১	২৭-০২-০৬
৭৫.	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	সরকারের সাবেক যুগ্ম-সচিব	০১-১২-২০০১	৩০-১১-০৬
৭৬.	প্রফেসর ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০-০১-২০০২	০৮-০৬-০৫
৭৭.	প্রফেসর ডাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম	-	২৩-০৫-২০০২	২৯-০১-০৪
৭৮.	প্রফেসর মোঃ মাহফুজুর রহমান	-	১০-০৯-২০০২	০২-০৪-০৭
৭৯.	জনাব মোঃ আবদুর রউফ	-	০৪-০৩-২০০৩	০৩-০৩-০৮
৮০.	জনাব লতিফুর রহমান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	০৭-০২-২০০৪	পদত্যাগ
৮১.	কর্ণেল (অনাঃ) প্রফেসর ডাঃ মাহমুদুর রহমান	পরিচালক, নিপসম	২৫-০৪-২০০৪	২৪-০৪-০৯
৮২.	অধ্যাপক মোঃ আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩০-০৫-২০০৪	পদত্যাগ
৮৩.	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম	অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১৪-১০-২০০৪	২৯-০১-০৭
৮৪.	জনাব মুহাম্মদ আশরাফ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	৩১-১০-২০০৪	৩০-১০-০৯
৮৫.	প্রফেসর কে,এ,এম শাহাদত হোসেন মন্ডল	অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	০৭-০৬-২০০৫	পদত্যাগ
৮৬.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক	চেয়ারম্যান, শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল	০৬-০৩-২০০৬	পদত্যাগ
৮৭.	প্রফেসর ডাঃ মোঃ ফজলুল হক	অধ্যাপক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ	১৭-১০-২০০৬	পদত্যাগ
৮৮.	জনাব মোঃ নুরুন নবী	সরকারের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব	২১-০৬-২০০৭	১০-০১-১২
৮৯.	প্রফেসর সুরাইয়া বেগম	সাবেক অধ্যক্ষ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	২১-০৬-২০০৭	২০-০৬-১২

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
৯০.	জনাব মির্জা সামসুজ্জামান	সাবেক রাষ্ট্রদূত	০৮-০৭-২০০৭	৩১-১২-১১
৯১.	জনাব এ ওয়াই এম মোশাররফ হোসেন	সরকারের সাবেক যুগ্ম-সচিব	০৮-০৭-২০০৭	৩০-০৬-১০
৯২.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবিদুর রেজা খান (অবঃ), পিএসসি	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ)	১২-০৭-২০০৭	১১-০৭-১২
৯৩.	জনাব এহসান শামীম, এনডিসি	সরকারের সাবেক সচিব	১৩-০৩-২০০৮	১২-০৩-১৩
৯৪.	অধ্যাপক রাশিদা বেগম	সাবেক অধ্যক্ষ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	২৩-০৩-২০০৯	২২-০৩-২০১৪
৯৫.	জনাব মোহাম্মদ হোসেন সেরনিয়াবাত	সরকারের সাবেক সচিব	০৯-০৪-২০০৯	১৬-০৯-১২
৯৬.	প্রফেসর ড. এমরান কবির চৌধুরী	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৫-০৪-২০০৯	১৪-০৪-২০১৪
৯৭.	জনাব এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী, পিপিএম	সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক	২৩-০৬-২০০৯	২৪-১১-১১
৯৮.	সৈয়দ হাসিনুর রহমান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৯-০৭-২০০৯	২৭-০৭-২০১৪
৯৯.	জনাব ইকরাম আহমেদ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৯-০৭-২০০৯	২৩-১২-১৩
১০০.	অধ্যাপক ডাঃ ফরিদা আদিব খানম	সরকারের সাবেক যুগ্ম-সচিব	২৯-০৭-২০০৯	০১-০১-২০১৪
১০১.	জনাব মুহম্মদ লিয়াকত আলী খান, এনডিসি	সাবেক কারা মহাপরিদর্শক	৩০-১২-২০০৯	২৯-১২-২০১৪
১০২.	জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী খান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৬-০৯-২০১০	১৫-০৯-২০১৫
১০৩.	কাজী নাসিরুল ইসলাম	সরকারের সাবেক যুগ্ম-সচিব	২৭-১১-২০১১	০৭-০১-২০১৩
১০৪.	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম তালুকদার	সরকারের সাবেক যুগ্ম-সচিব	১৫-০৩-২০১২	১১-০৬-২০১৪
১০৫.	জনাব মোঃ জহুরুল আলম *এনডিসি*	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৫-০৩-২০১২	বর্তমান
১০৬.	অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির	সাবেক ভিসি ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০২-০৮-২০১২	বর্তমান
১০৭.	অধ্যাপক ড. মোঃ তোফাজ্জল হোসেন তরফদার	অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৩০-০৯-২০১২	৩০-০৩-২০১৫
১০৮.	সমর চন্দ্র পাল	সরকারের সাবেক সচিব	২৫-০৪-২০১৩	বর্তমান
১০৯.	কামরুন নেসা খানম	সরকারের সাবেক সচিব	২৫-০৪-২০১৩	বর্তমান
১১০.	অধ্যাপক ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম	সাবেক চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	২০-০৫-২০১৩	বর্তমান

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
১১১.	অধ্যাপক ড. এম. আবুল কাশেম মজুমদার	প্রফেসর, লোক প্রশাসন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০৭-০৪-২০১৪	বর্তমান
১১২.	জনাব মাইন উদ্দিন খন্দকার	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	০৭-০৪-২০১৪	২৫-১১-২০১৪
১১৩.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	সরকারের সাবেক সচিব	০৩-১১-২০১৪	২৫-০৪-২০১৬
১১৪.	জনাব ফণী ভূষণ চৌধুরী	সরকারের সাবেক সচিব	২৪-১১-২০১৪	২৬-০৩-২০১৬
১১৫.	জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত	সরকারের সাবেক সচিব	২৫-০১-২০১৫	বর্তমান
১১৬.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সরকারের সাবেক সচিব	২৫-০১-২০১৫	বর্তমান
১১৭.	অধ্যাপক ডাঃ শাহ আবদুল লতিফ	প্রফেসর, ঢাকা মেডিকেল কলেজ	২৫-০১-২০১৫	বর্তমান
১১৮.	অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন	অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	০৪-০৫-২০১৫	বর্তমান
১১৯.	জনাব শেখ আলতাফ আলী	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৮-১১-২০১৫	বর্তমান
১২০	জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৭-০২-২০১৬	বর্তমান
১২১	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	সাবেক মহাপরিচালক, র‌্যাব (অতিরিক্ত আইজিপি, গ্রেড-১)	১৬-০৫-২০১৬	বর্তমান

পরিশিষ্ট-১(খ)

২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের নামের তালিকা :
(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	জনাব মোঃ নূরুন নবী তালুকদার	সচিব (সরকারের ভারপ্রাপ্ত সচিব)	০৩-১২-২০১৫	১৩-০৬-২০১৬	
২.	জনাব মোঃ নূরুন নবী তালুকদার	সচিব (সরকারের সচিব)	১৪-০৬-২০১৬	বর্তমান	
৩.	জনাব দিলদার আহমদ	অতিরিক্ত সচিব	০৬-০৫-২০১৫	০৯-১০-২০১৬	
৪.	জনাব এ এস শামীম আহমেদ	অতিরিক্ত সচিব	০৯-১০-২০১৬	১৮-১২-২০১৬	
৫.	বেগম মাহমুদা মিন আরা	অতিরিক্ত সচিব	১১.১২.২০১৬	বর্তমান	
৬.	রুনা নাহিদ আকতার	আইন উপদেষ্টা	১২-১০-২০১৫	বর্তমান	(জেলা জজ) প্রেষণে কর্মরত
৭.	শেখ শাখাওয়াৎ হোসেন	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) (যুগ্ম-সচিব)	০৫-৬-২০১৪	বর্তমান	প্রেষণে
৮.	জনাব আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
৯.	জনাব কোংখাম নীলমনি সিংহ	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	২০.০৪.২০১৫	১২.০৫.২০১৬	প্রেষণে
১০.	বেগম মাহমুদা খানম	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০৭-৪-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
১১.	সাকিউন নাহার বেগম	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	১৯-৪-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
১২.	জনাব মোঃ আবিদুর রহমান	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০৫-০৭-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
১৩.	জনাব মোঃ শাহ আলম মৃধা	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	২২-০৬-২০১৬	বর্তমান	প্রেষণে
১৪.	বেগম রওশন আরা জামান	পরিচালক (প্রধান মনোবিজ্ঞানী)	১৩-৪-২০০৩	বর্তমান	
১৫.	জনাব মোহাঃ মাসুম বিল্লাহ	সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট	১৭-৮-২০১০	বর্তমান	প্রেষণে
১৬.	জনাব অশোক কুমার দেবনাথ	উপ সচিব (অর্থ ও সেবা)	০৬.০৫.২০১৩	১৫.০৫.২০১৬	প্রেষণে
১৭.	জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান	উপ সচিব (প্রশাসন)	১৭.০৯.২০১৩	১৯.০৫.২০১৬	প্রেষণে
১৮.	জনাব মোঃ শাহ আলম মৃধা	উপ-সচিব(বাজেট)	১০.০৫.২০১৫	১৫.০৫.২০১৬	প্রেষণে
১৯.	এ জে এম আব্দুল্যাহেল বাকী	উপ সচিব (প্রশাসন)	২৪-০৫-২০১৬	বর্তমান	প্রেষণে

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২০.	জনাব মোঃ শাহ আলম	উপ সচিব (অর্থ ও সেবা)	০৫-০৬-২০১৬	বর্তমান	প্রেষণে
২১.	জনাব মোঃ আরিফুল হক	উপ সচিব (বাজেট)	০৬-০৬-২০১৬	০৪-০৮-২০১৬	প্রেষণে
২২.	জনাব মোঃ আইয়ুব আলী	উপ সচিব (বাজেট)	২১-০৮-২০১৬	বর্তমান	প্রেষণে
২৩.	জনাব বিবেকানন্দ বিশ্বাস	পরিচালক	০৬-৬-২০০৫	বর্তমান	
২৪.	বেগম সেলিমা বেগম	পরিচালক	০৬-৬-২০০৫	বর্তমান	
২৫.	জনাব মোঃ জহিরুল হক	পরিচালক	২৬-৯-২০০৬	বর্তমান	
২৬.	ড. নাছিমা আক্তার	পরিচালক	২৩-১০-২০০৮	বর্তমান	
২৭.	জনাব আবদুল্লাহ-আল-মামুন	পরিচালক	২৩-১০-২০০৮	বর্তমান	
২৮.	জনাব মোঃ মহসিন আলম	পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
২৯.	জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী	পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
৩০.	বেগম দিলাওয়েজ দুরদানা	পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
৩১.	বেগম মাসুমা আফরীন	পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
৩২.	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
৩৩.	জনাব মোঃ নেয়ামত উল্যাহ	পরিচালক	১৬-২-২০১৪	বর্তমান	
৩৪.	নাজনীন হোসেন	উপ পরিচালক (উপ-সচিব)	০৭-০৫-২০১৫	বর্তমান	(প্রেষণে)
৩৫.	জনাব জি,এম, মোস্তফা	সিস্টেম এনালিষ্ট	১৭-৮-২০১০	বর্তমান	
৩৬.	বেগম নাসরিন সুলতানা	উপ-পরিচালক	১৪-৫-২০১৪	বর্তমান	(প্রেষণে)
৩৭.	বেগম ফরিদা সুলতানা	উপ-পরিচালক	০৮-৬-২০১১	বর্তমান	(প্রেষণে)
৩৮.	জনাব আব্দুর রাজ্জাক	প্রোগ্রামার	০৮-১২-২০০৫	বর্তমান	
৩৯.	জনাব পান্নু চন্দ্র দে	উপ পরিচালক	২৯-১১-২০১১	বর্তমান	
৪০.	জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান সরকার	উপ পরিচালক	২৯-১১-২০১১	বর্তমান	
৪১.	জনাব কাজী তোফায়েল আহাম্মদ	উপ পরিচালক	০২-০৪-২০১২	বর্তমান	
৪২.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	উপ পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
৪৩.	জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	উপ পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
৪৪.	জনাব মোহাম্মদ আজিজুল হক	উপ পরিচালক	০২-৪-২০১২	বর্তমান	
৪৫.	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম	উপ পরিচালক	১৫-১১-২০১২	বর্তমান	
৪৬.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান শেখ	উপ পরিচালক	১৫-১১-২০১২	বর্তমান	
৪৭.	বেগম উম্মে খায়ের কুলসুম	উপ পরিচালক	১৫-১১-২০১২	বর্তমান	
৪৮.	জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার ফকির	উপ পরিচালক	১৫-১১-২০১২	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪৯.	জনাব মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন	উপ পরিচালক	২৪.০৫.২০১৫	০৮.০৫.২০১৬	প্রেষণে
৫০.	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	উপ পরিচালক	১৪-০৬-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৫১.	জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব	১৮-৩-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৫২.	খোন্দকার মোঃ নাজমুল হুদা শামিম	সচিবের একান্ত সচিব	২৬-৪-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৫৩.	জনাব মোঃ তৌফিক আল মাহমুদ	আইন কর্মকর্তা	০৪-০৯-২০১৬	১৩-১০-২০১৬	প্রেষণে
৫৪.	জনাব এসএম মাসুদুল হক	আইন কর্মকর্তা	১৬.০৯.২০১৪	২৬.০৪.২০১৬	প্রেষণে
৫৫.	ডা: শেখ মুসলিমা মুন	উপ পরিচালক	১৩-০৯-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৫৬.	কাজী মোহাম্মদ হাসান	উপ পরিচালক	১৫.০৯.২০১৫	২৮.০১.২০১৬	প্রেষণে
৫৭.	বেগম হাছিনা আক্তার	উপ পরিচালক	২৪-১১-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৫৮.	লুলু বিলকিস বানু	উপ পরিচালক	২০-০৪-২০১৬	বর্তমান	প্রেষণে (আইন কর্মকর্তা হিসেবে)
৫৯.	জনাব মোঃ আনোয়ার পারভেজ	উর্ধ্বতন গবেষণা ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১৬-২-২০১৪	বর্তমান	
৬০.	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	প্রোগ্রামার	২-৩-২০১৪	বর্তমান	
৬১.	জনাব সেখ মোছাদ্দেক হোসেন	উপ পরিচালক	২৩-১২-২০১৫	বর্তমান	
৬২.	জনাব মুহাম্মদ লুৎফর রহমান	ঐ	২৩-১২-২০১৫	বর্তমান	
৬৩.	জনাব মোহাম্মদ ফজলুল হক	ঐ	২৩-১২-২০১৫	বর্তমান	
৬৪.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	ঐ	২৪-১২-২০১৫	বর্তমান	
৬৫.	জনাব মোঃ শাহ আলম মিঞা	ঐ	২৩-১২-২০১৫	বর্তমান	
৬৬.	বেগম ডায়না ইসলাম সীমা	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১৯.০৩.২০১৪	০৯.০৩.২০১৬	
৬৭.	হাসান মোঃ হাফিজুর রহমান	জনসংযোগ কর্মকর্তা	২২.০৮.২০১৬	বর্তমান	
৬৮.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	সহকারী পরিচালক	৩-৪-২০১১	বর্তমান	
৬৯.	জনাব এস, এম, ইসরাফিল হোসেন	ঐ	২০-১২-২০১১	বর্তমান	
৭০.	বেগম হেলেনা বেগম	লাইব্রেরীয়ান	৯-১-২০১২	বর্তমান	
৭১.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	১২-১২-২০১২	বর্তমান	
৭২.	জনাব মেছবাহ-উল-আলম	ঐ	২৩-৮-২০১২	বর্তমান	
৭৩.	বেগম আফরোজা তানজিন	ঐ	২২-৮-২০১২	বর্তমান	
৭৪.	জনাব শোভন সমদ্দার	ঐ	১০-৪-২০১৩	বর্তমান	
৭৫.	জনাব মোঃ মশিউর রহমান	ঐ	১১.০৪.২০১৩	১৩.০৩.২০১৬	
৭৬.	জনাব মোঃ মোখলেছ মোহসিন	সহকারী সচিব	১০-৪-২০১৩	বর্তমান	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৭৭.	জনাব রফিকুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	১০-৪-২০১৩	বর্তমান	
৭৮.	জনাব এস,এস,এম, গিয়াস উদ্দীন	ঐ	১০-৪-২০১৩	বর্তমান	
৭৯.	বেগম পাপিয়া সুলতানা	সহকারী পরিচালক	১০-৪-২০১৩	বর্তমান	
৮০.	জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম	সহকারী প্রোগ্রামার	০২-০৬-২০১৩	বর্তমান	
৮১.	জনাব এম, এ মান্নান	সহকারী সচিব	০৪-৭-২০১৩	বর্তমান	
৮২.	বেগম রুমা খানম	গবেষণা কর্মকর্তা	০৭-০৭-২০১৩	বর্তমান	
৮৩.	জনাব কৌশিক দেবনাথ	সহকারী প্রোগ্রামার	২৭-০৫-২০১৪	বর্তমান	
৮৪.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	সহঃ মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিঃ	০৪-০৬-২০১৪	বর্তমান	
৮৫.	জনাব মোঃ আবু জাফর	সহকারী পরিচালক	১৮-১১-২০১৪	বর্তমান	
৮৬.	জনাব শেখ শরীফুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	২২-২-২০১৫	বর্তমান	
৮৭.	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	সহকারী পরিচালক	০৯-০৮-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৮৮.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	১১-০৮-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৮৯.	জনাব উত্তম কুমার পাল	সহকারী পরিচালক	২৩-০৯-২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৯০.	জনাব জগদীশ চন্দ্র সরকার	সহকারী পরিচালক	০২-০২-২০১৬	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
৯১.	জনাব শ্যাম চরন প্রামানিক	ঐ	০২-০২-২০১৬	বর্তমান	
৯২.	জনাব মোঃ মাহুবুবর রহমান	ঐ	০২-০২-২০১৬	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
৯৩.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	ঐ	০২-০২-২০১৬	বর্তমান	
৯৪.	জনাব মোঃ শামসুল হুদা	সহকারী সচিব	০২-০২-২০১৬	বর্তমান	
৯৫.	জনাব মোঃ ফেরদৌস আলম	সহকারী পরিচালক	০১-১১-২০১৬	বর্তমান	
৯৬.	জনাব গাজী আকরাম হোসেন	ঐ	০১-১১-২০১৬	বর্তমান	
৯৭.	জনাব মোঃ ইসলাম শাহ	ঐ	০১-১১-২০১৬	বর্তমান	
৯৮.	জনাব মোঃ মানিক হোসেন	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০৪-১০-২০১৬	বর্তমান	
৯৯.	জনাব মোঃ জহুরুল হক	সহকারী প্রোগ্রামার (চঃদাঃ)	০৩-০৩-২০১০	বর্তমান	
১০০.	জনাব অচিন্ত্য কুমার কর্মকার	ঐ	১৯-০৭-২০১২	বর্তমান	
১০১.	মুহাম্মদ কামরুল হুদা হাজারী	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ)	২৯-০৯-২০১৪	বর্তমান	

পরিশিষ্ট-১(গ)

২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের নামের তালিকা :
(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯-১-২০০৯	১৫-০৯-২০১৬	
২.	বেগম দেলখোশ নাহার	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
৩.	জনাব গাজী আকরাম হোসেন	ঐ	২৯-১-২০০৯	৩১-১০-২০১৬	
৪.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
৫.	জনাব জগদীশ চন্দ্র শীল	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
৬.	জনাব মোঃ সৈয়দ ফজলুল হক	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
৭.	জনাব মোঃ রকিবুর রহমান মিনা	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
৮.	জনাব মোঃ তালেব আলী	ঐ	২৯-১-২০০৯	২৮-১০-২০১৬	
৯.	জনাব মোঃ তৈমুর বাদশাহ	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
১০.	বেগম শাহানারা বেগম	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
১১.	জনাব কাজী সোহরাব উদ্দিন	ঐ	২৯-১-২০০৯	২১-১১-২০১৬	
১২.	জনাব মোঃ ওসমান গণি	ঐ	২৯-১-২০০৯	বর্তমান	
১৩.	জনাব মোঃ আলমাসুর রহমান	ঐ	০১-২-২০০৯	বর্তমান	
১৪.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	ঐ	০৯-২-২০০৯	বর্তমান	
১৫.	জনাব নিঠুর চন্দ্র রায়	ঐ	০৪-৮-২০০৯	বর্তমান	
১৬.	জনাব মোঃ এযায়ুল হক	ঐ	২৯-৪-২০১০	বর্তমান	
১৭.	জনাব নিখিল চন্দ্র রায়	ঐ	২৯-৪-২০১০	বর্তমান	
১৮.	জনাব মোঃ খায়রুল বাশার	ঐ	২৯-৪-২০১০	বর্তমান	
১৯.	জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস	ঐ	২৯-০৪-২০১০	বর্তমান	
২০.	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম আকন	ঐ	১৯-০৭-২০১০	বর্তমান	
২১.	মোছাঃ নাজমা বেগম	ঐ	৩০-০৯-২০১০	বর্তমান	
২২.	জনাব সুখ রঞ্জন মিত্র	ঐ	১২-১০-২০১০	বর্তমান	
২৩.	জনাব মোঃ শাহ আলম	ঐ	০৮-১২-২০১০	বর্তমান	
২৪.	জনাব মোঃ আবুল খায়ের পাটওয়ারী	ঐ	১৫-০৪-২০১২	বর্তমান	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়
২৫.	জনাব মোঃ গোলাম হোসেন	ঐ	১৫-০৪-২০১২	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২৬.	জনাব বিপুল চন্দ্র হালদার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৫-০৪-২০১২	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
২৭.	জনাব মোঃ ইব্রাহীম মিয়া	ঐ	৩১-১২-২০১২	বর্তমান	
২৮.	বেগম রাবেয়া খাতুন	ঐ	২৫-৪-২০১৩	বর্তমান	
২৯.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	ঐ	২৭-৪-২০১৩	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৩০.	বেগম শারমিন আক্তার	ঐ	১২-১২-২০১৩	বর্তমান	
৩১.	বেগম মোসলেমা খাতুন	ঐ	১২-১২-২০১৩	বর্তমান	
৩২.	বেগম ইসমত আরা	ঐ	০৩-৭-২০১৪	বর্তমান	
৩৩.	বেগম পারভিন আক্তার	ঐ	১৩-৮-২০১৪	বর্তমান	
৩৪.	জনাব জুয়েল আহম্মেদ	ঐ	১৩-৮-২০১৪	বর্তমান	
৩৫.	জনাব মোঃ ফেরদৌস আলম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০-০৪-২০০০	৩১-১০-২০১৬	
৩৬.	জনাব মোঃ ইসলাম শাহ	ঐ	২৯-০১-২০০৯	৩১-১০-২০১৬	
৩৭.	জনাব মোঃ শওকত সেলিম	ঐ	২৯-০১-২০০৯	বর্তমান	
৩৮.	জনাব মোঃ আঃ রহিম হাওলাদার	ঐ	২৯-০১-২০০৯	বর্তমান	
৩৯.	জনাব মোঃ ছাদেক হোসেন	ঐ	২৯-০১-২০০৯	বর্তমান	
৪০.	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান	ঐ	২৯-০১-২০০৯	বর্তমান	
৪১.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন	ঐ	২৯-০১-২০০৯	বর্তমান	
৪২.	বেগম সেতারা-ই-জামিন	ঐ	৩০-৯-২০১০	বর্তমান	
৪৩.	জনাব এস,এম আলমগীর কবির	ঐ	৩০-০৯-২০১০	বর্তমান	
৪৪.	মোছাঃ মনোয়ারা বেগম	ঐ	৩০-৯-২০১০	বর্তমান	
৪৫.	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী	ঐ	৩০-৯-২০১০	বর্তমান	
৪৬.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ঐ	১৪-৬-২০১০	বর্তমান	
৪৭.	জনাব কেফাতুল্লাহ	ঐ	১৩-৬-২০১০	বর্তমান	
৪৮.	জনাব মহানন্দ বর্ম্মন	ঐ	১৩-৬-২০১০	বর্তমান	
৪৯.	জনাব মোঃ রেদওয়ানুল ইসলাম	ঐ	১৩-৬-২০১০	বর্তমান	
৫০.	জনাব মোহাম্মদ কবীর হোসেন	জুনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা	২০-১২-২০১১	বর্তমান	
৫১.	বেগম শাহিদা খাতুন	সহঃ লাইব্রেরীয়ান	০৯-২-২০১২	বর্তমান	
৫২.	মোছাঃ বুলবুলি খাতুন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৩-০১-২০১৩	বর্তমান	
৫৩.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান	ঐ	২৪-০১-২০১৩	বর্তমান	
৫৪.	বেগম রোকসানা আক্তার	ঐ	২৩-০১-২০১৩	বর্তমান	
৫৫.	বেগম শাহানারা খানম	ঐ	১৩-৮-২০১৪	বর্তমান	
৫৬.	জনাব মোঃ শাহিনুর আলম	ঐ	১৩-৮-২০১৪	বর্তমান	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৫৭.	বেগম তাসলিমা আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯-১০-২০১৪	বর্তমান	
৫৮.	জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী	ঐ	২৯-১০-২০১৪	বর্তমান	
৫৯.	জনাব মোঃ আবু তাহের	ঐ	০৩-০২-২০১৫	বর্তমান	
৬০.	জনাব কুদরতী নাসির উদ্দিন	ঐ	০৩-০২- ২০১৫	বর্তমান	
৬১.	জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬-০৩-২০১৬	বর্তমান	
৬২.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	ঐ	০৬-০৩-২০১৬	বর্তমান	
৬৩.	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন আহমেদ	ঐ	০৬-০৩-২০১৬	বর্তমান	
৬৪.	জনাব পল্লব কুমার সেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১-০১-২০১৬	বর্তমান	
৬৫.	জনাব মোজাম্মেল হক	ঐ	২১-০১-২০১৬	বর্তমান	
৬৬.	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	সহঃ হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা	১০-০২-২০১৪	০২-০৬-২০১৬	
৬৭.	জনাব নির্মল চন্দ্র রায়	ঐ	১০-০২-২০১৪	বর্তমান	
৬৮.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই সরকার	ঐ	১০-০২-২০১৪	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
৬৯.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	ঐ	১০-০২-২০১৪	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৭০.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	ঐ	১০-০২-২০১৪	বর্তমান	
৭১.	জনাব মোহাম্মদ কবীর	ঐ	১০-০২-২০১৪	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
৭২.	জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৪-১০-২০১৬	বর্তমান	
৭৩.	জনাব আলমগীর হোসেন মল্লিক	ঐ	২০-১১-২০১৬	বর্তমান	
৭৪.	জনাব মোসলেম উদ্দিন	ঐ	২০-১১-২০১৬	বর্তমান	
৭৫.	জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন	ঐ	০৭-১২-২০১৬	বর্তমান	
৭৬.	জনাব মোঃ নজমুল হুদা	ঐ	০৭-১২-২০১৬	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস
৭৭.	জনাব এনামুল হক	ঐ	০৭-১২-২০১৬	বর্তমান	
৭৮.	জনাব মোঃ দুলাল মিয়া	ঐ	০৭-১২-২০১৬	বর্তমান	
৭৯.	শামীমা নাসরিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯-১২-২০১৬	বর্তমান	
৮০.	শাহানাজ পারভীন	ঐ	১৯-১২-২০১৬	বর্তমান	
৮১.	জনাব মোঃ ইব্রাহীম	ঐ	১৯-১২-২০১৬	বর্তমান	
৮২.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ঐ	১৯-১২-২০১৬	বর্তমান	
৮৩.	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম	ঐ	১৯-১২-২০১৬	বর্তমান	

পরিশিষ্ট-১(ঘ)

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের পদওয়ারী মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ :

(চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক অফিসসহ)

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
		সাংবিধানিক পদ			
১.	চেয়ারম্যান	১	১	-	সাংবিধানিক পদ
২.	সদস্য	১৪	১৩	১	সাংবিধানিক পদ
	মোট=	১৫	১৪	১	
		প্রথম শ্রেণি			
১.	সচিব	১	১	-	
২.	যুগ্ম-সচিব	১	১	-	১ জন অতিরিক্ত সচিব কর্মরত
৩.	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	২	২	-	১ জন (নিয়মিত) ও ১ জন প্রেষণে কর্মরত
৪.	প্রধান মনোবিজ্ঞানী	১	১	-	-
৫.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	-	প্রেষণে
৬.	পরিচালক	১৫	১৫	-	৪ জন প্রেষণে কর্মরত ও ১১ জন নিয়মিত
৭.	উপ-সচিব	৩	৩	-	প্রেষণে কর্মরত
৮.	আইন উপদেষ্টা	১	১	-	প্রেষণে কর্মরত
৯.	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	-	
১০.	উপ পরিচালক	২০	২৫	-	৭ জন প্রেষণে ও ১৮ জন নিয়মিত
১১.	একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০২	০২	-	প্রেষণে কর্মরত
১২.	মনোবিজ্ঞানী	০২	-	০২	
১৩.	ঊর্ধ্বতন গবেষণা ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	১	-	
১৪.	প্রোগ্রামার	২	২	-	
১৫.	আইন কর্মকর্তা	১	-	১	
১৬.	সহকারী প্রোগ্রামার	৪	২	২	২ জন নিয়মিত ও ২ জন চলতি দায়িত্ব
১৭.	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	১	-	
১৮.	সহকারী সচিব	৩	৩	-	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৯.	সহকারী পরিচালক	৩৫	২১	১৪	১৮ জন (নিয়মিত) ৩ জন প্রেষণে ১১টি পদে রীট পিটিশন মামলা চলমান রয়েছে।
২০.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	-	১	চলতি দায়িত্ব
২১.	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১	১	-	প্রেষণে কর্মরত
২২.	জুনিয়র মনোবিজ্ঞানী	২	-	২	
২৩.	গবেষণা কর্মকর্তা	১	১	-	
২৪.	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	১	-	
২৫.	গ্রন্থাগারিক	১	১	-	
	মোট=	১০৪	৮৭	২২	
	দ্বিতীয় শ্রেণি				
১.	জুনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা	১	১	-	
২.	সহকারী লাইব্রেরীয়ান	১	১	-	
৩.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৪৮	৪৩	৫	
৪.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩৮	২৬	১২	
৫.	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৭	৬	১	
	মোট=	৯৫	৭৭	১৮	

পরিশিষ্ট-১(ঙ)

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের নন-গেজেটেড কর্মচারীদের পদওয়ারী মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ ঃ

(চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক অফিসসহ)

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	তৃতীয় শ্রেণি				
১.	কম্পিউটার অপারেটর	১	১	-	-
২.	ক্যাটালগার	২	২	-	-
৩.	গুদাম রক্ষক	১	-	১	-
৪.	কেয়ার টেকার	১	-	১	-
৫.	কোষাধ্যক্ষ	১	১	-	-
৬.	প্রশিক্ষণ সহকারী	১	১	-	-
৭.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	২৬	১৪	১২	-
৮.	অফসেট মেশিন অপারেটর	১	১	-	-
৯.	হিসাব সহকারী	৭	৫	২	-
১০.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪৫	৩২	১৩	-
১১.	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২৩	১৭	৬	-
১২.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩	৩	-	-
১৩.	অভ্যর্থনাকারী	১	১	-	-
১৪.	টেলিফোন অপারেটর	২	২	-	-
১৫.	অডিও ভিজ্যুয়াল ইকুইপমেন্ট অপারেটর	১	১	-	-
১৬.	সহকারী অফসেট মেশিন অপারেটর	১	১	-	-
১৭.	প্লেট মেকার	১	১	-	-
১৮.	কাটিং মেশিন অপারেটর কাম-বাইন্ডার	১	১	-	-
১৯.	ষ্টিচিং মেশিনম্যান কাম-বাইন্ডার	১	১	-	-
২০.	গাড়ীচালক	২৬+আউট সোর্সিং-৪টি	২৬+আউট সোর্সিং-৪টি	-	-
২১.	ক্যাশ সরকার	১	১	-	-
২২.	ডেসপাচ রাইডার	৪	৪	-	-
২৩.	ফটোকপি অপারেটর (মেশিন ডুপ্লিকেটিং অপারেটর)	২	১	১	-
	সর্বমোট=	(১৫৩+আউট সোর্সিং-৪) =১৫৭	(১১৭+আউট সোর্সিং-৪)=১২১	৩৬	-

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪র্থ শ্রেণি					
১.	অফিস সহায়ক (এম,এল,এস,এস ৯৬,দপ্তরী-০৪)	১০০	৮৪	১৬	-
	অফিস সহায়ক (আউটসোর্সিং)	১০	১০	-	-
২.	নিরাপত্তা প্রহরী (দারোয়ান-৫, নৈশ প্রহরী-৯)	১৪	১৩	১	-
	নিরাপত্তা প্রহরী (আউটসোর্সিং) (দারোয়ান-২,নৈশ প্রহরী-১)	৩	৩	-	-
৩.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (ঝাড়ুদার)	৬	৬	-	-
	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (আউট সোর্সিং)	২	২	-	-
৪.	মালী	১	১	-	-
	সর্বমোট=	(১২১+আউটসোর্সিং-১৫) =১৩৬	(১০৪+আউটসোর্সিং-১৫) =১১৯	১৭	-

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.bpsc.gov.bd